মা

[গ্রাৎসিয়া দেলেদ্দা প্রণীত উপন্যাস *La Madre* এর
বাংলা অনুবাদ]

অনুবাদ : ঋষি দাস
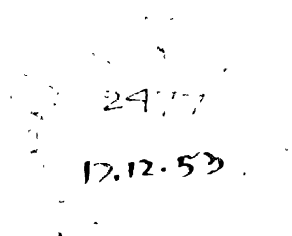
বেঙ্গল পাবলিশার্স
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ—১৩৫১
দ্বিতীয় সংস্করণ—১৩৫৫
প্রকাশক—শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
বেঙ্গল পাবলিশার্স
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট
কলিকাতা—১২
মুদ্রাকর—শক্তি দত্ত
দি প্রিন্টিং হাউস
৭০, আপার সার্কুলার রোড
কলিকাতা
প্রচ্ছদ-পট পরিকল্পনা
আশু বন্দ্যোপাধ্যায়
ব্লক ও প্রচ্ছদ-পট মুদ্রণ
ভারত ফোটোটাইপ ষ্টুডিও
বাঁধাই—বেঙ্গল বাইণ্ডার্স
দু' টাকা বার আনা

মা

এক

আজ রাত্রিতেও খুব সম্ভব বাইরে যাবার জন্যে প্রস্তুত হচ্চে পল। পলের পাশের ঘরটিতেই থাকে তার মা। মার কানে আসছে পুত্রের ভীরু সতর্ক পায়ের শব্দ। মা কখন আলো নিবিয়ে শুতে যাবেন, বুঝি তারই প্রতীক্ষায় আছে সে।

মা আলো নেবালেন, কিন্তু শুতে গেলেন না; ক্লান্ত দুর্বল হাত দু'টি একত্র ক'রে চুপচাপ বসে রইলেন, ঠিক দোরের পাশটিতে। যেন একটু সাহস সঞ্চয় করতে চান তিনি। প্রতিটি মুহূর্তেই বেড়ে উঠছে উদ্বেগ আর অধৈর্য্য, কিন্তু তবু তিনি এখনো নিজেকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন, না, পল বাইরে যাবে না, সে আগের মতোই বসবে, হয়তো বা একটু পড়বে, কিম্বা যাবে শুতে। কিন্তু প্রতিক্ষণেই মার এই আশাটুকুও ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হ'য়ে আসছে।

কয়েক মুহূর্তের জন্যে পলের ভীরু সতর্ক পদধ্বনি আর শোনা গেল না। সারা ঘরখানি নিস্তব্ধ, নিথর। মার মনে হোলো, ভারি নিঃসংগ তিনি, ভারি একা। ঘরের বাইরে বাতাস বইছে হা-হা শব্দে, অবিরাম একটানা বাতাস। গির্জার উঠানের গাছগুলির পুঞ্জীভূত পাতায় পাতায় মর্মরিত হ'য়ে উঠছে হাওয়ার সেই হা-হা শব্দ। যেন

ধ্বংসের ঐক্যতান শুরু হ'য়েছে ওঁদের ঘরখানিকে ঘিরে। সমস্ত ঘরখানা কড়কড় মড়মড় শব্দে কাঁপছে। বুঝি বা ক্রুদ্ধ বাতাস প্রবল আক্রোশে ওটাকে টেনে উপড়ে ফেলবে মাটির বুক থেকে!

মা আগেই বাড়ির দরজাটা বন্ধ ক'রে আড়াআড়িভাবে দু'টি আগল দিয়ে এসেছেন। এই আড়াআড়িভাবে-রাখা আগল দু'টি সৃষ্টি করেছে একটি ক্রুশের। দোরের কপাটের ওপর এমনি ক্রুশের সংকেত ক'রে আড়াআড়িভাবে আগল লাগানো এখানের গ্রামবাসীদের মধ্যে সুপ্রচলিত। তাদের ধারণা, ঝড়ের রাতেই শয়তান ঘুরে বেড়ায় মানুষের আত্মার খোঁজে। তাই রুদ্ধ দোরের ওপর খৃস্টানধর্ম অনুসারে এমনি ক্রুশের সংকেত ক'রে অর্গল আঁটানো হয়। ফলে, শয়তান নাকি আর আসতে পাবে না। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে এই উপায়ের ওপর মোটেই আস্থা নেই মার। এখন তাঁর মনে হচ্চে, শয়তান বুঝি গির্জার এই ক্ষুদ্র আঙিনাতেও এসে ঢুকে পড়েছে, পল তার ঘরের দেওয়ালে জানলার ধারে যে আয়নাটা এনে ঝুলিয়েছে, এখন তারই আশে-আশে ছায়ামূর্তিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে, পলের পেয়ালা থেকে মাঝে মাঝে বুঝি চা-ও খাচ্ছে!

আবার মার কানে এলো পলের পায়ের শব্দ—চুপি চুপি সে ঘরের মধ্যে ঘোরা-ফেরা করছে। মার মনে হোলো, হয়তো পল ঠিক আয়নার সম্মুখে দাঁড়িয়ে দেখছে নিজেকে। কিন্তু এ যে তার পক্ষে অন্যায়! আয়নায় পুরোহিতদের মুখ দেখা যে নিষিদ্ধ! নিষিদ্ধ হ'লেই বা কী? কিছু দিন হোলো এসব বাধা-নিষেধ পল আর ক'-ই বা মানছে?···

মার মনে পড়লো, এই কয়েকদিনের মধ্যেই বার কয়েক হোলো তাঁর চোখে পড়েছে, আয়নার সম্মুখে দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখছে পল। ছিছি, ঠিক মেয়েমানুষের মতো! শুধু তাই না। আজকাল আবার

সে তার নখগুলোকেও ধূয়েমুছে ঝকঝকে চকচকে করে। চুল-গুলোকে পেছনের দিকে ফেলে বুরুশ দেয়, মাথার নেড়া* অংশটাকে কোনো প্রকারে লুকিয়ে ফেলার চেষ্টা করে। মাথার চুল ও আজকাল আর ফেলতে চায় না সে। শুধু তাই না, সুগন্ধি তেল, আর আতর ও-ডি-কোলন-ও মাখে। সুগন্ধি পাউডারে মাজে দাঁত। এমনকি ভুরুতেও দেয় চিরুণী।

মা অনুভব করলেন ওঁদের দু'জনের দুটি ঘরের মধ্যেকার দেওয়ালের ব্যবধানটা যেন বিলুপ্ত হয়ে গেছে। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন তিনি, ঘরের ধবধবে সাদা দেওয়ালের সম্মুখেই দাঁড়িয়ে আছে কালো পোষাকে আবৃত একটি মূর্তি। দীর্ঘ দোহারা চেহারা, কম্পিত দুর্বল পায়ে ঘরময় ঘুরে বেড়াচ্ছে। মাথাটা শরীরের তুলনায় বেশ একটু বড়ো। প্রশস্ত ললাট। মুখখানি নিষ্প্রভ, কিসের ছায়া সেখানে ঘনীভূত হ'য়ে আছে। চিন্তার ভারে ললাটের সীমান্তে ভ্রূদু'টি কুঁচকে আসে। টানা টানা চোখ দু'টি অবসন্ন। প্রশস্ত হনু, পরিপূর্ণ অধর, সুদৃঢ় চিবুক। এরা যেন ওর সকল সংগ্রাম ও নৈরাশ্যের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়ায়, কিন্তু সম্পূর্ণ জয়ী হ'তে পারে না।

পল আয়নার সম্মুখে থমকে দাঁড়ালো। অকস্মাৎ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠল তার সারা মুখখানি। স্বচ্ছ বাদামী রঙের চোখ দু'টি দু'টুকরো হীরকের মতো চকচক করতে লাগল। সত্যি, তাকে এমনি সবল আর সুন্দর দেখে মার মাতৃহৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে অফুরন্ত আনন্দ উৎসারিত হ'য়ে এলো। কিন্তু মার চিন্তার তন্দ্রাটা পলকে গেল ছুটে, মা সজাগ হ'য়ে শুনলেন, পল চোরের মতো চুপি চুপি পা ফেলে হাঁটছে। সে যে বাইরে যাচ্ছে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ-ই আর রইলো না। ঘরের দরজা খুলে থমকে দাঁড়ালো পল। সে বাইরের

* পুরোহিতদের আংশিক মস্তক-মুণ্ডন ধর্মবিহিত প্রথা।—অনুঃ।

ক্ষুদ্রতম শব্দটি-ও কান পেতে শুনতে চায়। কিন্তু ঝড়ের সেই হা-হা-রব ভিন্ন আর কিছুই তার কানে গেল না।

মা চেয়ারের মধ্যে একটিবার নড়েচড়ে উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করলেন। তাঁর ইচ্ছা হোলো, তিনি চীৎকার ক'রে ওঠেন: 'পল! সোনা আমার! যাসনে বাপ!' কিন্তু তাঁর সমস্ত ইচ্ছার বিরুদ্ধে কি দুর্বোধ্য একটা শক্তি তাঁকে নির্বাক ক'রে দিল। পা দুটো কয়েকবার দুর্বলভাবে কেঁপে উঠল, এই দুর্বার শক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে চায় বুঝি। কিন্তু তবু তিনি উঠতে পারলেন না। কে যেন সবল হাতের চাপে সজোরে তাঁকে তাঁর আসনের সংগে আটকে রাখলো।

চোরের মতো সিঁড়ি বেয়ে চুপিচুপি নেবে এলো পল। তারপর দোর খুলে মুহূর্তে ঝড়ের ঘূর্ণাবর্তে কোথায় তলিয়ে গেল।

পল চলে যাওয়ার পর মা কোনো রকমে উঠে ঘরের আলোটা জ্বাললেন। তাম্র প্রদীপের স্তিমিত আলোকে অস্পষ্টভাবে ভেসে উঠল ছোট্ট ঘরখানি। আস্‌বাব-পত্র বা সাজসজ্জার নেই বালাই। পরিচারিকার বাসোপযোগী শূন্য রিক্ত একখানি ঘর।

তারপর তিনি দোর খুলে ঘরের বাইরে এসে স্থির হ'য়ে কান পেতে দাঁড়িয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। তখনো সমস্ত দেহ তাঁর আবেগে থর থর ক'রে কাঁপছে। ঘরের চৌকাঠের ওপর দাঁড়িয়ে দেখলেন, পাথরের ঋজু সোপানশ্রেণী চূণকাম-করা দু'টি দেওয়ালের মধ্য দিয়ে খাড়া নেবে গেছে। সিঁড়ির প্রান্তে নিচেকার দরজাটা ঝড়ের দাপটে ঝন ঝন শব্দে ভেংগে পড়তে চায়। পল যে-আগল দু'টো খুলে বাইরে গেছে, মার চোখে পড়ল, সে দুটো ঠেকানো রয়েছে দেওয়ালের এক কোণে। মার সারা শরীরটা অসহ্য রোষে রি রি ক'রে উঠল।

এ সবই শয়তানের কাজ। না-না, শয়তানের সমস্ত ষড়যন্ত্র তিনি আজ ব্যর্থ ক'রে দেবেন। তিনি যে মা! তারপর সিঁড়ির মুখে

মেঝের ওপর প্রদীপটা রেখে মা সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেবে এলেন এবং উন্মত্ত হাওয়ার গর্জন তুচ্ছ ক'রে পথে বেরিয়ে পড়লেন।

চারিদিক থেকে যুগপৎ আক্রমণে বাতাস ওঁকে বিপর্যস্ত ক'রে তুলছে। ওঁর পরণের ঘাঘরা উড়ে এসে মুখের ওপর প'ড়ে প্রতিপদেই দৃষ্টি ধাঁধিয়ে দিচ্ছে। বাতাস বুঝি ওঁকে ঘরে ফিরে যেতে বাধ্য করতে চায়।

কিন্তু মা বাতাসের সমস্ত বাধা তুচ্ছ ক'রে কোনোরকমে পোষাক সামলে সম্মুখের দিকে মাথা গুঁজে প্রাণপণে এগোতে লাগলেন। অটুট অটল সংকল্প তার। তিনি তাঁর ছেলেকে ফিরিয়ে আনবেন-ই।

গির্জার উঠানে শাকসব্জীর ক্ষেত। এই ক্ষেতের প্রাচীরের পাশ দিয়ে গির্জার তোরণ পার হ'য়ে মা এসে পৌছলেন গির্জার এক কোণে। এখানে মুহূর্তের জন্যে থামলেন।

এখানে এসেই পথ রাস্তার মোড় ফিরে এগিয়ে চলেছে—ঝোড়ো রাত্রির পাখীর মতো। কালো আলখাল্লাটাকে সে কোনোরকমে গায়ে জড়িয়ে ধরেছে। তারপর রাস্তা ছেড়ে মাঠে নেবে ঝড়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে করতে, সে দ্রুত এগোচ্ছে প্রাণপণে। মাঠের ওপারে গ্রামের উপান্তে টিলার উপর একটি বহু পুরাতন অট্টালিকা।

বিপুলাকার দৈত্যের মতো কালো কালো মেঘগুলো আকাশের চাঁদকে নিয়ে লুকোলুকি করছে। মাটিতে ছিটকে পড়ছে চঞ্চল আলোর অজস্র টুকরো। কখনো নীল, কখনো হলুদে। মাঠের দীর্ঘ ঘাসগুলি ত্রস্ত চকিত জ্যোৎস্নায় চমকে চমকে উঠছে। এই ক্ষণজ্যোৎস্নায় দেখা যায়, গির্জার সম্মুখে বিরাট উন্মুক্ত দু'টি প্রাংগণ আর একটি পথ। খাড়া, উঁচু, তরংগায়িত। এই পথটি দূর উপত্যকায় অরণ্যের কোলে গিয়ে মিশেছে। উপত্যকার মধ্যস্থল দিয়ে একটি নদীও চলেছে ব'য়ে, এই পথেরই মতো ধূসর বংকিম

তার গতি। এগিয়ে চলেছে, স্রোত আর পথ, জাল বুনতে বুনতে।

সমগ্র গ্রামে কোথাও এক ফিনকি আলো কিম্বা এক রত্তি ধোঁয়ার নাগাল নেই। তৃণাস্তীর্ণ পাহাড়ের গায়ে দৈন্যপীড়িত ক্ষুদ্র কুটিরগুলি ঠিক এক পাল মেষের দু'টি সারির মতো। আর পাহাড়ের ওপর এই গির্জা, ও যেন মেষপালক। গির্জার সুউচ্চ চূড়া, মেষ-পালকের হাতের পাচনি বুঝি।

গির্জার সম্মুখের প্রান্তর দু'টিতে আলিশার গা ঘেঁষে সারি সারি বিরাট গাছগুলি ঝড়ের দোলায় ঝাঁকড়া-চুল দৈত্যর মতো মাথা নাড়ছে। ওদের পাতার ফাঁকে ফাঁকে ধ্বনিত ঝড়ের গোঁডানির উত্তরে প্রতিধ্বনিত হচ্চে উপত্যকার ঝাউ আর বেতস বনের দীর্ঘশ্বাস। এই প্রেতায়িত রাত্রি; এই ঝড়ের গোঁঙানি, এই আকাশের রুষ্ট মেঘ আর ভীরু চাঁদের লুকোচুরি—সব কিছুকেই ছাপিয়ে কিন্তু এই সন্তান-সন্ধানী মায়ের আর্তবেদনা আজ মূর্ত হ'য়ে উঠেছে!

এতোক্ষণ পর্যন্ত মা নিজেকে অনেক রকমে ঠকাতে চেয়েছেন। তিনি বারে বারে ভাব্‌তে চেষ্টা করেছেন, হয়তো গ্রামের কোনো বাড়িতে কারো অসুখ, তাই পল উপাসনার জন্যে সেখানে যাচ্ছে। কিন্তু এই ক্ষীণ আশাটুকুও এবার নির্মূল হ'য়ে গেল। তিনি দেখলেন,পল উদ্‌ভ্রান্তের মতো মাঠের ওপারে ওই পুরাতন বাড়িটার দিকেই চলেছে ছুটে।

এই পুরাতন বাড়িতে থাকে একটি মেয়ে, যুবতী, স্বাস্থ্যবতী, নিঃসংগ, একা।…পল এ বাড়ির সাধারণ অতিথিদের মতো সদর দরজা দিয়ে ঢুকলো না। গৃহসংলগ্ন ফলের বাগানের প্রাচীরের গায়ে ক্ষুদ্র একটি দরজা। পল সটান দোর খুলে ভেতরে ঢুকেই কপাট বন্ধ ক'রে ত্বরিতে অদৃশ্য হ'য়ে গেল। দোরটা যেন মুখব্যাদন ক'রে ওকে গ্রাস ক'রে নিল।

পায়ের তলায় দীর্ঘ ঘাসগুলি ছিঁড়ে-দলে মা-ও ছুটে' চলেছেন পাগলের মতো।

অবশেষে মা এসে প্রাচীরের গায়ের সেই ক্ষুদ্র দরজাটার উপর প্রাণপণে দুই হাতে চাপ দিলেন। কিন্তু রুদ্ধ দোর কোনমতেই খুললো না। তাঁর মনে হোলো, দরজাটাও নিজের সমস্ত শক্তি দিয়ে 'ওঁকে প্রতিরোধ করতে চেষ্টা করছে। মার ইচ্ছা করল, তিনি এই রুদ্ধ দরজার উপর আঘাতের পর আঘাত ক'রে চেঁচিয়ে ওঠেন। কিন্তু তাও তিনি পারলেন না, কেবল নিঃসহায় নিরুপায়ের মতো দেওয়ালের দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইলেন,—পাষাণ প্রাচীরের দৃঢ়তা কতখানি বুঝবার জন্যে দেওয়ালটা স্পর্শ ক'রেও দেখলেন। তারপর নিতান্ত নিরাশ হ'য়ে দেওয়ালের ওপর কাণ পেতে ঘরের ভেতরের কথাবার্তা শোনার চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু ঝড়ের হা-হা শব্দ, পাতার মর্মর, শাখাপ্রশাখার কড়কড় ধ্বনি ছাড়া আর কিছুই তাঁর কাণে এলো না। মনে হলো, এরা সবাই যেন ওঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছে। দালাল আর দূতী ওরা! ওরা তাই নিজেদের কোলাহলে-চীৎকারে ডুবিয়ে দিতে চায় ভেতরের সমস্ত শব্দকে।

কিন্তু তবু পরাজয় স্বীকার করবেন না মা। যে কোনো প্রকারে হোক তাঁর শোনা চাই-ই, জানা চাই-ই—। যদিও, আসলে, অন্তরে তিনি সবই জানেন, তবু এখনো নিজেকে ঠকাবার মতো কিছু একটা মিথ্যা কারণও আবিষ্কার করতে পারলে বাঁচেন তিনি।

কেউ তাঁকে দেখতে পাবে কিনা, সেদিকে তাঁর ভ্রূক্ষেপ-ও নেই। শুধু উন্মাদের মতো তিনি প্রাচীরের ধারে ধারে উদ্যানের একদিক থেকে অন্যদিক পর্যন্ত সবটুকু ঘুরে ফিরে দেখলেন, বাড়িটির সম্মুখ দিয়ে উঠানের ওদিক পর্যন্ত চলে গেলেন। যাবার বেলা কম্পিত দুর্বল হাতে প্রাচীরের গা হাতড়ে দেখলেন, যদি কোথাও এতোটুকু-ও প্রবেশ-পথ থাকে,

যদি কোথাও এতোটুকু-ও ছিদ্র থাকে! কিন্তু সব চেষ্টাই হোলো ব্যর্থ। দুর্ভেদ্য, দুস্তর প্রাচীর। দেউড়ি, দালানের দরজা, গরাদ-আঁটানো জানলা—সমস্তই রুদ্ধ, নিশ্ছিদ্র। যেন দুর্গ!

এমন সময়ে মেঘের আড়াল থেকে বাইরে এলো চাঁদ। যেন নীল আলোর সমুদ্র হঠাৎ উছলে' পড়ল আকাশময়। বাড়ির সুমুখের কংকররক্তিম আঙিনাটা সেই আলোকে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠল। দেখা গেল, জানলার ভেতরের দিকের ঝিলমিলগুলো সব বন্ধ। জানলার বাইরের শার্সিগুলো ঠিক সবুজ আয়নার মতো দেখাচ্ছে। সেগুলোর উপর প্রতিফলিত হ'য়েছে ভেসে-যাওয়া মেঘ, টুকরো নীল আকাশ, আর পাহাড়ের গাছের শাখাপ্রশাখা।

কপালে কিসের একটা আঘাত পেয়ে বিরক্তিপূর্ণ একটু যন্ত্রণার শব্দ ক'রে মা ফিরে দাঁড়ালেন। একটা লোহার প্রকাণ্ড আংটা দেওয়ালের গায়ে আঁটানো রয়েছে। এই আংটায় ঘোড়া বাঁধা হয়। মা দেখলেন সদর দেউড়ির সম্মুখে পাথরের বিরাট তিন ধাপ সিঁড়ি গিয়ে পৌছেছে দেউড়ির ঠিক দরজার মুখ পর্যন্ত। দরজার উপর গোথিক প্যাটার্ণে প্রস্তুত প্রকাণ্ড একটা গম্বুজ। দরজায় রুদ্ধ লৌহ-কপাট। এই সিঁড়ি, এই গম্বুজ, এই লৌহ কপাট,—এই সব-কিছুর কাছেই মার নিজেকে অকস্মাৎ অত্যন্ত হেয় ও অপমানিত ব'লে মনে হোলো। মনে হোলো, অত্যন্ত দুর্বল আর ক্ষুদ্র তিনি। ঠিক একটি বালিকার মতো। হ্যাঁ, মার আজো বেশ মনে পড়ে, ছোটবেলায় গ্রামের গরীব ছেলেমেয়েদের সংগে তিনি এখানে আসতেন। এসে প্রতীক্ষা করতেন গৃহস্থের—কখন গৃহস্থ এসে দু'টো পয়সা মাটিতে ছুঁড়ে ওঁদের ভিক্ষা দেবে। সেদিন-ও মা ছিলেন এমনি ছোট, এমনি শক্তিহীন, এমনি অসহায়।

কিন্তু তখন এই বন্ধ দেউড়ি থাকত উন্মুক্ত। খোলা দরজার ভেতর

দিয়ে দেখা যেত শান-বাঁধানো অন্ধকার প্রকোষ্ঠ। দেখা যেত সেখানে, পাথরে খোদাই করা আসনের সারি। বেশ মনে পড়ে ওঁর, তখন গরীব ছেলেমেয়েরা ঠেলাঠেলি ক'রে দেউড়ির চৌকাঠ পর্যন্ত আসতো এগিয়ে। তাদের চীৎকারে প্রতিধ্বনিত হ'য়ে উঠতো গুহার মতো এই অট্টালিকার প্রতিটি কক্ষ। তারপর হয়তো বাড়ির কোনো ভৃত্য এসে ওঁদের তাড়া করতো, ওঁকে দেখে বলতোঃ ছি ছি! ওদের সংগে তুই-ও এসেছিস মারিয়া মাদ্দালেনা? একটু লজ্জা-সরমও নেই তোর? এতো বড়ো ধিঙ্গি মেয়ে! তুই এসেছিস কিনা ওই হেড়ে ছোঁড়াগুলোর সংগে!

আর মা—সেই ছোট বেলাকার মারিয়া মাদ্দালেনা—লজ্জায় এতোটুকু হ'য়ে যেতেন। কিন্তু তবু তিনি দূরে দাঁড়িয়ে উঁকি দিয়ে কৌতূহলের সংগে দেখতেন, ওই অট্টালিকার আবছা অন্ধকার অভ্যন্তর। যেন প্রহেলিকা! আর আজ—আজো মারিয়া মাদ্দালেনা সে-দিনেরই মতোই লজ্জা পেয়ে দেউড়ির সম্মুখ থেকে পালিয়ে গেলেন। যে দোরটা তাঁর পল-কে পলকে গ্রাস করেছে, করুণতম দৃষ্টিতে একবার সেদিকে তিনি তাকালেন, তারপর নিরুপায় হ'য়ে ঘরে ফিরে চললেন।

ফেরার পথে বারে বারে কেবলই তাঁর মনে হোলো, কেন এমন ভুল করলেন তিনি, কেন তিনি ওখানে দাঁড়িয়ে চেঁচামেচি করলেননা, কেন তিনি দরজার উপর ইট-পাটকেল ছুঁড়লেন না, কেন তিনি ঘরের লোকদের দোর খুলে দিতে বাধ্য করলেন না? নিজের এই মূঢ়তার জন্যে নিজেরই উপর রাগ হোলো। ভাবলেন, আবার তিনি ফিরে যাবেন। কিন্তু কয়েক মুহূর্ত কিংকর্তব্যবিমূঢ় হ'য়ে দাঁড়িয়ে থেকে আবার বাড়ি ফিরে চললেন। অশান্ত অস্থির একটা উদ্বেগ যেন তাঁর বুকখানাকে ছিঁড়ে কুটি-কুটি ক'রে ফেলছে! একটা আহত

জানোয়ারের মতো সারাপথ ছটফট করতে করতে মা ঘরে ফিরে এলেন।

বাড়ি ফিরেই তিনি দরজাটা বন্ধ ক'রে সিঁড়ির তলায় ক্লান্ত হ'য়ে বসে পড়লেন, সিঁড়ির ওপর প্রদীপের নিস্প্রভ আলোটা কেবলই কেঁপে কেঁপে উঠছে। এই কম্পিত আলোয় ঘরের সমস্ত সামগ্রীই যেন টলছে। মার মনে হোলো, পাহাড়টাও দুলছে বুঝি! এই দোলায় তাঁদের বাড়িটা ভেঙে-খসে প'ড়ে যাবে হয়তো।

ঘরের বাইরে বাতাসের গোঙানি আরো বেড়েছে। শয়তান কি তবে আজ এই গির্জা, গির্জা-সংলগ্ন তাঁদের বাসা,—খৃস্টানদের এই ক্ষুদ্র পৃথিবী, সমস্তই ধ্বংস ক'রে দিতে চায়?

মা কাতরভাবে আর্তনাদ ক'রে উঠলেন, 'ভগবান!'

কিন্তু নিজের এই আর্তনাদ কানে আসতেই তাঁর মনে হোলো, এ কণ্ঠস্বর তাঁর নয়, বুঝি অন্য কারো, অন্য কোনো মেয়ের। সিঁড়ির দেওয়ালে নিজের ছায়ার দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়লেন মা। মনে হোলো, তিনি যেন এখানে একা নয়, আরো কেউ আছে। তাই তিনি বিড়বিড় ক'রে বকতে লাগলেন,—যেন কেউ ওঁর কথা শুনছে, ওঁর কথার জবাব দিচ্ছে, এমনি ভাবে থেমে থেমে:

'আমি কেমন ক'রে বাঁচাই ওকে?'

'আসুক না ও। ততোক্ষণ তুমি এইখানে ব'সে থাকো। তারপর ওকে সব কথাই খুলে বোলো। ভয় পেয়োনা। এখনো সময় আছে, মারিয়া মাদ্দালেনা!'

'কিন্তু, ও যে চ'টে উঠবে, সব কিছু অস্বীকার করবে। তারচে' বরং বিশপের* কাছে গিয়ে বলি, তিনি যেন এই ভয়াবহ জায়গা থেকে আমাদের অন্য কোথাও পাঠিয়ে দেন। বিশপ দেবতার মতো

---

* ঊর্ধ্বতন পুরোহিত।—অনুঃ।

মানুষ। এ পৃথিবীর সবই বোঝেন তিনি। আমি তাঁর পায়ের তলায় নতজানু হ'য়ে বসব।...তাঁকে যেন চোখের সুমুখেই দেখতে পাচ্ছি আমি। পরণে শ্বেতবাস, বুকে সোনার ক্রশ ঝকঝক করছে। দু'টি আঙুল তুলে তিনি আমাকে আশীর্বাদ করছেন।...তাঁকে বলবো, প্রভু, আপনি তো জানেন, এই গ্রামের মতো দরিদ্র গ্রাম আর নেই। শুধু দারিদ্র্য নয়, এ গ্রামের ওপর বিধাতারও অভিশাপ আছে। প্রায় একশ' বছর এ গ্রামে কোনো পুরোহিত ছিল না। তাই এ গ্রামের লোকেরা ভগবানের কথা সম্পূর্ণ ভুলে গিয়েছিল। তারপর একজন পুরুত এলেন এখানে। আপনি তো জানেন প্রভূ, কি ধরণের লোক ছিলেন তিনি। পঞ্চাশ বছর বয়স পর্যন্ত তিনি খুব ভালো ছিলেন। ঐ সময়ে তিনি গির্জা সারান। নিজের খরচে নদীর উপর একটা পুল-ও তৈরী ক'রে দেন। তখন তিনি শিকারে যেতেন, রাখাল আর শিকারীদের সংগে ঘুরে বেড়াতেন। তারপর হঠাৎ কেন বদলে গেলেন তিনি—শয়তানের মতো হ'য়ে উঠলেন। ডাইনী বিদ্যে শুরু হোলো। শুরু হোলো মদ আর মেয়ে। তখন তিনি পাইপ টানতেন, সিগারেট খেতেন, লোককে গাল পাড়তেন। মাটিতে ব'সে গাঁয়ের মতো সব বদমায়েসদের সংগে পিটতেন তাস। এই বদমায়েস লোকগুলোও ভারি পছন্দ করতো তাঁকে। তাঁর সমস্ত বিপদে-আপদে এই লোকগুলো তাঁকে রক্ষা করত। তাই অন্য কেউ বড় একটা তাঁর কাছে আসতো না। তারপর, শেষ বয়সে তিনি ঘরে চুপচাপ ব'সে থাকতেন। এমন কি একটা চাকরও ছিল না। উপাসনার সময়ে ভিন্ন তিনি একটি বারো বাইরে আসতেন না। রাত্রি শেষ না হ'তেই তাঁর উপাসনা হোতো আরম্ভ। তাই কেউ তাঁর উপাসনায় যোগ দিতে আসতো না। লোকে বলে, তিনি নাকি মাতাল অবস্থায় উপাসনা করতে আসতেন।

তাঁর বিরুদ্ধে কেউ কথাও বলতো না। সকলে তাঁকে ভারি ভয় করতো। শয়তান নিজেই নাকি ছিল তাঁর দেহরক্ষী। তারপর অসুখ হোলো তাঁর। তখন তাঁকে শুশ্রূষা করার জন্যে কোনা মেয়েই আসতে চাইতো না। ভদ্দর লোকেরা-ও কেউ আসতো না। কিন্তু তবু প্রতিটি রাত্তিরেই তাঁর প্রত্যেকটি জানলায় আলো জ্বলতো। লোকে বলে, রাত্রে রাত্রে নাকি শয়তান এই বাড়ি থেকে নদী পর্যন্ত একটা সুড়ঙ্গ খুঁড়ত—পুরুতঠাকুরের মড়া সেই পথে সরিয়ে ফেলার জন্যে। তারপর, নাকি পুরুতঠাকুরের মরার পর তাঁর আত্মা ওই পথেই এ বাড়িতে যাতায়াত করতো। তাই কোনো পুরুত আর এখানে আসতে চাইতেন না। প্রতি রবিবারে অপর একটি গাঁ থেকে একজন পুরুত আসতেন উপাসনার জন্যে। কেউ মরলে, তার সৎকারও তিনিই করতেন। কিন্তু হঠাৎ একদিন রাত্তিরে আগের পুরুতের আত্মা এসে পুলটা ভেংগে দিল। তারপর থেকে দশটি বছর আর এ-গাঁয়ে কোনো পুরুত ছিলেন না। তারপর এলো আমার পল। আমিও এলাম। আমরা এসে দেখলাম, গাঁয়ের লোকেরা সব অসভ্য, সংযম ব'লে তাদের কিছু নেই। তারা ভগবানে বিশ্বাস হারিয়েছে।···কিন্তু পল আসার পর থেকে আবার সব বদলে গেল—বসন্ত এলে পৃথিবী যেমন যায় বদলে। কিন্তু এখানের লোকদের ধারণাই সত্যি হোলো শেষে। নতুন পুরুত এলেই নাকি তার উপর আসে বিপদ। কারণ, আজো নাকি সেই পুরোনো পুরুতের আত্মা এখানে আছে। অনেকে আবার বলে, তিনি নাকি মরেন নি। আজো তিনি ওই সুড়ঙ্গের মধ্যে আছেন। আমি নিজে এসব কাহিনীতে কোনোদিন বিশ্বাস করি নি। কোনো শব্দও শুনিনি আমি।···পল আর আমি সাত বছর ধ'রে এখানে আছি। কিছু দিন আগে পর্যন্ত পলের জীবন ছিল নির্দোষ, পবিত্র—শিশুর মতো। সে পড়া-শুনো আর প্রার্থনা নিয়েই থাকতো—

যজমানদের মংগলের কথা ভেবেই কাটাতো জীবন। কখনো কখনো বাঁশী বাজাতো। খেয়াল খুশির মেজাজ ছিল না তার; ছিল শান্ত, সংযত, গম্ভীর। শান্তি আর স্বচ্ছলতার মধ্যে আমাদের সাতটি বছর কেটেছিল—ঠিক বাইবেলে যেমনটি লেখা আছে তেমনি। আমার পল কোনোদিন মদ খেতো না, কোনোদিন শিকারে যেতো না, কোনোদিন সিগারেট খেতো না, পাইপ টানতো না; কোনো মেয়ের দিকে কোনোদিন তাকায় নি। টাকাপয়সা যা সে বাঁচাতে পারতো, সবই সঞ্চয় ক'রে রাখতো পুলটা ফের গড়িয়ে দেওয়ার জন্যে।...পলের আমার বয়েস এখন আটাশ। ইদানীং তার উপর শয়তানের দৃষ্টি পড়েছে—তাকে মায়া করেছে একটা মেয়ে। প্রভু! আমাদের এখান থেকে সরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করুন! পলকে আমার বাঁচান! নইলে আগের পুরুতের মতো সে-ও তার আত্মাকে হারাবে।...আর ওই মেয়েটিকেও যে রক্ষা করতে হবে প্রভু! মেয়েটা থাকে একলা, একটি নির্জন ঘরে শত প্রলোভনের মধ্যে কাটে তার নিঃসঙ্গ জীবন। এই গ্রামে-ও তার সংগে মেলামেশা করার মতো কোনো লোক নেই। প্রভু! আপনিও এই মেয়েটিকে চেনেন। আপনি সপার্ষদ একবার তার বাড়িতে অতিথি হয়েছিলেন। ওই মেয়েটির অগাধ অর্থ। কিন্তু অভিভাবক নেই। সে একা। তার দুই ভাই আর এক দিদি আছেন; তাঁরা সবাই থাকেন বিদেশে, তাঁরা সবাই বিবাহিত। সে এখানে সম্পত্তি আর বাড়ির তদারক করার জন্যে একলাটি থাকে। বাড়ির বাইরে কদাচিৎ আসে। কিছুদিন আগে পর্য্যন্ত আমার পল তাকে আদৌ চিনতো না। মেয়েটার বাবা ছিল এক অদ্ভুত প্রকৃতির মানুষ, আধা-ভদ্দর, আধা-চাষী, আধা-শিকারী, আধা-নাস্তিক। আগের পুরুতের একজন ঘনিষ্ঠ

বন্ধু ছিল সে। তার সম্বন্ধে এর বেশি কিছু বলার নেই প্রভু! লোকটা কোনো দিন গির্জায় যেতো না। মরবার আগে রোগ-শয্যায় শুয়ে পল-কে আমার ডেকে পাঠালে। লোকটা মরা পর্য্যন্ত পল তার কাছে-কাছেই থাকতো। সে মরবার পর পল তার সৎকার এমন জাঁকজমকের সংগে করলে যে, তেমনটি এ অঞ্চলে এর আগে কোন দিনই হয়নি। গাঁয়ের প্রত্যেকটি লোক এলো শোভা-যাত্রায়। মায়েরা পর্য্যন্ত দুধের ছেলেমেয়েদের কোলে নিয়ে ছুটে এলো।···তার পর থেকেই পল আমার ও-বাড়ির মেয়েটার সংগে দেখা করতে যেতো প্রায়ই। মেয়েটা দুশ্চরিত্রা, চাকরবাকরদের সংগে একলাটি থাকে। তাকে যুক্তি-পরামর্শ দেওয়ার মতো কেউ নেই। আর. আমরা যদি তাকে সাহায্য না করি, তবে কে-ই বা করবে?

এবার অন্য মেয়েটি প্রশ্ন করলে ওঁকে, 'আচ্ছা মারিয়া মাদ্দালেনা, সত্যিই কি তুমি বিশপের কাছে গিয়ে নিজের ছেলে আর ওই মেয়েটি সম্বন্ধে এ-সব কথা বলতে পারবে? তাছাড়া, যদি প্রমাণ করতে না পারো? ধরো এ কথা যদি সত্যি না হয়?'

'ভগবান!'

মা অস্ফুট আর্তনাদ ক'রে দুই হাতে মুখ ঢাকলেন।

সংগে সংগে ওর চোখের সম্মুখে ভেসে উঠলো একটি দৃশ্য:

পল আর সেই মেয়েটি। পুরাতন বাড়িটার নিচের তালার একটি কক্ষ। কক্ষটি প্রশস্ত। সম্মুখেই ফলের বাগান; গম্বুজের মতো ছাদ। সমুদ্রের ঝিনুক-আর-নুড়ি-বসানো মসৃণ সিমেন্টের মেঝে। একদিকে বড়ো একটা ধুনা। এই ধুনীর ডাইনে বামে দু'দিকে দু'টি আরাম চেয়ার। সম্মুখে একটা পুরানো সোফা। চূণকামকরা দেওয়ালে ঝুলানো রয়েছে বহু অস্ত্রশস্ত্র, হরিণের মাথা আর শিঙ, আরো বহু প্রাচীন চিত্র। ছবিগুলোর ময়লা ক্যানভাস ছিঁড়ে

টুকরো টুকরো হ'য়ে হেথা-হোথা ঝুলে পড়েছে। বিষয়বস্তু এখন আর বোঝা যায় না। এখানে বা অস্পষ্ট আবছা একটা হাত, ওখানে বা মুখের একটু আভাস, এখানে বা এক গোছা চুল, ওখানে বা এক থোকা ফল, এমনি।

পল আর মেয়েটি, দু'জনেই আগুনের পাশে ব'সে আছে। দু'জনের হাতে দু'জনের হাত।

'উঃ। ভগবান!' আবার আর্তনাদ ক'রে উঠলেন মা।

এই দৃশ্যটাকে দূর করবার জন্যে মা অপর একটা দৃশ্যের কল্পনা করলেন:

আবার সেই কক্ষ। কিন্তু এবারে ঘরে ঈষৎ সবুজ আলো। এই আলো এসেছে একটি গবাদ-আঁটানো জানলা আর দরজার উন্মুক্ত পথ দিয়ে। জানলা দরজার ফাঁকে দেখা যায়, শ্যামল প্রান্তর আর উদ্যান। সমস্ত তরুলতা, পত্রকিশলয় শরতের শিশিরে স্নাত, উজ্জ্বল। কয়েকটি ঝরা পাতাও যেন হালকাভাবে হাওয়ায় উড়ে এসে পড়েছে ঘরের মেঝেয়।

একটা অর্ধোন্মুক্ত দরজার ফাঁকে ওদিকে দেখা যায়, আরো কয়েকটি কক্ষ। সবগুলির জানলা বন্ধ, সবগুলিই আবছা অন্ধকার।

ওখানে এসে তিনি নিজে যেন দাঁড়িয়েছেন। তাঁর হাতে এক ডালি ফল, এবাড়ির কর্ত্রীর জন্য তার ছেলে পাঠিয়েছে। এবার ত্বরিত ব্যস্ত পায়ে এলো কর্ত্রী। একটু লাজুক যেন মেয়েটি। সে এলো ওই আবছা অন্ধকার ঘরগুলি থেকে বেরিয়ে। পরনে তার কালো পোষাক। মুখের দুই দিকে ঝুলছে কালো চুলের পাকানো পুষ্ট দু'টি বেণী। ওর শাদা দু'খানি হাত দেওয়ালের ছবিতে আঁকা হাতের মতোই এলো বেরিয়ে।

তারপর মেয়েটি যখন ওর পাশে এসে ঘরের আলোতে দাঁড়ালো,

তখনো যেন তার শরীরে দুর্বোধ্যতা জড়িয়ে আছে। টেবিলের উপরের ফলের ঝুড়িটা মেয়েটির চোখে পড়তেই সে ফিরে ওঁর দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালো। তার ম্লান কামনাজড়িত ওষ্ঠাধরে খেলে গেল চকিত মৃদু হাসি। সেই সংগে আধো-খুশি, আধো-অবহেলা। তখন মুহূর্তেই মার মনে সন্দেহটা জেগে উঠেছিল। যদিও কেন, বা কেমন ক'রে, তা তিনি আজো বুঝতে পারেন না।

আরো স্পষ্ট মনে পড়ে, মেয়েটি ব্যস্ত-সমস্ত হ'য়ে অভ্যর্থনা করেছিল ওঁকে, পাশে বসিয়ে পলের সম্বন্ধে করেছিল নানান প্রশ্ন। মেয়েটির সেদিনের এই ব্যবহার কেন যে তাঁর মনে বাসা বেঁধে রয়েছে তার কারণ আজ তিনি নিজেও বলতে পারবেন না। যাই হোক, পল-কে নাম ধ'রেই ডেকেছিল মেয়েটি। বোনের মতো। কিন্তু মারিয়ার প্রতি সে নিজের মায়ের মতো ব্যবহার করেনি। করেছে কতকটা প্রতিদ্বন্দ্বীর মতো। সে যেন ওঁকে তোষামোদি ক'রে তোয়াজ ক'রে ঠকাতে চায়।

মেয়েটি ওঁর জন্যে কফি আনতে হুকুম ক'রে দিয়েছিল। কফি এলো, মস্ত একটা রূপোর ট্রে-তে ক'রে। নিয়ে এলো যে পরিচারিকাটি, তার খালি পা, মুখখানা কাফ্রির মতো কালো।

মেয়েটি ভাই দুটির সম্বন্ধেও করেছিল অনেক গল্প। বলেছিল, ওরা দু'জনেই থাকে বিদেশে। সেখানে বিপুল প্রতিপত্তি ওদের। ওরা যেন বিরাট দু'টি স্তম্ভ, ওদের-ই আশ্রয় ক'রে তার নিঃসঙ্গ জীবনটা গ'ড়ে উঠেছে। মেয়েটি এই সব গল্প করার সময় অন্তরে অন্তরে যেন গোপন একটা আনন্দও অনুভব করছিল। তারপর ওঁকে ফলের বাগান দেখাতে নিয়ে গিয়েছিল।

নানা জাতের ফল বাগানে। লাল লাল ডুমুর, পীচ, দ্রাক্ষালতা থেকে ঝুলে-পড়া থোকো থোকো আঙুর। আরো কত কী!

মা ভেবেছিলেন যার বাগানে এত ফল আছে, তার জন্যে পলই বা আবার কেন এতো ফল উপহার পাঠালে ?···

নিস্প্রভ দীপালোকে ব'সে ব'সে ভাবতে লাগলেন মা।

এখনো ওঁর চোখে স্পষ্ট ভেসে ওঠে, মেয়েটির ওঁকে বিদায় দেওয়ার সময়কার কথা। মেয়েটির মুখে যুগপৎ ফুটে উঠেছিল কোমলতা আর রূঢ় বিদ্রূপ। সে এমনভাবে তার চোখের ভারী পাতা দু'টিকে নাবিয়েছিল যে, অতি সহজেই মার চোখে তার সমস্ত মনটি ধরা পড়ে গেল। নত ভীরু দু'টি চোখ চকিতে একটি আত্মকে প্রকাশ ক'রে দিয়ে নিমিষে নিজের মধ্যে নিজেকে সম্পূর্ণ সংহত ক'রে নিলে। পলেরও চোখদুটি ঠিক এমনি, এমনি অদ্ভুত।

এর পর যতো দিন কেটেছে, পলের হাবভাব আর গাম্ভীর্য মাকে সন্দিগ্ধ করে তুলেছে ততো বেশি। আতংকে ভ'রে গেছে মার মন। কিন্তু তবু যে-মেয়েটি তাঁর পলকে পাপের পথে টেনে নিয়ে চলেছে, তাকে তিনি এতটুকুও ঘৃণা করেন-নি। শুধু ভেবেছেন, ওই মেয়েটি-কেও তিনি কেমন ক'রে বাঁচান ? ও বুঝি তাঁর নিজেরই মেয়ে !

দুই

মার মনে প্রথম সন্দেহ দেখা দেওয়ার পর কেটে গেল শরৎ আর শীত। সন্দেহটাকে দৃঢ় করবার মতো আর কিছুই ঘটল না। তারপর এলো বসন্ত, এলো দক্ষিণ বাতাস। শয়তানও এবার তার কাজ শুরু ক'রে দিল। এখন পল প্রতি রাত্রে বেরোচ্ছে, যাচ্ছে ওই পুরাতন বাড়িতে।

'আমি কি করি? আমি কেমন ক'রে বাঁচাই ওকে?' মা কাতর হয়ে ভাবেন। কিন্তু উত্তরে বাতাস শুধু ওঁকে বিদ্রূপ ক'রে যায়। ঝড়ের ক্রুদ্ধ ঝাপটে বাড়ির দরজাটা কেঁপে কেঁপে ওঠে। মার মনে পড়ে তাঁদের এ-গ্রামে আসার প্রথম দিনের কথা। সেই সবে পুরোহিত হয়েছে পল। মা দীর্ঘ কুড়িটি বছর সমস্ত প্রলোভন, সমস্ত প্রবৃত্তিকে অবহেলা-অস্বীকার ক'রে নিয়মিতভাবে গির্জায় এসেছেন। নিজেকে সকল ভালোবাসা থেকে করেছেন বঞ্চিত, অনাহারে অর্ধাহারে কেটেছে তাঁর কতদিন। তবু বিন্দুমাত্র কাতর হননি। ছেলেকে মানুষ ক'রে তুলবেন, তার কাছে নিজে হ'যে উঠবেন মূর্তিমতী আদর্শ, এই ছিল তাঁর সংকল্প। তারপর তাঁরা এখানে এলেন। এমনি এক প্রচণ্ড ঝড়ের মধ্যেই শুরু হ'য়েছিল তাঁদের যাত্রা। তখনো ছিল এমনি একটি বসন্ত। বসন্ত এসেছে, কিন্তু সমগ্র উপত্যকাটি শীতের কবলে প'ড়ে জড়সড় হ'য়ে আছে। গাছের পাতাগুলি এখানে-ওখানে হ'য়ে রয়েছে বিক্ষিপ্ত। ঝড়ের ঝাপটে গাছগুলি পড়েছে নুয়ে। ওরা যেন দিগবলয়ের এক প্রান্ত থেকে আকাশের পারে কালো মেঘের বাহিনী-গুলিকে ছুটোছুটি করতে দেখে ভয়ে পরস্পরকে জড়িয়ে ধ'রেছে! শিলাবৃষ্টির আঘাতে ছিন্নভিন্ন হ'য়ে গেছে মাঠের সবুজ।

যেখানে রাস্তা এসে মোড় ফিরেছে, সেখান থেকে উপত্যকা দেখা যায়। ওখান থেকে পথটা ক্রমশ নদীর দিকে ঢালু হ'য়ে নেবে গেছে এই মোড়ে যখন ওঁদের গাড়ী এলো, তখন অকস্মাৎ একটা দমকা হাওয়ার হানায় ওঁদের ঘোড়াগুলো একেবারে স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে গেল, কাণ খাড়া ক'রে হ্রেষারব ক'রে উঠল। ঝন্ ঝন্ ক'রে ন'ড়ে উঠলো বল্লাগুলো, যেন কোন দুর্বৃত্ত ঘোড়াগুলোর মাথায় ধ'রে তাদের গতিরোধ ক'রে আরোহীদের ধনসম্পদ সব ছাড়িয়ে-ছিনিয়ে নিতে চেষ্টা করছে। দুর্যোগের মধ্যে এই অভিযান এতোক্ষণ বেশ ভালোই লাগছিল পলের। কিন্তু সে-ও এবার অস্পষ্ট আতংকের সংগে চীৎকার ক'রে উঠল, 'এ নিশ্চয়ই সেই পুরোনো পুরুতের প্রেতাত্মা, আমাদের আটকাতে চেষ্টা করছে।'

কিন্তু পলের কথাগুলো ঝড়ের শব্দাবর্তে ভেসে গেল। শুধু ম্লান একটু হাসি হাসল পল। শব্দবতী স্রোতস্বতীর ওপারে উপত্যকার বিপরীত দিকে অদূরে দেখা যায় ওঁদের গন্তব্য গ্রাম—ঠিক যেন পাহাড়ের গায়ে ঝুলানো একখানি তকতকে ছবির মতো। পল করুণ দৃষ্টিতে সেদিকে তাকিয়ে রইল।

নদী পার হবার পরে একটু ক'মে এলো ঝড়। গ্রামের লোকের তাদের নূতন পুরোহিতকে বরণ করার জন্যে প্রস্তুত হয়ে এসেছে। তাদের কাছে পল যেন পুরোহিত নয়, দেবদূত! গ্রামবাসীরা সকলেই গির্জার প্রাংগনে এসে সমবেত হ'য়েছে। একদল যুবক ওদের অভ্যর্থনা করার জন্যে নদীর পাড় অবধি গেছে ছুটে। তারা পাহাড়ের পথ বেয়ে তীরবেগে নেবে এলো, ঠিক পর্বতের গা-বেয়ে-নেবে-আসা ঈগলের ছোর মতো। তাদের আনন্দধ্বনিতে কলরবে আকাশ বাতাস কথা ক'য়ে উঠলো। তারপর তারা তাদের পুরোহিতকে ঘিরে ধ'রে তাকে বিজয়গর্বে কাঁধে তুলে নিয়ে চলল

পাহাড়ের পথ ভেঙে। বন্দুকগুলো বারে বারে আনন্দ জানিয়ে বাতাস বিদীর্ণ ক'রে ধ্বনিত হ'য়ে উঠল। গ্রামবাসীদের জয়ধ্বনি আর বন্দুকের শব্দে গমগম করতে লাগল সারা উপত্যকাটি। এমন কি, ঝোড়ো হাওয়াও যেন মৃদু-মন্থর হ'য়ে এলো, আকাশের মেঘও গেল কেটে। আজ এমন দুঃখেও মার সেদিনের সে-কথা ভেবে গর্বে বুক ফুলে ওঠে। কিন্তু পরক্ষণেই যেন মনে হয়, সে বুঝি ছিল স্বপ্ন। একদল যুবক যেন তাকে মেঘের উপর দিয়ে নিয়ে চলেছে ব'য়ে; পাশে চলেছে পল। এখনো ভারি ছেলে মানুষ সে। তবু মুখে চোখে তার দিব্য জ্যোতি। কতো বুড়ো-বুড়ো লোক নত হ'য়ে তাকে প্রণাম জানাচ্ছে।

পাহাড়ের পথ ধ'রে ওঁরা আরো উপরে উঠছেন। পাহাড়ের চূড়োয় চূড়োয় শুরু হয়েছে আতসবাজী। আকাশের কালো মেঘের উপর আগুনের হলকাগুলো রক্তপতাকার মতো দেখাচ্ছে। নিচে ধূসর গ্রাম, সবুজ পাহাড়িয়া মাঠ, আর পথের দুধারে বড় বড় গাছ— সবই সেই আলোকে হ'য়ে উঠছে রাঙা।

আরো, আরো উঁচুতে উঠছেন ওঁরা। গির্জার প্রাচীরের উপর মনুষ্যদেহের আর একটা প্রাচীর যেন ঝুঁকে পড়েছে। নরনারীর অসংখ্য কৌতূহলী মুখ। ছেলেমেয়েদের চোখগুলো অননুভূতপূর্ব উত্তেজনায় আর আনন্দে নাচছে। পাহাড়ের চূড়োয় চূড়োয় যে ছেলেরা আতসবাজী পোড়াচ্ছে, দূর থেকে তাদের দেখাচ্ছে কৃষ্ণকায় শীর্ণ দৈত্যের মতো।

গির্জার উন্মুক্ত দোরের ফাঁকে দেখা যায়, বাতিগুলি থেকে আলোক-শিখা বাতাসে কেঁপে কেঁপে উঠছে। ঘণ্টাগুলো বাজছে ঢং ঢং করে। রূপালি আকাশে মেঘগুলো-ও বুঝি গির্জার স্তম্ভশীর্ষের আশেপাশে ভীড় ক'রে স্থির হ'য়ে দেখছে ওদের।

অকস্মাৎ জনতা কোলাহল ক'রে উঠল, 'ওরে, এসেছে! এসেছে!...
ঠিক দেবতার মতো দেখতে রে! দেবতার মতো দেখতে!'

যদিও দেবতার মতো কিছুই ছিল না পলের, তার মুখে ছিল গভীর প্রশান্তি। একটি কথাও বলেনি সে, কারো অভিবাদন অভ্যর্থনার দিকে লক্ষ্যও দেয় নি। এদের আনন্দ-কোলাহলে সে কোনো প্রকার বিচলিত বা উত্তেজিত হয়েছে ব'লেও মনে হোলো না। শুধু নীরবে ঠোঁট দুটো বন্ধ ক'রে, ঈষৎ ভ্রূ কুঁচকে মাটির দিকে চোখদুটি নত রেখে সে স্থির হয়ে বসে আছে। তারপর তারা যখন গির্জার উঠানে এসে পৌঁছল, তখন সমগ্র জনতা জয়ধ্বনি করছে। মা অকস্মাৎ দেখলেন, পল যেন টলে পড়ছে। পাশের একটি লোক তাকে ধরে ফেলল। পর মুহূর্তেই পল কিন্তু নিজেকে সামলে সোজা ক'রে নিল, তারপর ত্রস্তে গির্জায় ঢুকে বেদীর সম্মুখে নতজানু হ'য়ে ব'সে শুরু করে দিল সান্ধ্য-উপাসনা।

মেয়েরা কাঁদছিল, তারাও সবাই পলের সংগে উপাসনার স্তোত্র গাইতে লাগল।

মেয়েরা কেঁদেছিল। তাদের অশ্রু ছিল আনন্দের, ভালোবাসার, আশার, অপার্থিব কামনার। মার মনে হোলো, এই চরম দুঃখেও যেন মেয়েদের সেই চোখের জল ওঁর সমগ্র বেদনা-দগ্ধ অন্তরটিকে আপ্লুত করে দিচ্ছে। ওঁর পল! ওঁর সকল ভালোবাসা, সমস্ত আশা, সমস্ত অপার্থিব আকাঙ্ক্ষার মূর্তি সে! কিন্তু এখন পাপের স্রোতে সেই পল ওঁর ভেসে চলেছে। অথচ উনি নিজে এই সিঁড়ির উপরে নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে আছেন, পুত্রকে উদ্ধার করার কোনো চেষ্টাও করছেন না!

মার নিঃশ্বাস আটকে এলো যেন, পাথরের মতো ভারি হ'য়ে উঠলো বুক। ভালো ক'রে নিঃশ্বাস নেওয়ার জন্যে তিনি উঠে

দাঁড়ালেন। তারপর সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে প্রদীপ তুলে নিজের কক্ষের চারিদিক একবার দেখলেন। একটা কাঠের তক্তাপোষ আর পোকায়-ধরা আলনা ভিন্ন আসবাবপত্র কিছুই নেই ঘরে। ঘরখানা ঝি-চাকরদেরই বাসের উপযোগী। কিন্তু এর চেয়ে বেশি কোনো সম্পদও মা কোনো দিন চাননি। তাঁর সব চেয়ে বড়ো সম্পদ, তিনি পলের মা।

তারপর মা এলো পলের ঘরে। শাদা ধবধবে দেওয়াল চারিধারে। মাঝখানে সংকীর্ণ একটি শয্যা। এই ঘরখানি এক সময় কুমারী মেয়ের মতো তকতকে ঝরঝরে থাকতো। চুপচাপ শান্ত একটা ভাব আর নিয়ম শৃংখলাই পল ভালবাসতো চিরকাল। জানলার ধারে তার লেখার টেবিলটিতে সর্বদা সাজানো থাকতো ফুল। কিন্তু ইদানীং আর কোনদিকেই লক্ষ্য দেয় না সে। তার ঘরে টানা আর তাকগুলো সব খোলা প'ড়ে থাকে। বই, কাগজপত্র ছড়ানো থাকে এখানে ওখানে, চেয়ারে, মেঝেয়।

বাইরে যাবার আগে পল যে-জলে মুখ-হাত ধুয়েছে, তা থেকে গোলাপের তীব্র গন্ধ আসছে ভেসে। একটা পরিত্যক্ত কোট ছড়ানো রয়েছে মেঝের উপর। পলেরই ছায়ামূর্তিটা যেন ওখানে হুমড়ি খেয়ে প'ড়ে আছে। ঘরের এই ছন্নছাড়া চেহারা আর সুতীব্র গন্ধ মাকে তার ভাবাবেশ থেকে জাগিয়ে দিল। মা ঘৃণাভরে কোটটাকে মেঝে থেকে তুলে নিলেন। তার মনে হোলো, পলকেও বুঝি তিনি এখন এমনি অবলীলায় কুড়িয়ে নিতে পারেন, এমন শক্তি তিনি শরীরে ফিরে পেয়েছেন! মা পলের ঘরখানা খুঁটিনাটি ক'রে গুছোতে লাগলেন। গোছানো শেষ হ'লে, এলেন জানলার ধারে ছোট আয়নাটার পাশে।

পুরোহিতের গৃহে আয়না নিষিদ্ধ। পুরোহিতকে ভুলে যেতে

হবে, তার দেহ আছে। আগের পুরোহিত ঠাকুর অন্ততঃপক্ষে এদিক থেকে ধর্মের বিধানটা মেনে চলতেন। আয়নার পরিবর্তে তিনি শাসির পেছনে কালো কাপড় ঝুলিয়ে দিতেন, ফলে চেহারাটা কাচের উপর ঠিকই ভেসে উঠতো। দূর রাস্তার ওপর থেকেও দেখা যেতো, তিনি খোলা জানালার পাশে এই শাসির সমুখে দাঁড়িয়ে গোঁফ দাড়ি কামাচ্ছেন। কিন্তু পল, আয়না তার ভারি ভালো লাগে। আয়নার ভেতর থেকে তার মুখখানা উঁকি দেয়। মনে হয়, সে যেন কোনো গভীর কূপের উপর ঝুঁকে প'ড়ে জলে নিজের মুখের প্রতিবিম্ব দেখছে, আর সেই প্রতিফলিত মুখখানা তাকে মৃত্যুর হাত ছানির মতো ডাকছে গভীর তলদেশ থেকে।

এখন কিন্তু আয়নাতে পরের মুখ নেই। সেখানে প্রতিফলিত হ'য়েছে মা। ম্লান ভরা শুকিয়ে ওঠা মুখখানা। দর্পণে মার [illegible] মধ্যে [illegible] টা কোন দুর্ভাগ্য পাপিষ্ঠ ভয়। মা ছুটে গিয়ে অস্থির আবেগে শাসিটা টেনে [illegible] চৌকাঠে তোলেন ফেললেন, তারপর দড়াম ক'রে জানলাটা বন্ধ ক'রে দিলেন। ঘরখানাকে পবিত্র করবার উদ্দেশ্যেই যেন বাতাস [illegible] ঘরে। টেবিলের উপরকার বই, কাগজের সব জীবন্ত হয়ে উঠে, চড়িয়ে [illegible] গেল ঘরময়। বাতাসে বিছানার চাদরের ঝালরগুলি কাঁপতে লাগল তরঙ্গ তুলে। বাতিটা হাওয়ায় নিব নিব হয়ে গেলো।

মা বই আর কাগজগুলোকে একে একে কুড়িয়ে আবার সাজিয়ে রাখলেন টেবিলের উপর। অকস্মাৎ মার চোখে পড়ল একটা বাইবেল ছত্রখান হ'য়ে পড়ে আছে। উপরের পৃষ্ঠায় উকি দিচ্ছে একটা রঙিন ছবি। এই ছবিখানা ভারী ভালো লাগে মার। ঝুঁকে পড়ে মা ছবিটাকে আরো নিবিড়ভাবে দেখতে লাগলেন। মেষপালকবেশী যিশু। গভীর অরণ্যে ঝোপের ধারে দাঁড়িয়ে তাঁর

মেষগুলিকে জল খাওয়াচ্ছেন। পিছনে গাছের ফাঁকে ফাঁকে দেখা যায়, নীল আকাশের কোলে অস্তসূর্যের আলোকে রাঙা সুদূর শহর—"মুক্তিনগর।"

আগে আগে অনেক রাত পর্যন্ত পড়াশুনো করতো পল। ওর জানলার ফাঁকে উঁকি দিত রাত্রির তারা, পাপিয়া শুনিয়ে যেত দুঃখের গান। এ গ্রামে আসার পর প্রথমে বছর খানেক পল প্রায়ই বলতো, এসব ছেড়ে সে আবার সংসারী হবে। কিন্তু সংসারী সে হোলো না। কিন্তু কেমন ক'রে এই পাহাড়ের ছায়ায় আর গাছের মর্মরে পল একদিন তার বাসা বেঁধে বসলো। এমনি ক'রে কাটল সাতটি বছর। তার মা-ও তাকে কোনো দিন এখান থেকে কোথাও যেতে বলেননি। এখানে খুব সুখেই ছিলেন তাঁরা দু'জনে। মার মনে হোতো, এর চেয়ে সুন্দর গাঁ বুঝি সারা দুনিয়ায় কোথাও নেই। কারণ, তাঁর পলই এখানের রক্ষক, এখানের রাজা!

মা আবার জানলা বন্ধ ক'রে আয়নাটা যথাস্থানে রাখলেন। আয়নায় জেগে উঠলো তাঁর নিজের মুখ—লোল, কুঞ্চিত পাণ্ডুর। বাষ্পাচ্ছন্ন দৃষ্টিহারা দু'টি চোখ। মা আবার নিজেকে প্রশ্ন কবলেন, এ সন্দেহ তাঁর মিথ্যে নয় তো?···

দেওয়ালে ক্রুশবিদ্ধ যিশুর মূর্তি।

মা সেদিকে ফিরে প্রদীপটা তুলে ধ'রে ভালো ক'রে দেখলেন। ক্রুশের ওপর প্রসারিত যিশুর দেহ, উলঙ্গ, শীর্ণ। মার মনে হেলো, দয়াল যিশু যেন ঝুঁকে প'ড়ে ওঁর কাতর প্রার্থনা শুনছেন। মার দুটি গণ্ড প্লাবিত করে বড় বড় অশ্রুর ফোটা তাঁর বক্ষবস্ত্র সিক্ত ক'রে দিল।

কাতর কণ্ঠে মা বললেন, প্রভু! আমাদের রক্ষা করো! অন্ততঃ আমাকে তুমি বাঁচাও!···বিবর্ণ রক্তহীন তুমি ক্রুশে ঝুলছ! কণ্টক-

মুকুটেও তোমার মুখখানি বন্য গোলাপের মতো সুন্দর! আমার সকল হীন কামনার উর্ধ্বে তুমি প্রভু! তুমি আমাদের বাঁচাও!'

তারপর মা ত্বরিত পদে ঘর থেকে বেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে এলেন, ছোট খাওয়ার দালানটি পেরিয়ে গেলেন রান্নাঘরে। এখানে এসে আগুনের পাশে চুপচাপ ব'সে রইলেন।

বাতাস প্রতিটি ফাটল, প্রতিটি রন্ধ্র দিয়ে ঢুকতে চেষ্টা করছে। সমগ্র হেঁসেলটা সমুদ্রের বুকে ঢেউএর দোলায় নাচা নৌকোর মতো দুলছে। মা অবশেষে স্থির করেছেন, পল ফিরে না আসা পর্যন্ত এখানেই অপেক্ষা করবেন এবং পল ফিরে এলেই তার সংগে একটা করবেন বোঝাপাড়া। কিন্তু তবু বারে বারে তিনি নিজেকে বোঝাতে চেষ্টা করছেন, এ সবই তাঁর ভুল। এ সন্দেহ সম্পূর্ণ মিথ্যা।

ভগবান তাঁর ওপর অবিচার ক'রে তাঁকে কষ্ট দেবেন, একথা ভাবাও তাঁর অন্যায় ব'লে মনে হয়। মা তাই ভাবতে লাগলেন, তাঁর অতীত জীবনের কথা। দিনের পর দিন। প্রতিটি খুঁটিনাটি। যদি তাঁর এই দুঃখ পাবার মতো কোনো কাজ তিনি জীবনে ক'রে থাকেন।

কিন্তু মা হিসাব ক'রে দেখলেন, জপমালার এক একটি গ্রন্থির মতো কেটেছে তাঁর শুদ্ধ শুভ্র প্রতিটি দিন। কখনো চিন্তায় কোনো পাপ যদি বা তিনি ক'রে থাকেন, কাজে কোনো অন্যায় তো ক[illegible] কোনো দিন করেন নি?

তাঁর মনে পড়ে, এই গ্রামেই এক গরীব আত্মীয়ের গৃহে পিতৃ-মাতৃহীন বালিকা তিনি দিন কাটিয়েছেন। তাঁর প্রতি কেউ ভালো ব্যবহার করেনি। মাথায় বোঝা নিয়ে খালি পায়ে কতো পথ তিনি হেঁটেছেন। কখনো বা নদীতে গিয়ে কাপড় কেচেছেন, কখনো বা গম বয়ে নিয়ে গেছেন ময়দার কলে।

তাঁর দূর সম্পর্কের আত্মীয় এক বুড়ো এই ময়দার কলে কাজ করত। যখনি কলে উনি যেতেন, সুযোগ পেলেই সে ওঁর পেছনে পেছনে ঝোপের ধার পর্যন্ত আসতো, তারপর ওঁকে জোর ক'রে ধ'রে ওঁর চুমু খেতো। ওঁর গালে-মুখে বুড়োর খোঁচা খোঁচা-দাড়ী যেত বিঁধে, আর সারা গায়ে লাগতো ময়দা।

একদিন উনি বাড়ী ফিরে একথা সবাইকে ব'লে দিলেন। উনি থাকতেন ওঁর এক পিসীমার কাছে। তাই পিসীমা ওঁর কলে যাওয়া বন্ধ করে দিলেন।

বুড়োও বড়ো একটা এগাঁয়ে আসতো না। কিন্তু অকস্মাৎ একদিন সে ওঁদের বাড়িতে উপস্থিত। লোকটা এসে বললে, সে ওঁকে বিয়ে করতে চায়। বুড়োর কথা শুনে বাড়ির সবাই হেসে লুটোপুটি। কেউবা তার গালে ঠোনা দিলে, কেউবা খ্যাংরা দিয়ে পিটিয়ে তার গায়ের জামাটা থেকে বের ক'রলে সের খানেক ময়দা। কিন্তু বুড়ো নাছোড়বান্দা। ঠাট্টাতামাসায় কানই দিল না।

অবশেষে উনি তাকে বিয়ে করতে মত দিলেন। কিন্তু বিয়ের পরও উনি আত্মীয়দের বাড়িতেই রইলেন, প্রতিদিন একটিবার মাত্র কলে গিয়ে স্বামীর সংগে দেখা ক'রে আসতেন।

রোজ ওঁর স্বামী মনিবকে লুকিয়ে কিছু কিছু ময়দা দিত ওঁকে। একদিন উনি কোঁচড় ভ'রে ময়দা নিয়ে বাড়ি ফিরছেন, এমন সময় মনে হোলো কোঁচড়ের তলায় কি যেন নড়ে-চড়ে বেড়াচ্ছে। চমকে উঠে কোঁচড়ের একটা কোণ ছেড়ে দিলেন, ময়দাগুলো সব ছড়িয়ে পড়লো মাটিতে। নিজেও মাথা ঘুরে মাটিতে বসে পড়লেন। মনে হোলো, ভূমিকম্প হচ্ছে বুঝি। চোখের সম্মুখে বাড়ি ঘর সবই যেন দুলছে। সারা পথটা উঠছে আর নাবছে।

উনি উপুড় হ'য়ে ময়দা মাথা ঘাসের উপর অনেকক্ষণ প'ড়ে রইলেন।

তারপর খানিক বাদে উঠে হাসতে হাসতে ছুটলেন বাড়ি। একটু ভয়ও পেলেন। তাঁর পেটে খোকা-খুকী কি এসেছে।

পল কথা শেখার আগেই মা হলেন বিধবা। স্বামীর মৃত্যুতে যে তিনি খুব অভিভূত হয়ে পড়লেন এমন নয়। কোনো একটি সদাশয় লোক একদিন ওঁর উপকার করেছিল, সে আজ আর নেই—এর বেশি কোনো শোক-ই উনি পেলেন না স্বামীর মৃত্যুতে। এই ক্ষুদ্র শিশু সন্তানটি একাই ঘিরে রইল ওঁর জীবনের সবটুকু ব্যাপ্ত ক'রে। অল্পদিনের মধ্যে জীবনযাত্রার একটা উপায়ও জুটে গেল।

ওঁর এক সম্পর্কিত ভাই একদিন বললে, 'এই গাঁ ছেড়ে চলো, শহরে গিয়ে থাকবে। চাকরি-বাকরি একটি জুটিয়ে দেব। তাতে নিজেও একটু নিশ্চিন্দি হ'তে পারবে, আর ছেলেটারও পরকাল ভালো হবে। চাই কি, তুমি ওকে ইস্কুলেও দিতে পারো।'

দূর সম্পর্কিত ভাইটার কথা মতো মা চাকরি নিয়ে সহরে এলেন।

সেখানে খেয়ালখুশিতে আর আমোদপ্রমোদে দিন কাটবার মতো সুযোগ যে উনি পাননি, এমন নয়। বাড়ির মনিব থেকে চাকর, গাঁয়ের চাষা থেকে শহুরে ভদ্রলোক, সবাই ওঁকে পাবার জন্যে ওঁর পেছনে লেগেছে। চিরকাল যেমন শিকারী পুরুষেরা মেয়েদের পেছনে লাগে।

কিন্তু সকল ষড়যন্ত্র, ফন্দীফিকির, প্রলোভন মা সাবধানতার সংগে এড়িয়ে আসতে পেরেছেন, কোনোদিন এতোটুকু দুর্বল হননি। চিরদিন কল্পনা ক'রে এসেছেন, একদিন তিনি পুরোহিতের মা হবেন। আর সেইটুকুই হবে তাঁর পরম সৌভাগ্য।

কিন্তু তবু,—তবু তাঁর এ কঠোর শাস্তি কেন?

ক্লান্ত মাথাটা নত হ'য়ে এলো, চোখের জল গণ্ড বেয়ে গড়িয়ে জপমালা ভিজিয়ে দিল।

ধীরে ধীরে মার চোখ তন্দ্রায় জড়িয়ে আসছে, কতো সব অস্পষ্ট জড়িত স্মৃতি জেগে উঠছে মনে। তাঁর মনে পড়ে, একটি হস্টেলের হেঁসেলে তিনি দশটি বছর ঝি-এর কাজ করেছেন। এখানেই কোনো রকমে পল-কে ইস্কুলে পড়ার জন্যে ভর্তি ক'রে দিতে পেরেছিলেন। চোখের উপর ভেসে উঠছে কালো কালো পোষাক-পরা লোকগুলি সব ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বাইরের বারান্দায় শোনা যাচ্ছে দুষ্টু ছেলেদের চাপা হাসি। খেটেখুটে ভারী ক্লান্ত তিনি, আর পারেন না, এমনি অবস্থায় মা চুপটি ক'রে জানলার বাইরে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে ব'সে আছেন। এখন স্বপ্নে-ও তিনি পলেরই অপেক্ষা করছেন। পল চুরি ক'রে হস্টেলের বাইরে পালিয়েছে। কোথায় যাচ্ছে, কখন আসবে, ওঁকে কিছুই ব'লে যায়নি।

মা ভাবেন, যদি এখানে এরা কোনোরকমে জানতে পারে, তবে নিশ্চয় ওকে ইস্কুল থেকে তাড়িয়ে দেবে। ভয়ে মার বুক দুরুদুরু করে। কখন হস্টেলের সবাই ঘুমিয়ে পড়বে, আর সেই সুযোগে সবার অলক্ষ্যে পলকে উনি চুপি চুপি দোর খুলে দেবেন, তাই অধীর আতংকে অপেক্ষা করতে থাকেন।

অকস্মাৎ মা চমকে' জেগে উঠলেন। দেখলেন, কোথায় ইস্কুল, আর কোথায় বা হস্টেল? গির্জা-সংলগ্ন গৃহে সংকীর্ণ হেঁসেলে তিনি ব'সে আছেন। বাতাসে রান্নাঘরটা সমুদ্রের বুকে জাহাজের মতো তখনো দুলছে। কিন্তু তবু স্বপ্নটাকে সত্য ব'লেই ওঁর মনে হলো। তিনি ছাত্রদের চাপা হাসি শুনবার জন্যেই যেন কাণ পেতে রইলেন।

কিন্তু পর মুহূর্তেই মনে হোলো মার, তিনি যখন ঘুমিয়ে পড়েছিলেন, সেই অবকাশে পল হয়তো বা ফিরে এসেছে। আর সত্যি, ঝড়ের শব্দ

সত্ত্বে-ও মা যেন ঘরের মধ্যে কার পায়ের শব্দ শুনতে পেলেন। মনে হোলো, কে যেন সিঁড়ি দিয়ে নেবে নিচের ঘর পার হ'য়ে হেঁসেলে এলো। মা ভাবলেন, তিনি বুঝি এখনো স্বপ্ন দেখছেন। একটি বেঁটে মোটা-সোটা পুরোহিত হেঁসেলে এসে ঢুকল। মুখে তার খোঁচাখোঁচা গোঁফ আর দাড়ী। বুঝি হপ্তাখানেক কামায় নি।

লোকটা মার পাশে এসে ওঁর মুখের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসল। হাসতেই কয়েকটা কালো-দাঁত বেরিয়ে পড়ল তার, বাকী দাঁতগুলো সব ভেংগে গেছে। দাঁতগুলো ধূমপানের ফলেই কালো হ'য়েছে। নিষ্প্রভ চোখ দু'টোকে ভয়ানক ক'রে তোলার ভাণ করেছে লোকটা। কিন্তু মা বেশ বুঝতে পারছেন, লোকটা হাসছে মাত্র।

চট ক'রে মার মনে প'ড়ে গেল, তাই তো, এ-লোকটাকে তিনি চেনেন। তাঁদের সেই পুরানো, পুরোহিত! কিন্তু মা তবু ভয় পেলেন না।

মা নিজে নিজে বললেন, 'ভয় কি, এতো স্বপ্ন।'

কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে তিনি বুঝলেন, তিনি নিজেকে কেবল অভয় দেওয়ার জন্যেই এ কথা বলেলন। এ স্বপ্ন নয়, সত্য।

আগুনের পাশেই একটু স্থান ক'রে দেওয়ার জন্যে মা নিজের টুলটা পাশের দিকে ঈষৎ সরিয়ে নিয়ে বললেন, 'বসুন।'

পুরোহিত ব'সে তাঁর আলখিল্লাটাকে একটু উপরের দিকে তুললেন। আলখিল্লাটা তুলতেই দেখা গেল, রঙ-চটা ছেঁড়া নীল দু'টো স্টকিং তাঁর পায়ে।

সহজকণ্ঠে বললেন পুরোহিত, 'মারিয়া মাদ্দালেনা! তুমি তো এখন চুপচাপ ব'সে আছো? দেবে আমার স্টকিং দু'টো একটু সেরে'? আমাকে দেখা শোনা করার মতো যে আর কেউ নেই ভাই!'

মা মনে মনে ভাবলেন, 'এ-ই সেই ভয়ঙ্কর পুরোহিত? তাও কি সম্ভব? এ থেকেই বোঝা যায়, আমি এখনো স্বপ্ন দেখছি।'

মা তারপর বললেন, 'কিন্তু আপনি তো মারা গেছেন। আপনার আবার স্টকিং কি হবে?'

'তুমি কেমন ক'রে জানলে যে আমি মারা গেছি? আমি তো মরি-ই নি, বরং অনেকের চেয়ে ভালোভাবেই বেঁচে আছি। নইলে এই তোমার পাশেই বা বসলুম কি ক'রে? আর খুব শিগগিরই আমার এই গ্রাম থেকে তোমাকে আর তোমার ছেলেকে আমি ভাগিয়েও দিচ্ছি। বুঝলে? তোমাদের এখানে আসাই উচিত হয়নি। তোমার ছেলে, তাকে তার বাপের ব্যবসা-তেই ঢুকোলে ভালো করতে। কিন্তু উচ্চাশা তোমার অকাশস্পর্শী। যেখানে তুমি একদিন ছিলে ঝি, সেখানে তুমি বাড়ির কর্ত্রী হ'য়ে আসতে চাও। বেশ তো! তার ফলে কি হয়, এখন সেটা ভালো ক'রে বোঝো।'

মা এবার দীনতার সংগে করুণভাবে বললেন, 'আমরা এখান থেকে চ'লে যাব। সত্যি, আমি এখান থেকে চ'লে যেতে-ই চাই। আপনি জীবিত কিম্বা মৃত, যা-ই হোন, আর কয়েকটা দিন মাত্র ধৈর্য ধ'রে থাকুন, আমরা দু'জনেই চ'লে যাবো।'

বৃদ্ধ পুরোহিত বললেন, 'কিন্তু কোথায় বা যাবে তুমি? যেখানে তুমি যাবে, সেখানেই ঘটবে এমনিটি। আমি এসব ব্যাপার ভালো ক'রেই বুঝি। আমার কথা শোনো। পল-কে তুমি তার নিজের পথে চলতে দাও। মেয়েদের ভালো ক'রে জানবার মতো সুযোগ তাকে দাও। নইলে, আমার ভাগ্যে যা ঘটেছিল, তার ভাগ্যেও তা অবশ্যম্ভাবী। আমি যখন যুবা ছিলাম, মেয়েদের সংগে কোনো সংশ্রবই ছিল না আমার। কোনো আমোদপ্রমোদের পাশে-ও ঘেঁসতাম না। তখন শুধু ভাবতাম, কেমন ক'রে স্বর্গে পৌঁছুতে পারবো। তখন বুঝতে পারিনি, স্বর্গ এই মাটিতে। যখন বুঝলাম, তখন আর সময় নেই। তাই আমি শুরু করলাম মদ খেতে, পাইপ

টানতে, তাস খেলতে, যতো সব হতভাগাদের সংগে মিশতে। তোমরা তাদের বলো,—হতচ্ছাড়া, হতভাগা। আমি তাদের বলি, সাধু। কারণ, তারাই জীবনটাকে জীবনের মতো ক'রে উপভোগ করে। ওদের সংগ পেয়েও কোনো সুখ পাই নি। কেবল একটু হাসি, একটু খুশি। ঠিক ছুটির দিনের ছেলেদের সংগে মেশার মতো। তবে পার্থক্য কি জানো? এদের কাছে সারা জীবনটাই ছুটি। তাই এরা ছেলেদের চেয়ে, আরো খুশী, আরো খেয়ালী, আরো বেপরোয়া। কিন্তু ছেলেরা, ছুটির সময়ে-ও তারা ভুলতে পারে না ছুটির শেষে আবার তাদের ইস্কুলে যেতে হবে।'

বৃদ্ধ পুরোহিত যখন এই কথাগুলি বলছিলেন, তখন মা মনে মনে ভাবছিলেন, 'আমি যাতে পল-কে একলাটি ছেড়ে তার গোল্লায় যাওয়ার সুবিধে ক'রে দিই, তারই জন্যে এই লোকটা আমাকে ফুসলাচ্ছে। শয়তান ওকে পাঠিয়েছে নিশ্চয়। অতএব, আমাকে খুব সাবধান হ'তে হবে।'

একথা ভাবা সত্ত্বে-ও মা পুরোহিতের প্রতিটি কথা মনোযোগের সংগে শুনলেন। তিনি নিজে-ও যেন পুরোহিতের এই বক্তব্যগুলি কতক পরিমাণে স্বীকার করেন ব'লেই তাঁর মনে হোলো।

মা বললেন, 'হয়তো আপনার কথাই সত্যি।' মার কণ্ঠস্বরে আগের চেয়েও অনেক বেশি দীনতা এবং দুঃখ। যদি-ও তার অনেকটাই ভান্। মা বললেন, 'আমি গরীব মুখ্যু মেয়ে। বেশি কিছু বুঝি না। তবে এইটুকু বুঝি, ভগবান আমাদের এ জগতে দুঃখ সইবার জন্যেই পাঠিয়েছেন।'

প্রতিবাদ করে উঠলেন পুরোহিত, 'ভগবান আমাদের এ পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন, আনন্দের জন্যে, উপভোগের জন্যে। আর, এ-জীবনকে, এ-ধরণীকে কেমন ক'রে উপভোগ করতে হয়, যখনই আমরা তা

বুঝতে পারি না, তখনই ভগবান আমাদের দণ্ড দেন। এর চেয়ে বড়ো সত্য আর নেই, মারিয়া মাদ্দালেনা! ভগবান পৃথিবীকে সৌন্দর্য দিয়ে সৃষ্টি করেছিলেন—মানুষ তাকে উপভোগ করবে ব'লে। সেকথা যদি যদি মানুষ বুঝতে না পারে, সে তার দুভার্গ্য।...যাক, এ নিয়ে তোমার কাছে ব'কে কোনো লাভ নেই। আমি চাই, তোমাদের এখান থেকে দূর ক'রে দিতে। তোমাকে আর তোমার পল-কে! যদি তোমরা সহজে না যাও, শেষে তোমরাই বিপদে পড়বে। আমার কী?'

'আমরা এখান থেকে খুব শিগগিরই চলে যাবো। খুব শিগগির? আমি আপনার কাছে শপথ করছি। আমার নিজেরও তাই ইচ্ছে।'

'তুমি একথা এতো সহজে বলছ, কারণ, তুমি আমাকে ভয় করো। কিন্তু, আমাকে ভয় করাব মতো কোনো কারণ নেই। ওটা তোমাদের ভুল। তোমরা ভাবো, তোমাদের পায়ে যখন বাত ধরে, সেটা আমার কাজ। তোমরা ভাবো, তোমাদের স্যাঁৎসেতে দেশলাই যখন জ্বলে না, সেটাও আমার কাজ।...কে জানে, হয়তো হবে। কিন্তু তাই ব'লে ভেবো না, আমি তোমার বা তোমার পলের কোনো অনিষ্ট করতে চাই। আমি শুধু চাই, তোমরা এখান থেকে চ'লে যাবে। আর মনে রেখো, তোমার শপথ তুমি নিশ্চয় ভাঙবে না। যাক, তোমার সংগে আমার আবার দেখা হবে। আজকের এই কথাবার্তার কথা তখন মনে করিয়ে দেব। এখন তোমার কাছে আমার স্টকিং দু'টো রইলো। তুমি সেরে রাখবে, কেমন?'

'রাখব।'

'তবে চোখ বন্ধ করো। আমার উলঙ্গ পা দু'টো তুমি দেখবে, এ আমি পছন্দ করি না।...হা-হা-হা—' বৃদ্ধ পুরোহিত হেসে উঠে

এক পায়ের জুতোর ডগা অন্য পায়ের জুতোর গোড়ালির উপর চেপে একটা জুতো খুললেন। তারপর ঝুঁকে পড়ে স্টকিং খোলার চেষ্টা করতে লাগলেন।

বললেন, 'আজ পর্যন্ত কোনো মেয়ে কোনো দিন আমার নগ্ন দেহ দেখেনি। কিন্তু তবু তারা আমার নামে কতো কুৎসাই না রটিয়েছে। তোমারও আর দেখে কাজ নেই। তুমি বুড়ো হ'য়ে পড়েছ, কুঞ্চিত হ'য়ে গেছ।...এই রইলো স্টকিং দু'টো। আমি খুব শিগ্গির এসে নিয়ে যাবো। কেমন?'

মা চমকে চোখ মেলে তাকালেন।

একা। বাইরে ঝড়ের উন্মত্ত গর্জন।..

মা একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে অস্পষ্ট কণ্ঠে বললেন, 'ভগবান! উঃ, একী দুস্বপ্ন!'

তবু তিনি স্টকিং দুটোর খোঁজে একবার এদিক-ওদিক ঝুঁকে দেখলেন। তাঁর মনে হোলো, প্রেতমূর্তি যেন রান্নাঘর থেকে বন্ধ দরজার ভেতর দিয়ে বেরিয়ে গেল। তার পর পায়ের শব্দ, ক্ষীণ হ'তে ক্ষীণতর হ'য়ে নিস্তব্ধ হ'য়ে এলো।

তিন

পল যখন মেয়েটির বাড়ি থেকে বেরিয়ে মাঠে এসে নামলো তখন তারো যেন মনে হোলো, এই ঝোড়ো হাওয়াতে জীবন্ত, প্রেতায়িত, দুর্বোধ্য কি একটা, বস্তু আছে। বাতাস বারে বারে ওকে কশাঘাত করছে, আর ওর ভালোবাসার সমস্ত স্বপ্নকে যেন অন্তর থেকে টেনে-হিঁচড়ে ভেঙে চুরে ওর সমস্ত দেহটাকে হিম জমাট ক'রে তুলছে; গায়ের কোটটা মুড়ে গায়ের সঙ্গে মেখে

যাচ্ছে। ওর মনে হচ্চে, যেন কোনো মেয়ে গভীর কামনা-ভরে ওকে জড়িয়ে ধরছে।

যখন গির্জার পাশে এসে পল রাস্তার মোড় ফিরল, আর একটা দমকা হাওয়া মুহূর্তের জন্যে তাকে থামিয়ে দিল। এক হাতে মাথার টুপী সামলে, অপর হাতে কোটটাকে তুই হাতে চেপে ঝড়ের ঝাপটার বিরুদ্ধে মাথা গুঁজে সে কোনো রকমে এগোতে চেষ্টা করল। দম যেন্ আটকে আসছে। বুঝি সংজ্ঞাহীন হ'য়ে পড়বে সে। সেই বহু বছর আগে কল থেকে ফেরার পথে তার বালিকা মায়েরও একদিন এমনিটি ঘটেছিল।

একটা মিশ্রিত উত্তেজনা এবং ঘৃণার সংগে পল অনুভব করল, কি যেন মহৎ, কি যেন ভয়ংকর, ওর মধ্যে এই মুহূর্তটিতে জন্মলাভ করল। এইমাত্র সে প্রথম বুঝল, আগনিসকে সে ভালবাসে। এ বোঝায় কোনো ভুল নেই, কোনো দ্বিধা নেই, কোনো জড়িমা নেই। এ ভালোবাসা তার পার্থিব ভালোবাসা। তবু এ ভালোবাসায় সে গর্বিত, সে গৌরবান্বিত।

কয়েক ঘণ্টা আগে পর্যন্ত পলের কাছে সমস্ত কিছু ছিল আবছা, অস্পষ্ট। সে নিজেকে আর আগনিসকে বোঝাতে চেষ্টা করেছে, তাদের এ ভালোবাসা স্বর্গীয়। পল নিজের কাছেও স্বীকার করেছে, আগনিসই প্রথমে ওর দিকে অনেকক্ষণ ধ'রে চেয়ে থাকতো; প্রথম দেখার পর থেকে তারই দু'টি চোখ যেন ওর দুটি চোখের কাছে ভিক্ষে চাইতো সহানুভূতি আর ভালোবাসা। তারপর ধীরে ধীরে সেই আবেদনের কাছে ওকে আত্মসমর্পণ করতে হ'য়েছে। ও যেন করুণা ভরেই আগনিসের পাশে এসেছে। তারপর দু'জনেরই নিঃসংগতা বেঁধেছে দু'জনকে।

যেদিন ওদের চারটি চোখের মিলন হোলো, সেদিন থেকেই

এর দু'টি হাত ওর দু'টি হাতের সন্ধানে ঘুরে বেড়িয়েছে সারাটি ক্ষণ। খোঁজ-ও পেয়েছে। এবং সেই রাত্রেই ওরা দু'জনে চুম্বন করেছে, দু'জনকে। বছরের পর বছর ধরে পলের যে রক্তস্রোত ঢিমে হ'য়ে এসেছিল, মুহূর্তে তা তরল আগুনের মতো ছড়িয়ে পড়েছে তার শিরায় শিরায়। দুর্বল দেহ আপনাকে ছেড়ে দিয়ে বেঁচেছে। সেদিনই পল হার মেনেই হয়েছে জয়ী।

আগনিস বলেছে, গোপনে ওরা দু'জনে গাঁ ছেড়ে চ'লে যাবে। ওরা দু'জনে এক সাথে বেঁচে থাকবে, এক সাথে মরবে। মুহূর্তের উন্মাদনায় পল-ও বলেছে, তাই হবে, তাই। স্থির হ'য়েছে, কাল রাত্রিতে দু'জনে মিলে পালাবার ব্যবস্থা পাকাপাকি ক'রে ফেলবে।

কিন্তু অকস্মাৎ বহির্জগতের এই রুক্ষ বাস্তবতা পলের সে-নেশা ছুটিয়ে দিল। এই বাতাসও যেন ওকে উলংগ ক'রে দিতে চায়, ছিন্নভিন্ন ক'রে উড়িয়ে দিতে চায় ওর আত্মপ্রতারণার সমস্ত আবরণ।

নিরুদ্ধ নিঃশ্বাসে পল গির্জার দোরের পাশে এসে দাঁড়ালো।

সমস্ত শরীর বরফের মত ঠাণ্ডা। তার মনে হোলো, সে যেন এই গ্রামের বুকে সম্পুর্ণ উলংগ হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছে। আর তার যজমানেরা ক্লান্তি ভরে ঘুমাচ্ছে তার চারিদিকে এবং স্বপ্ন দেখছে, তাদের পুরোহিত দাঁড়িয়ে আছে, উলংগ, পাপের কালিমায় তার সর্বাংগ মলিন, বীভৎস কুৎসিত।

কিন্তু তবু পল ভাবছে, কেমন ক'রে কি উপায়ে সে এই মেয়েটির সংগে উধাও হয়ে পালাবে। আগনিস ওকে বলেছে তার কাছে টাকা পয়সাও আছে পর্যাপ্ত।···

পর মুহূর্তেই পলের মনে হোলো, না, এ অসম্ভব। সে এখুনি আগনিসকে গিয়ে ব'লে আসবে, না, না, তাদের পালানো হবে না।

কয়েক পা এগিয়েও চলল পল। কিন্তু পারল না। হতাশ হয়ে ফিরে দাঁড়ালো, তাও সে পারে না!

তারপর গির্জার দোরের ওপর মাথা রেখে ক্লান্ত শিশুর মতো কেঁদে উঠল, 'ভগবান! আমাকে বাঁচাও!'

পল ওখানে দোরের সম্মুখে নতজানু হ'য়ে বসে রইল। তার কালো আলখিল্লাটা বাতাসে দু' দিকে কেঁপে কেঁপে উঠছে—কালো দুটো পাখার মতো। ওকে দেখে মনে হয়, একটা কালো শকুনিকে জীবন্ত এই মেঝেতে পেরেক দিয়ে কে আটকে দিয়েছে বুঝি!

পাহাড়ের গায়ে প্রবলভাবে আছড়ে পড়ছে দমকা হাওয়া। তার চেয়েও প্রবলভাবে বুকের মধ্যে আছড়ে পড়ছে ওর আত্মা, বাঁচার জন্যে করছে বুঝি দুরন্ত সংগ্রাম। এ সংগ্রাম দেহের অন্ধ প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে আত্মার সংগ্রাম।

কয়েক মুহূর্ত বাদে পল উঠে দাঁড়ালো। এ সংগ্রামে কে জিতলো, সে এখনো স্থির করতে পারলো না।

কিন্তু এখন তার মনটা কাচের মতো স্বচ্ছ হয়ে উঠেছে। সে নিজের মনের প্রতিটি অলিগলি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। ভগবানের প্রতি ভয় বা প্রীতি, পাপের প্রতি ঘৃণা, পদোন্নতির আকাঙ্ক্ষা, এখন এ সমস্ত কিছুই তার মনে স্থান পায়নি, এখন শুধু তার ভয় দুর্নামের, কুৎসার, লোকনিন্দার।

কিন্তু অন্তরের অন্তঃস্থলে অনুভব করলো সে, নিজের জীবনের মতো এক অচ্ছেদ্য বন্ধনে সে এই নারীর সঙ্গে বাঁধা পড়েছে। এখন তার ঘরে এই মেয়েটির ছায়ামূর্তি তার সাথে সাথে দিনের আলোয় ঘুরে বেড়াবে সারা ঘরময়। আর রাত্রির অন্ধকারে ওর ঘুম আরো ঘনীভূত হয়ে উঠবে তার নিবিড় রাশীকৃত চুলের বন্যায়। মুহূর্তে পলের সমস্ত দুঃখ আর পরিতাপের তলদেশ থেকে আনন্দের

একটা ঝটিকাবর্ত পৃথিবীর গর্ভস্থ অগ্নিশিখার মতো ওর সমগ্র অন্তর্লোককে যেন তোলপাড় করে দিলো।

পল সটান এসে ওদের গির্জা-সংলগ্ন বাসগৃহের দোর খুলল। দেখল, রান্নাঘর থেকে এক ফালি আলো খাওয়ার ঘর পার হ'য়ে এসে পড়েছে সদর দালানে।

বহ্নিশেষ ভস্মের পাশে স্থির হ'য়ে ব'সে আছেন মা। জাগ্রত একটি শব! পলের বুকখানা অসহ্য বেদনায় মোচড় দিয়ে উঠল, সে মুহূর্তেই বুঝতে পারল ব্যাপারটা কী। আজকের এই বেদনাটি পলের অন্তরে সমস্ত জীবন ধ'রে দুরপনেয় হয়ে রইল।

আলোর রেখা অনুসরণ করে পল খাওয়ার ঘর পার হয়ে রান্না ঘরের দরজার সম্মুখে এসে থেমে দাঁড়ালো কম্পিত পায়ে। তারপর কোনো রকমে টলতে টলতে রান্নাঘরে ঢুকে সংক্ষেপে প্রশ্ন করলো, 'তুমি এখনো ঘুমুতে যাওনি?'

মা ওর দিকে ফিরে তাকালেন, তাঁর স্বপ্নজড়িত চোখ দুটো এখনো মড়ার চোখের মতো শাদা, ফ্যাকাশে। ধীর, স্থির, নিষ্ঠুর।

মা একবার পলের চোখ দুটোর সন্ধানে যেন তাকালেন। পল মার দৃষ্টি এড়াবার চেষ্টায় চোখ ফিরিয়ে নিলো।

মা বললেন, 'আমি তোমারই অপেক্ষায় বসে আছি, পল। তুমি ছিলে কোথা?'

পলের স্বতঃই মনে হোলো, সত্য ছাড়া এখন কিছু বলতে যাওয়া একটা অর্থহীন প্রহসন মাত্র। তবু পল মার কাছে মিথ্যা বলতে বাধ্য হলো, 'আমি একজন রুগীর কাছে গেছলাম মা।'

পলের গম্ভীর কণ্ঠস্বর মার সমস্ত দুঃখস্বপ্নকে যেন মুহূর্তের জন্যে ভেংগে দিল। তাঁর মুখখানা আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। কিন্তু পরক্ষণেই আবার ছায়াচ্ছন্ন হয়ে এলো তাঁর মুখ আর মন।

মা লজ্জায় ও গ্লানিতে চোখ দুটো নাবিয়ে কোন প্রকার ইতস্তত না ক'রেই ধীরে ধীরে বললেন, -'এদিকে এসো পল। তোমার সংগে আমার কয়েকটা কথা আছে।'

পল যদিও আর মায়ের দিকে এতোটুকুও গেল না, তবু মা যেন ফিসফিস ক'রে ওর কানের কাছেই বললেন, 'তুমি কোথায় গিয়েছিলে, আমি জানি। আজ অনেক দিন হোলো প্রতি রাত্রেই আমি তোমার বাইরে যাবার শব্দ পেয়েছি। কিন্তু আজ আমি তোমার পেছু নিয়েছিলাম। দেখলাম, তুমি কোথা যাও। পল! ভেবে দেখো তো, তুমি কি কর!'

পল কোনো উত্তর দিল না, মার কথাগুলো যে শুনছে এমন কোনো ভাবও দেখালো না। মা ওর দিকে চোখ তুলে তাকালেন। দেখলেন, ঋজু দীর্ঘদেহ পল ওঁর সম্মুখে দাঁড়িয়ে। মৃত্যুর মতো বিবর্ণ সে। প্রদীপের আলোয় তার ছায়াটা দেওয়ালের উপর এসে পড়েছে। স্থির অচঞ্চল ছায়া। যেন ক্রুশবিদ্ধ একটি মূর্তি।

পলের মনে পড়লো; একটু আগেই গির্জার দোরে নতজানু হয়ে ভগবানের কাছে সে কাতর প্রার্থনা জানিয়েছিল। তাই ভগবান বুঝি তার আর্ত আহ্বান শুনে তাকে উদ্ধার করার জন্যে পাঠিয়েছেন তার মাকে।

পলের একবার মনে হোলো, সে মায়ের পায়ের তলায় প'ড়ে কাকুতি ক'রে বলে, তুমি আমায় গাঁ থেকে পথ দেখিয়ে দূরে নিয়ে চলো মা। এখুনি, এই মুহূর্তে।

কিন্তু পল তেমন কিছু করল না। লজ্জায়, অপমানে, ক্ষোভে, রোষে কেঁপে উঠল। তবু মাকে এই দুঃখ দেওয়ায় সে নিজেও যেন দুঃখ পেলো। পরক্ষণে, তার মনে হোলো, এখন

কেবল তার নিজেকে বাঁচালেই চলবে না, তার নিজের সুনাম সম্ভ্রমও বাঁচাতে হবে।

পল মার একান্ত পাশে এসে তাঁর মাথায় হাত রেখে বললে, 'আমি তো বললুম মা যার কাছে আমি ছিলুম সত্যিই সে অসুস্থ।'

'না। ও বাড়িতে কারো অসুখ নেই আমি জানি।'

'সব রোগীই শয্যাশায়ী থাকে না মা!'

'সেদিক থেকে দেখতে গেলে, যে অসুস্থ স্ত্রীলোকটির কাছে তুমি গিয়েছিলে, তার চেয়ে রোগটা কিন্তু তোমারই বেশি, পল। আমি মুখ্যু মেয়ে মানুষ। তবু আমি তোমার মা। আমি বলি, সকল ব্যাধির মধ্যে ভয়ানক ব্যাধি হচ্ছে পাপ। কারণ, পাপ মানুষের আত্মাকে পংগু করে দেয়।'

মা এক মুহূর্ত থামলেন। পরে পল-কে আরো নিবিড়ভাবে পাশে টেনে নিয়ে বললেন, 'শুধু তোমাকে বাঁচাবার জন্যেই আমি একথা বলছি না। জেনে রেখো, মেয়েটার আত্মাকেও উদ্ধার করতে হবে।... তাছাড়া, এই পার্থিব জীবনেও তার কোনো ক্ষতি করা তোমার উচিত হবে না।'

পল মার পাশে মাথা নত ক'রে বসেছিল, কিন্তু মার কথাগুলো কানে আসতেই এবার সে ইস্পাতের স্প্রিংএর মতো ছিটকে সোজা হয়ে উঠল। তার কোমলতম একটি জায়গায় মা আঘাত ক'রে বসেছেন। সত্যিই তো, আগনিসের কাছ থেকে বেরিয়ে আসার পর থেকে এখন পর্যন্ত খালি সে নিজের কথাই ভেবেছে।

পলের একখানা হাত মার হাতের মধ্যে ছিল, পল সেটাকে সরিয়ে নিতে চাইল। ঠাণ্ডা আর কঠিন মার হাতখানা। মা কিন্তু ওর হাতটাকে চেপে রাখলেন। পলের মনে হোলো, এ মুষ্টির বন্ধন থেকে তার বুঝি মুক্তি নেই।

আবার ভগবানের চিন্তায় মন দিলো পল। মার হাতের এই বন্ধন যেন বিধাতার নির্দেশ, একে অবহেলা করার কোনো উপায় নেই। তবু সে যেন তার বুকের মধ্যে নিরুপায় বন্দীর মতো গভীর নৈরাশ্যময় একটা বিদ্রোহ অনুভব করল।

পল জোর করে নিজের হাতখানা ছিনিয়ে নিয়ে রুক্ষ কণ্ঠে বললো, 'সে আমি বুঝবো। এখন আমি আর খোকাটি নই। কোনটা ভালো আর কোনটা মন্দ, তা বিচার করার মতো ক্ষমতা আমার হয়েছে।'

মার মনে হোলো, তিনি যেন প্রাণহীন পাষাণের মূর্তি। পল যে নিজের অপরাধটাই স্বীকার করে নিল!

মা বললেন, 'না পল, তুমি বুঝতে পারছ না, কি অপরাধ তুমি করেছ। তা যদি পারতে, তবে অমন কথা বলতে না।'

'তবে, কি কথা বলতে হবে, শুনি?'

'অমন করে চেঁচিয়ো না। শুধু একটিবার আমাকে বলো, মেয়েটির সংগে তোমার কোনো কুৎসিত সম্পর্ক নেই।...কিন্তু সে কথা তো তুমি বলবে না। কারণ, তোমার বিবেকে বাধে। তাই তোমার চুপ করে থাকাই ভালো। চুপ ক'রে থাকো। আমি একটি কথাও আর তোমার কাছে শুনতে চাই না। শুধু মনে মনে ভেবো, তুমি কি করেছ, কি করছ।'

পল কোনো উত্তর দিল না, নীরবে মার পাশ থেকে সরে এসে রান্নাঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে মার বক্তব্যগুলো শুনতে লাগল।

বলতে লাগলেন মা, 'আমি এর বেশি আর তোমাকে কিছুই বলতে চাই না পল। কিছু বলার ইচ্ছেও আমার নেই। আমি ভগবানের কাছে তোমার হ'য়ে শুধু প্রার্থনা করব।'

অকস্মাৎ পল মার পানে ছুটে এলো। তার চোখ দুটো থেকে

আগুনের হলকা বেরোচ্ছে। সে বুঝি এখুনি মাকে মেরে বসবে! তারপর চেঁচিয়ে উঠলো 'ঢের হ'য়েছে! চুপ করো! যদি ভালো চাও, এ সম্বন্ধে কোনো কথা কোনো দিন আর মুখে এনো না। তোমার মনের কথা মনেই রেখো।'

মা উঠে দাঁড়ালেন। স্থির-সংকল্প, দৃঢ়। পলের হাত দুটো হাত দিয়ে সজোরে চেপে ধ'রে নিজের চোখের দিকে একবার তাকাবার জন্যে পলকে বাধ্য করলেন। তারপর তাকে ছেড়ে দিয়ে নিজের আসনটিতে ফিরে এসে হাত দুটি কোলে জড়ো ক'রে স্থির হ'য়ে বসলেন।

পল ঘরের বাইরে যাবার জন্যে দোরের দিকে গেল, তারপর ফিরে দাঁড়িয়ে সারা ঘরময় পায়চারি ক'রে ঘুরে বেড়াতে লাগল।

তার পরণের রেশমি পোযাকের খসখস শব্দের সংগে বাইরের বাতাসের গোঁঙানি মিশে যাচ্ছে।

পলের মনে হোলো, একটা অসহ্য বিরুদ্ধ অনুভূতির আলোড়নে আলোড়িত হ'য়ে উঠছে তার সমস্ত বুকখানা। যেন তার রেশমি পোষাকের খসখস আওয়াজও মুখর হ'য়ে তাকে সাবধান ক'রে দিচ্ছে। বলছে, এখন থেকে তার সমস্ত ভাবী জীবনটা ভুলে ভ্রান্তিতে আর পাপে জটিল হয়ে উঠবে।

বাইরের বাতাসও যেন তার সংগে কথা কইছে, তাকে মনে করিয়ে দিচ্ছে তার নির্জন নিঃসংগ যৌবনের কথা। নিঃসংগ বেদনার মূর্তি তার মা, তার নিজের পদধ্বনি, মেঝেতে তার নিজের প্রতিবিম্ব—যেন সবই আজ মুখর হ'য়ে উঠেছে!

নিজের ছায়াটাকে মাড়িয়ে মাড়িয়ে পল ঘরের একদিক থেকে অপর দিক পর্যন্ত ঘুরতে লাগল। এ যেন ছায়া নয়, তার নিজের আত্মা।

পল একবার ভাবলো, যে-অতিপ্রাকৃত শক্তির কাছে সে প্রার্থনা

করছে, আত্মরক্ষার জন্যে সে শক্তির কোনো প্রয়োজন নেই তার। কিন্তু একথা ভেবেই সে ভীত হ'য়ে উঠল। মায়েব পাশে ফিরে এসে বলল, 'যাও, উঠে শুতে যাও।'

কিন্তু দেখলো, মা এতটুকুও নড়লেন না। শুধু মাথা নত ক'রে ব'সে রইলেন। যেন ঘুমিয়ে পড়েছেন। পল মার মুখখানা ভালো ক'রে দেখবার জন্যে নুয়ে পড়ল। বুঝলো মা নিঃশব্দে কাঁদছেন।

'মা!'

মা এতোটুকু নড়লেন না, শুধু বললেন, 'না, একথা আমি আর তোকে কোনো দিন বলবো না। শুধু তুই একটিবার শপথ কর, আর কোনো দিন ও বাড়িতে পা দিবিনা! নইলে এখান থেকে একটি পাও আমি নডব না। যদি নড়ি, তবে বুঝবি এ গাঁ থেকে, এ গির্জা থেকে আমি চিবদিনেব মতো বিদায় নিলাম।

পল বুঝি শপথ করার জন্যেই মাথা তুলল। তার মনে হোলো, মার মুখেই বুঝি যেন সে ভগবানের নির্দেশ শুনছে। সংগে সংগে তার ইচ্ছা করলো, সে চীৎকার ক'রে উঠে মাকে তিরস্কার করে, সমস্ত অপরাধ তারই উপর চাপিয়ে দেয়, বলে, কেন, কেন সে ওকে তার নিজের বাসগ্রাম থেকে এখানে নিয়ে এলো? কেন?··· কেনই বা সে তাকে জীবনের এপথে টেনে আনলো—এ পথ তো তার নয়!

কিন্তু তাতে-ই বা লাভ কি হবে? মা তো ওর কথার একটি বিন্দুও বুঝবেন না!

পল যেন এক হাতে তার চোখের সম্মুখ থেকে ছায়ার প্রেতটাকে হাত নেড়ে ভাগিয়ে দিলো, তারপর অকস্মাৎ সে মাযের মাথার উপর অপর হাতখানা প্রসারিত করল। পলের নিজেরই মনে হোলো তার বিক্ষিপ্ত আঙুলগুলি থেকে অপূর্ব এক আলোকরশ্মি বিকীর্ণ হ'চ্ছে।

তন্দ্রাচ্ছন্নভাবে বললো সে, 'মা, তোমার কাছে এই শপথ করলুম, আমি আর কোনোদিন ও-বাড়িতে যাবো না।'

ত্বরিতপদে পল রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে গেল। মনে হোলো, এখানেই সব কিছুর বুঝি সমাপ্তি হ'লো। সে-ও বেঁচে গেল।

কিন্তু পল খাওয়ার ঘর পার হবার সময় শুনলো, মা উচ্ছ্বসিত হ'য়ে কাঁদছেন, যেন তাঁর বড়ো আদরের কেউ মারা গেছে!

নিজের ঘরে এলো পল। গোলাপের গন্ধে এবং চারিদিকের ইতস্তত বিক্ষিপ্ত জিনিসগুলির সংস্পর্শে এসে সে পুনর্জীবিত হয়ে উঠল। তার কামনার সংগে এ সমস্তগুলির যেন একটি নিবিড় যোগসূত্র আছে।

পল অনেকক্ষণ উদ্দেশ্যহীন ভাবে ঘরময় ঘুরে বেড়াতে লাগল। জানলাটা খুললো, একবার জানলার বাইরে ঝোড়ো হাওয়ায় মাথাটা বের করল। দেখলো, শূন্যে বাতাসের আগে আগে উড়ে চলেছে নিরুপায় অসংখ্য জীর্ণ পাতা, কখনো মেঘের ছায়ায়, কখনো বা জ্যোৎস্নায়। যেন লক্ষ লক্ষ আলোছায়ার খেলনা!

পলের নিজেকেও ওই ঝরা পাতাগুলির মতোই অসহায়, অস্থির ব'লেই মনে হোলো। অবশেষে সে সোজা হ'য়ে দাঁড়িয়ে জানলাটা বন্ধ ক'রে দিলো, বললে, 'আমাদের মানুষ হতে হবে!'

পল খাড়া হ'য়ে দাঁড়ালো, যেন প্রস্তর মূর্তি। তার সারা দেহ হিম, কঠিন, গর্বের বর্মে সুরক্ষিত। দৈহিক আনন্দ উপভোগ করতে আর সে চায় না। আত্মত্যাগের আনন্দে কিম্বা দুঃখেও আর তার প্রয়োজন নেই। সে চায় না নিঃসংগতার বেদনা। ভগবানের কাছে নতজানু হয়ে ব'সে ভৃত্যের মতো আশীর্বাদ পেতেও আর ইচ্ছা নেই তার। সে কারো কাছে কিছুই চায় না। সে শুধু সোজাপথে এগিয়ে যেতে চায়, আশাহীন, একাকী!

কিন্তু পল তবু আলো নিবিয়ে শুতে যেতে ভয় পেলো। সে ব'সে পড়তে লাগল করিন্থিয়ানের কাছে সেণ্ট পলের পত্রাবলী। কিন্তু ছাপানো অক্ষরগুলো যেন তার দৃষ্টির সম্মুখে ছুটে পালালো।

তার কেবলই মনে হোতে লাগল, শপথ করা সত্ত্বেও মা অমন ক'রে কাঁদলেন কেন? কেন, কি বুঝলেন মা? পরমুহূর্তেই পলের মনে হোলো, মা ওর মনের কথা বুঝতে পেরেছেন,—পুত্রের মর্ত্য কামনার একটি বিন্দু-ও কি মার কাছে লুকানো থাকে?...

অকস্মাৎ পলের সারা মুখখানা লজ্জায় রাঙা হ'য়ে উঠল, মাথা তুলে কাণ পেতে বাতাসের শব্দ শুনতে লাগল সে। পরে আপনমনেই ব'লে উঠল, 'শপথ করার কোনো প্রয়োজন ছিল না। সত্যিকারের শক্তিমান পুরুষেরা কখনো শপথ করে না। শপথ করে তারাই,—যারা শপথ ভাঙতে প্রস্তুত থাকে। যেমন আমি।'

সংগে সংগে পল বুঝল, তার সংগ্রামের এই সবেমাত্র শুরু। সে আতংকে শিউরে আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো, আয়নার পাশে গিয়ে নিজের চেহারাটা একবার দেখলো।

তারপর টলতে টলতে কোনো রকমে তার অপ্রশস্ত বিছানাটায় এসে লুটিয়ে প'ড়ে অশ্রুর ভারে ভেংগে পড়লো। নিঃশব্দে কাঁদতে লাগল সে—পাছে কান্নার শব্দ মার কাণে যায়, পাছে কান্নার শব্দ তার নিজের কাণে আসে। তার সারা অন্তর হাহাকার ক'রে উঠছে! বুকের ভিতরটা মোচড় দিচ্ছে। পল কাতরভাবে বললে, 'ভগবান! আমাকে বাঁচাও! আমাকে উদ্ধার করো।'

এই কথাগুলি উচ্চারণ করার সংগে সংগেই একটা সত্যিকারের শান্তি এলো পলের। সে বুঝি দুঃখের অনন্ত সমুদ্রের মাঝে মুক্তির কাঠের টুকরোটার সন্ধান পেয়েছে।

ওর এই সংকট মুহূর্তটি কেটে যাবার পর পল আবার ভাবতে

লাগলো। এখন তার কাছে সব কিছুই জানলার বাইরের রৌদ্রোজ্জ্বল প্রান্তরের মতো স্পষ্ট ও স্বচ্ছ মনে হ'চ্ছে। সে পুরোহিত, সে ভগবানে বিশ্বাস করে, সে গির্জা আর কৌমার্যকে জীবনের ব্রতরূপে গ্রহণ করেছে। যে যেন কোনো বিবাহিত পুরুষ, স্ত্রীর কাছে বিশ্বাসহন্তা হবার কোনো অধিকার তার নেই।……

কেন যে ও এই মেয়েটাকে ভালোবেসেছিল, এবং এখনো ভালোবাসে, পল সে কথা ঠিক বু'ঝে উঠতে পারছে না। খুব সম্ভব দেহটা এক সংকট মুহূর্তে এসে পৌচেছে, তাই আটাশ বৎসরের যৌবন আর শক্তি যেন অকস্মাৎ সুদীর্ঘ সুপ্তি থেকে উঠেছে জেগে, কামনা করেছে আগনিস-কে। হঁ্যা, আগনিসকে। কারণ, আগনিসের মনের সংগে তার জীবনের সব চেয়ে ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য আছে। ওর নিজের মতো তারো হয়েছে বয়স, ওরই মতো জীবনে সে বঞ্চিত, ওরই মতো গৃহে সে-ও একাকিনী, বন্দিনী।

তাই প্রথম পরিচয়েই ওদের দুটির মধ্যে ভালোবাসার জন্ম হয়েছিল। ওরা শুধু বন্ধুত্বের ছদ্মবেশে তাকে গোপন ক'রে রেখেছিল এতোদিন। অজস্র অসংখ্য হাসি আর চাউনি ওদের দু'জনকে দু'জনের জন্যে যেন বন্দী ক'রেছিল। ওদের মধ্যে ভালোবাসার কোনো প্রশ্ন ওঠার সম্ভাবনা ছিল না ব'লেই ওরা এসেছিল পরস্পরের কাছে নিবিড় হ'য়ে। তখন ওদের মধ্যে কোনো আবেগ ছিল না, ছিল না কোনো ভয়, কোনো কামনা। তারপর ধীরে ধীরে ওদের পবিত্র, শুভ্র ভালোবাসার মধ্যে কোথা দিয়ে প্রবেশ করলো কামনার কীট। ওদের প্রেমের স্বচ্ছ সরোবর হ'য়ে উঠলো পংকিল, ক্লেদাক্ত।

পল তার নিজের বিবেকের অলিগলি প্রদক্ষিণ ক'রে সত্যটাকে আবিষ্কার করলো। বুঝল, যেদিন ওদের প্রথম দৃষ্টি-বিনিময় হ'য়েছিল, সেদিন থেকেই ও তাকে পেতে চেয়েছে, সেদিন থেকেই সে ওর অন্তর-

বাসিনী হ'য়ে আছে! এ-ছাড়া আর যা কিছু—, সব মিথ্যা, সব আত্মপ্রবঞ্চনা,—নিজের কাছে নিজেকে সাফাই করার চেষ্টা।

কিন্তু এই সব চিন্তাও ওর মন থেকে দুঃখের বোঝার এককণাও কমাতে পারলো না। এই দুঃখের সত্যিকারেব অর্থটা কি পল তা এখন ভালোভাবেই বুঝল। ওর মনে হোলো, এ যেন ওর আত্মহত্যা। আগনিসের ভালোবাসা থেকে এবং আগনিসের অধিকার থেকে নিজেকে বঞ্চিত করার অর্থ জীবন থেকে নিজেকে বঞ্চিত কবা।

পল আরো ভাবলো, 'এ চেষ্টাও কী বৃথা নয়? ভালোবাসার ক্ষণিক আনন্দ যখন শেষ হয়ে যাবে, তখন কী তার আত্মা আবার ফিরে পাবে না তার স্বাধিকাব, ফিরে আসবে না তার মুক্ত পাখা গুটিয়ে আপনার নিঃসংগ নির্জনতায, দেহের বন্দীশালায় রাখবে না আপনাকে কয়েদী ক'রে? তবে তার এই নিঃসঙ্গ জীবনেই বা সে আজ অসুখী হ'বে কেন? জীবনেব শ্রেষ্ঠ এতোগুলি বছর ধ'রে সে কি নির্জন নিঃসংগতাকে গ্রহণ করে নেয নি—এই দীর্ঘ দিন ধ'রে বহন করেনি? আর যদিই বা সে সত্যি আগনিসের সংগে পলাতক হ'যে তা'কে বিয়ে করে, তবু-ও কি তার অন্তরের এই নির্জনতার অবসান হবে?'

কিন্তু তবু আগনিসেব নাম উচ্চাবণ কবার সংগে, তার সাথে একত্রে দু'জনে বেঁচে থাকার সম্ভাবনার কথা ভেবে পল অসহ্য উত্তেজনায় উঠে দাঁড়ালো। কল্পনায় দেখলো, আগনিস যেন ওর পাশটিতেই লীলায়িত দেহে শুয়ে আছে। পল কল্পনাতেই আগনিসের সুকোমল তনু দেহখানাকে নিবিড় করে বুকের মধ্যে টেনে নেওয়ার জন্যে যেন হাত বাড়ালো। ওর কানে কানে মিষ্টি কতো কথা বললো, ওর এলো উষ্ণ সুগন্ধী চুলে ছেয়ে ফেললো নিজের মুখ। চুল নয়, একরাশি ফুল।

তার কানে কানে যেন বললো, ও পরদিন তার কাছে আবার আসবে। মা দুঃখ পাবেন, ভগবান রুষ্ট হবেন,—ক্ষতি কি? এখন সে ওসব বন্ধন ফেলে আগনিদের বাহুবন্ধনেই ফিরে আসতে চায়, তাতেই তার আনন্দ।

চার

তারপর আবার সে আগের চেয়ে শান্ত হ'য়ে ভাবতে লাগলো। রোগীরা তাদের ব্যাধির স্বরূপটা অন্তত বুঝতে পারলেও একটু শান্তি পায়। পলও যদি জানতে পারতো, এই সব ঘটনা আজ তার জীবনে কেন ঘটলো, তবে সে-ও হয়তো একটু শান্তি পেতো। তাই সে-ও তার মায়ের মতো অতীত জীবনের সমস্ত ঘটনাগুলি আবার নেড়েচেড়ে দেখতে লাগলো।

বাইরের বাতাসের আর্ত স্বর ওর সুদূর প্রথম জীবনের অস্পষ্ট বিজড়িত স্মৃতির সংগে হ'য়ে গেল একাকার। যেন কোন বাড়ির উঠানে সে অন্যান্য ছেলেদের সংগে প্রাচীর বেয়ে উঠছে। খুব সম্ভব এবাড়িতে তখন তার মা ছিলেন ঝি। প্রাচীরের মাথাটা ছুরির মতো ধারালো কাচের কুচিতে ছিল আকীর্ণ। কিন্তু তবু ছেলেরা ওখানে কোনো রকমে বেয়ে উঠতো, হাতগুলো হয়ে যেতো ক্ষতবিক্ষত, রক্তাক্ত। ইচ্ছা, শুধু একটিবার উঁকি দিয়ে দেখবে প্রাচীরের ওপারের পৃথিবী।

আর, সত্যি নিজেদের এমনি আহত, রক্তাক্ত, ক্ষতবিক্ষত ক'রেও ওরা সাহসিকতার একটা আনন্দ পেতো। ওরা পরস্পরকে দেখাতো ওদের ক্ষরিত রক্ত, তারপর হাতদুটো বগলে চেপে রক্ত শুকনো ক'রে নিতো, ধারণা, ওদের ক্ষত হাতদু'টো বুঝি আর কারো চোখে পড়বে না।

ওখানে প্রাচীরের উপর চ'ড়ে ওরা সদর রাস্তা ভিন্ন আর কিছুই দেখতে পেতো না। অথচ এই রাস্তায় ওদের আনাগোনা ছিল অবারিত! কিন্তু তবু ওরা ওই দেওয়ালে চড়তেই ভালোবাসতো। তার একমাত্র কারণ, ওখানে চড়াটা ছিল নিষিদ্ধ। ওখানে দাঁড়িয়ে ওরা রাস্তার লোকের ওপর ঢিল ছুঁড়তো, আর ছুঁড়েই মাথা নিচু ক'রে লুকিয়ে পড়তো প্রাচীরের আড়ালে। এমনি ক'রে ওদের উত্তেজনাটা দুঃসাহসের আনন্দ এবং অন্যে ওদের পাছে দেখতে পায়, এই ভয়,—এই দু'টি তীব্র অনুভূতির মধ্যে দ্বিধা বিভক্ত হ'য়ে পড়তো।

একটি কালা আর বোবা মেয়ে উঠানে একগাদা কাঠের উপর ব'সে থাকতো চুপচাপ, সে ছিল পক্ষাঘাতগ্রস্ত দুর্বল। ওখানে ব'সে ব'সেই সে ওদের দুরন্তপনা দেখতো, আর ওদের কাকুতি-মিনতি জানিয়ে নিষেধ করতো। তার কালো ডাগর চোখ দু'টো মাঝে মাঝে শাসনে আর তিরস্কারে হ'য়ে উঠতো দৃপ্ত।

ছেলেরাও একে ভয় করতো ভারী। তাই একে বিরক্ত করতে সাহস পেতো না, মাঝে মাঝে তাকে তাদের সংগে খেলতেও ডাকতো। তখন মেয়েটা অদ্ভুত একটা আনন্দে হ'য়ে উঠতো উচ্ছ্বসিত, কিন্তু একটি পাও নড়তো না, তেমনি চুপটি ক'রে ব'সে থাকতো।

আজ ওর সেই মুখখানি মনে পড়ে। তার দু'টি চোখের কালো গভীরতায় কী আনন্দ আর আকাঙ্ক্ষাই না জ্বলজ্বল ক'রে উঠতো! ওর সুদূর স্মৃতির কোণে যেন আজো সে ব'সে আছে, আবছা বিস্মৃতির কুয়াসাচ্ছন্ন একটি আঙিনায়।

আর সেই কালো ডাগর দু'টি চোখ।

সে বুঝি আগনিসের।

তারপর পল নিজেকে দেখলো, যেপথে সে একদিন ঢিল ছুঁড়ত,

তারই একপ্রান্তে একটি ছোট গলির মোড়ের উপর ভাঙা-চোরা কয়েকখানা ঘর। ওর নিজের বাসা ছিল এই বড় রাস্তা আর ছোটগলির ঠিক মাঝখানে. একজন বড় লোকের বাড়িতে। এবাড়ির সবাই ছিল মেয়ে, মোটাসোটা, মাংসল আর গম্ভীর। ওরা সন্ধ্যা নামার সংগে সংগে দোর-জানলা বন্ধ ক'রে দেয়। ওদের বাড়িতে অন্য কোনো মেয়ে কিম্বা পুরোহিতরা ছাড়া আর কারো যাতায়াত ঘটে না। তাদেরই সংগে ওরা ঠাট্টা তামাসা করে, হাসে কথা কয়।

এখানেই একদিন একজন পুরোহিত ওর ঘাড়ে ধ'রে ওকে নিজের কংকালসার দু'টো জানুর মধ্যে চেপে ওর ভীরু মুখখানা তুলে প্রশ্ন ক'রেছিল. 'তুমি পুরুত হতে চাও, খোকা?'

· খোকা মাথা নেড়ে জানিয়েছিল, 'হ্যাঁ।'

পুরোহিতটি ওকে একটা ছবি দিয়ে ওর পিঠ চাপড়ে আদর জানিয়েছিল। তখন ঘরের একটি কোণে ও চুপচাপ ব'সে থাকতো। কান পেতে শুনত পুরোহিত আর মেয়েদের কথাবার্তা।

এই গ্রামের,—এখন যেখানে সে পুরোহিত,—তখনকার পুরোহিত সম্বন্ধে চলছিল আলোচনা। এই পুরোহিত শিকারে যেতেন, তামাক খেতেন, গোঁফদাড়ী কামাতেন না, কিন্তু তবু বিশপ মহারাজ-ও তাঁকে তাড়াতে পারতেন না। কারণ, উনি গেলে আবার একটি পুরোহিত জোটানো সহজে সম্ভব হবে না। ওই সুদূর মফঃস্বলে কেই বা যায়? আর তা ছাড়া, ওই পুরোহিত ঠাকুরও সবাইকে ধমক দিতেন, কেউ যদি তাঁকে এগ্রাম থেকে তাড়াতে চেষ্টা করে, তবে তিনি তাকে একদিন হাতে পায়ে বেঁধে নদীর জলে ফেলে দেবেন।

শুধু তাই না। এই গ্রামের যতো হতভাগা হতচ্ছাড়া বদমায়েস লোক সবাই ছিল তাঁর ভক্ত। তারা অনেকে তাঁকে ডা'ন ব'লে ভয়-ও করতো। অনেকে মনে করতো লোকটা খৃস্টান-ই নয়। গাঁয়ের

মেয়েরাও নাকি বলতো, যদি কোনো নতুন পুরুত আসে, তবে তাকে বেঁধে নদীতে ফেলে দেওয়ার জন্যে তারা'ও সবাই ওই পুরুতকে সাহায্য করবে।

এই কাহিনী শুনে, তখন একটি মেয়ে ওকে ঠাট্টা ক'রে বলেছিল, 'শুনছ তো পল? আচ্ছা ধরো, তুমি পুরোহিত হ'লে, তারপর তোমাকে তোমার মায়ের ওই জন্মস্থানে পুরুত ক'রে পাঠানো হ'লো, তবে কেমন মজাটা হবে, ব'লো তো?'

মেয়েটির নাম মারিয়েলেনা। মারিয়েলেনা ওকে দেখাশোনা করতো। যখন সে ওর মাথায় চিরুণী দেওয়ার জন্যে ওকে কোলের দিকে টেনে নিত, তার মোটা পেট আর কোমল স্তন এসে লাগতো ওর গায়ে। ওর মনে হোতো, মারিয়েলেনা বুঝি তুলো দিয়ে তৈরী।

মারিয়েলেনাকে ভারি ভালো লাগতো ওর। মারিয়েলেনা খুব মোটাসোটা হ'লেও তার মুখখানি ছিল ভারি সুন্দর। গণ্ড দু'টি গোলাপী। শান্ত বাদামী দু'টি চোখ।

পল মাঝে মাঝে ওর দিকে তাকাতো, গাছে পাকা ফল ঝুলতে দেখে লোক যেমন করে তাকায়, খুব সম্ভব মারিয়েলেনাই ছিল ওর প্রথম প্রণয়-পাত্রী।

তারপর এলো ওর ছাত্রজীবন।

অক্টোবর মাসের এক সকালে আকাশ ছিল নীল, চারিদিক ছিল নেশায় মাতাল, এমনি সময় মা ওকে দিয়ে এলেন স্কুলে।

খাড়া পাহাড়ের পথ বেয়ে উঠে পাহাড়ের চূড়োয় বিশপের বাসগৃহের সংগে সংলগ্ন তাদের এই স্কুল।

বিশপের গৃহের সম্মুখে পাথরের নুড়ির ফাঁকে ফাঁকে মাথা তুলে জেগে উঠছে তৃণাংকুর। কয়েকটি লোক ঘোড়ায় চড়ে চ'লে গেল। ঘোড়ার লম্বা লম্বা পা পায়ের পেছন দিকে বড় বড় চুল। খুরে

মাল লাগানো। এগুলি সবই পলের চোখে প'ড়েছিল, সে কেমন যেন লজ্জায় আর ভীরুতায় মাটির দিকে তাকিয়ে রইল। তার নিজের জন্যে নিজেরই যেন একটু লজ্জা করছিল, আর মার জন্যে-ও তো বটে।

এখন একটিবারের জন্যে নিজের কাছে তার স্বীকার করতে বাধা কী? চিরদিনই সে কমবেশি মা'র জন্যে লজ্জিত হোতো। ঝি, গেঁয়ো চাষার মেয়ে। কিছুদিন আগে পর্যন্তও তার এই কুৎসিত মনোভাবটাকে সে কোনমতেই দমন করতে পারেনি।

তার মা ইস্কুলের হস্টেলের হেঁসেলে একটা সাধারণ পরিচারিকা মাত্র ছিলেন, একথা ভাবলেই তার যৌবনের দীনতায়-ভরা দিনগুলির কথা মনে পড়ে। তবু মা তারই জন্যে ঝিগিরি ক'রে জীবন কাটিয়েছেন।

যখন পল গির্জায় ধর্মের শিক্ষানবিশি করতো, তখন তার উচ্চপদস্থ পুরোহিত তাকে মার কাছে তার সকল দোষ-ত্রুটির জন্যে ক্ষমা চাইতে বলেছিল। পল যখন মার করচুম্বন করতে গেল, তখন মা তাড়াতাড়ি বাসন-মোছা ন্যাকড়া দিয়ে ভিজে হাতটা একবার মুছে নিলেন। পল মার হাতে চুম্বন করার সময় যেন লজ্জায় আর রোষে ম'রে গিয়েছিল। ভাঁজপড়া, কঠিন, কর্কশ একখানা হাত। পল মার কাছে আর মাপ চাইতে পারেনি, সে শুধু মনে মনে ভগবানের কাছে মার্জনা চেয়েছিল।

এমনি ক'রেই সেদিন ভেজা স্যাঁতসেতে ধোঁয়াটে রান্নাঘরে মার পেছনে এসে যেন ওর সম্মুখে আবির্ভূত হ'য়েছিলেন সর্বময় ভগবান।

মাঝে মাঝে পল বহু আনন্দ-মুহূর্তে তার ছোট্ট ঘরখানিতে শুয়ে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থাকতো, আর সবিস্ময়ে ভাবতো, 'আমি একদিন পুরোহিত হবো।' এই সময়ে সে মার কথাও ভাবতো। যখন পল মার কাছ থেকে দূরে থাকতো, মাকে দেখতে পেতোনা,

তখনো মার জন্যে সে আকুল হ'য়ে উঠতো, ভাবতো, সে তার মার জন্যেই বড়ো হতে পারবে। মা তাকে তার বাবার মত মাঠে ভেড়া চরাতে বা মাঠে লাঙল চালাতে পাঠাননি, তাকে পাঠিয়েছেন পুরোহিত হ'তে!

এমনি ক'রেই পল তার জীবনের মহান উদ্দেশ্যের কল্পনা করেছিল।

এ পৃথিবীর কিছুই জানতো না সে। তার জীবনের বড় বড় ঘটনাগুলি হোলো ধর্মানুষ্ঠান, আর ধর্মের উৎসব। পলের এই দুঃখের সময়েও সেই স্মৃতিগুলি এক এক টুকরো আনন্দের মতো তার মনের উপর ভেসে ওঠে।

এমনি এক ধর্মানুষ্ঠানের কোলাহল ও আনন্দ-উৎসবের মধ্যে পল একটি মেয়ের সংগে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হ'য়ে উঠেছিল। এখন সে সমস্ত কথা শুধু স্বপ্ন বলে মনে হয়। দুঃস্বপ্নও নয়, সুখস্বপ্নও নয়—একটা অদ্ভুত স্বপ্ন।

ছোটবেলায় যে মেয়েদের কাছে ও থাকতো, প্রতি ছুটিতেই আসতো তাদের কাছে। তারা ওকে এমনভাবে আদর-আপ্যায়ন করতো, ও যেন ইতিপূর্বেই পুরোহিত হ'য়ে গেছে। মারিয়েলেনার দিকে তাকালেই লজ্জায় রাঙা হ'যে যেতো ও। পরমুহূর্তে নিজের উপর ঘৃণা হোতো এই লজ্জার জন্যে, কিন্তু তবু তাকে ওর ভারি ভালো লাগতো।

এখন মারিয়েলেনা ওর চোখে অমার্জিত বাস্তবতার মধ্য দিয়ে ধরা দিত। মোটাসোটা, মাংসল, নরম, বে-ডৌল। তবু সে ওর পাশে এলে কিম্বা শান্ত ধীর চোখ দু'টি তুলে ওর দিকে তাকালে ও যেন শিউরে উঠতো।

ভোজের দিনে মারিয়েলেনা আর তার বোনেরা নিমন্ত্রণ ক'রে

পাঠাতো ওকে। একবার, সকলে খাবার-দাবার ব্যবস্থায় ব্যস্ত ছিল কিংবা অন্যান্য অভ্যাগতদের সংগে আলাপ করছিল। পল বাড়ীর পাশের ছোট্ট বাগানটাতে এসে সরু রাস্তার উপর পায়চারি ক'রে বেড়াতে লাগলো। মাথার উপরে আশ্‌পেনের সোনালি পাতাগুলি করেছে শিরচ্ছদের সৃষ্টি। স্বচ্ছ নীল আকাশ। হালকা, উষ্ণ বাতাস। দূরে কোকিলের ডাক শোনা যায়।

পলের কি খেয়াল হোলো, সে ছেলেমানুষের মতো পায়ের আঙুলের উপর ভর দিয়ে একটা বাবলা গাছের কাঁটা তুলতে গেল। অকস্মাৎ তার চোখে পড়লো, এক জোড়া ডাগর নীল চোখ বাগানের প্রাচীরের ওদিকের গলিটা থেকে ওর দিকে তাকিয়ে আছে। চোখের দৃষ্টিটা ঠিক বেড়ালের মতো। একটা অন্ধকার দোরের উপর উবু হয়ে বসে আছে মেয়েটি। সারা দেহে, হাবভাবে, ভংগিতে মার্জার-সুলভ একটা ভাব।

আজো মেয়েটির চেহারা যেন পলের চোখে ভাসছে। পলের মনে হ'চ্ছে, সে বুঝি তার বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ আর তর্জনী'র মধ্যে এক ডালা কাঁটা ধ'রে আছে, আর মেয়েটার চোখের দৃষ্টি থেকে নিজের মুগ্ধ চোখ দু'টোকে কোনো মতেই ফিরিয়ে নিতে পারছে না।

দোরের পাশেই দেখা যায়, একটা জানলা। জানলার ওপর কাপড়ের পর্দায় আঁকা একটা ক্রশ। শিশুবেলা থেকেই সে এই দোর আর জানলা, দু'টোই দেখে আসছে। এই ক্রশচিহ্নটা দেখে মনে মনে পল ভারী কৌতুক অনুভব করেছে অনেক সময়। প্রলোভনের রক্ষা কবচ হিসেবেই এই ক্রশচিহ্নটি লাগানো হয়েছে। অথচ এই বাড়িতে যে বাস করে—মারিয়া পাশ্‌কা, সে একজন পতিতা!

এখনো যেন মারিয়াকে ও স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। তার পোষাকের ফাঁকে দেখা যায় শাদা রঙের ঘাড়। কানে বিলম্বিত দুটি শুক্তির

দুল। যেন দোদুল্যমান দু'ফোটা রক্ত। দুটি কনুই জানুর ওপর ঠেকানো। দু'টি হাতের মাঝে সুন্দর মুখখানি।

মারিয়া অকস্মাৎ তার হাত দুটো কোলের ওপর নামিয়ে নিয়ে মাথা সোজা ক'রে বসল। তার মুখখানি হ'য়ে উঠল গম্ভীর, করুণ।

একটা লোক চুপি চুপি পা ফেলে বাগানের গা ঘেঁসে আসছিল। লোকটার চেহারা বিরাট। মুখ ঢাকবার জন্যেই বোধ হয় টুপিটাকে সে মাথার একদিকে বাঁকিয়ে পরেছে।

মারিয়া পাশকা ত্বরিতে উঠে ঘরের মধ্যে চলে গেল। লোকটাও তার পেছনে পেছনে। তারপর দরজা বন্ধ হোলো।

ভয়ংকর উত্তেজনায় বাগানের মধ্যে ঘুরে বেড়াতে লাগলো পল। কেবলই তার মনে ভেসে উঠলো, ওই দোর বন্ধ ক'রে ঘরের মধ্যে অদৃশ্য হওয়া মেয়ে আর লোকটা। পল আজো সে উত্তেজনার কথা ভুলতে পারেনা।

ভারি অস্বস্থি লাগলো পলের। সে নিজেকে কোথাও একাকী একটা রুগ্ন পশুর মতো লুকিয়ে ফেলতে চায়। ভোজের সময় সবাই আনন্দে-আলাপে মুখর হ'য়ে উঠলো। কিন্তু পল ব'সে রইল নীরব।

খাওয়া দাওয়া শেষ হবার সংগে সংগেই ও আবার বাগানে ফিরে এলো। মেয়েটিও আবার যথাস্থানে এসে বসেছে। ঠিক আগের মতোই ভংগিতে, যেন কিসের খোঁজে।

ওই মেয়েটার ঘরের দরজায় কোনোদিন সূর্যের আলো এসে পৌঁছয়নি। আর মেয়েটিকে দেখে মনে হয়, সে বুঝি চিরকাল এই ছায়ার অন্ধকারে বাস ক'রে এসেছে ব'লেই হয়েছে এমনি শাদা, এমনি ঠুনকো।

তারপর মারিয়া যখন ছাত্র পলকে দেখল, তখন সে আর নড়ল না।

শুধু ওর দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসল। তারপর আবার তার মুখখানা গম্ভীর হ'য়ে গেল—ঠিক সেই লোকটা আসবার সময় যেমনটি হয়েছিল।

সে বড় গলায় পলকে ডেকে বললে, 'আপনি শনিবার আমার এখানে আসবেন? আমার বাড়ি ধন্যি হবে। গেল বছর পুরোহিতঠাকুর সব-বাড়িতে এলেন, কিন্তু আমার বাড়িতে কোনো মতেই এলেন না। মরুকগে বুড়ো ধাপ্পাবাজ।'

পল উত্তর দিল না; তার ইচ্ছা করল, একটা ঢিল ছুঁড়ে মারে মেয়েটাকে।

তারপর পল যখন বাগানের ওদিক থেকে ফিরে এলো, তখন দেখলো মারিয়া পাশকা তার দরজার চৌকাঠের উপর আর ব'সে নেই। অথচ ঘরের দোরও খোলা। পল বুঝলো মারিয়া এখন ঘরে একাকী-ই আছে, তার কোন অতিথি নেই।

পল নিজের অজ্ঞাতেই সেই মোটাসোটা লম্বা চওড়া লোকটার অনুকরণে বাগানের প্রাচীরের গা ঘেঁসে গলির পথ ধ'রে এগোতে লাগলো। তার মনে হোলো, সেই বেলা মারিয়া পাশকা ওখানে যেমনটি ক'রে ব'সেছিল, এবং লোকটা আসতে সে যেমনটি ক'রে করুণ গম্ভীর মুখে তাকে অভ্যর্থনা করেছিল, ওর বেলাতেও সে যদি তেমনিটি করতো, তবে ও বুঝি খুব খুসী হোতো।

যাই হোক, পল গলির শেষ প্রান্তে এসেই দেখলো, পাশকা তার ঘরের পাশের কূপ থেকে বালতি ভ'রে জল তুলছে। পলের মনটা নেচে উঠল। মারিয়া দেখতে ঠিক মেরি মাগদালেনের ছবির মতো। ঠিক তেমনিটি।

মারিয়া জলের বালতি তুলতে তুলতে হঠাৎ ফিরে ওকে দেখতে পেলো। মারিয়ার সুন্দর মুখখানি লজ্জায় রাঙা হ'য়ে উঠলো।

পলের মনে হোলো, মারিয়ার চেয়ে সুন্দর মেয়ে জীবনে সে কখনো দেখেনি। কিন্তু পরমুহূর্তে তার ছুটে পালাতে ইচ্ছা হ'লো। লজ্জায় সে তাও পারলো না। মারিয়া জলের কলসী নিয়ে ঘরে ঢুকবার সময় ওকে চুপি চুপি কি যেন বললো, ও তার বর্ণ-বিসর্গও বুঝলো না, শুধু তার পেছনে পেছনে ঘরের ভেতরে এলো। মারিয়া আগের মতোই ঘরের দোর বন্ধ ক'রে দিল।

একটা ছোট্ট কাঠের সিঁড়ি দিয়ে ওরা উপরের তলায় একটি কামরায় এসে পৌঁছল। এখানেও জানলার উপর একটি ক্রুশের চিহ্ন—প্রলোভনের রক্ষা-কবচ।

মেয়েটি ওর মাথার টুপীটা নিয়ে সেটাকে শূন্যে ছুঁড়ে লুফে নিলো এবং খিলখিল ক'রে একবার হাসলো। পল মন্ত্রমুগ্ধের মতো অনুসরণ করলো কেবল।

এর পরেও কয়েকবার পল মারিয়ার ওখানে গেছে। কিন্তু পুরোহিত হওয়ার পর ব্রহ্মচর্যের শপথ গ্রহণ ক'রে ও কখনো আর মেয়েদের সংস্পর্শে আসেনি। ওর সকল প্রবৃত্তি আর অনুভবশক্তি যেন প্রতিজ্ঞার কঠিন বর্মের আবরণে দম আটকে ম'রে গেছে। যখন ও অন্যান্য পুরোহিতদের সম্বন্ধে নিন্দার কথা সব শুনতো, তখন নিজের শুচিতা আর শুদ্ধাচারের গর্বে-গৌরবে ওর বুক ফুলে উঠত। তখন গলির ঐ মেয়েটির সংগে ওর কুৎসিত সম্পর্কের ব্যাপারটাকে মনে হোতো ব্যাধির মতো—যে ব্যাধির হাত থেকে ও এখন সম্পূর্ণরূপে মুক্তি পেয়েছে।

এই গ্রামে আসার পর প্রথম কয়েক বছর পলের মনে হোতো, জীবনের সবটুকুই সে জেনে ফেলেছে—জীবনের সকল দুঃখ-বেদনা, সকল দীনতা-হীনতা, সকল আনন্দ-ভালোবাসা সকল পাপ, সকল প্রায়শ্চিত্ত। তার মনে হোতো, সে যেন কোনো জ্ঞান-বৃদ্ধ মুনি-ঋষি

সংসার ত্যাগ ক'রে শুধু ভগবানের সাম্রাজ্যে প্রবেশলাভ করার প্রতীক্ষায় রয়েছে !

ভালোবাসা আর ভালোবাসা পাওয়া—এ-ই কী মাটির পৃথিবীতে ভগবানের সাম্রাজ্য নয়? এ কথা ভেবেই পলের হৃদয় আনন্দে স্ফুরিত হ'য়ে উঠলো। সে বললো, আমরা যদি এতোই অন্ধ, তবে আলোর সন্ধান কেমন ক'রে পাবো প্রভু?

আজ সে বুঝলে, জীবন সম্বন্ধে সে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। কয়েকখানা পুঁথির জোড়াতালি দেওয়া বিদ্যা নিয়েই তার কারবার। এই সব বইএর সব কথার সব অর্থও সে ভালো ক'রে বোঝেনি। তবে বাইবেলের রোমান্টিসিজম আর অতীত যুগের বাস্তবতাময় চিত্রগুলি ওর মনে ছাপ দিয়ে গেছে বটে। তাই আজ ও বললো, নিজের ওপর, নিজের জ্ঞান সন্ধানী বৃত্তির ওপর ওর আর আস্থা নেই। আজ নিজের উপর কোনো অধিকারও নেই ওর। চিরদিন নিজেকে ঠকিয়ে এসেছে মাত্র।

ওর জীবনের যাত্রাটাই শুরু হয়েছে ভুল পথে। ওর পূর্ব পুরুষেরা যাঁরা ক্ষেতে কাজ করতেন বা মাঠে মেষ চরাতেন তাঁদেরই মতো স্বভাবদত্ত প্রবৃত্তির তাড়না ওর মধ্যে অত্যন্ত প্রবল। ও সেই প্রবৃত্তিগুলির কাছে মাথা নত করেনি, তাই ওর এই সংগ্রাম, এতো দুঃখ। আজই সর্বপ্রথম পল সহজভাবে তার সত্যিকারের রোগটা নির্ণয় করলো। সে জীবনে অসুখী—কারণ, সে মানুষ হয়েও মানুষের সহজ সাধারণ জীবন যাপন করেনি। আনন্দ আর ভালোবাসা তার কাছে নিষিদ্ধ। জীবনের স্বাভাবিক উদ্দেশ্য পূরণের সুযোগ থেকে সে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত।

আবার পল ভাবলো, উপভুক্ত আনন্দ তো শুধু পশ্চাতে ফেলে যায় আতংক আর অতৃপ্তি। শুধু দেহটাই যে জীবনের মুহূর্তগুলিকে

উপভোগের জন্যে চেঁচামেচি করে, তাও নয়। তার চেয়েও বেশি করে মানুষের দেহের কারাগারে বন্দী যে-আত্মা, সে চায় দেহের কারাগার থেকে পালিয়ে বাঁচতে। তাই ভালোবাসার পরম মুহূর্তগুলিতে মানুষের আত্মা মুক্ত পাখায় ভর ক'রে উড়ে যায় বহু উর্ধ্বে, যদিও আবার পর-মুহূর্তে তেমনি ফিরে আসে আপনার বন্দিশালায়। কিন্তু এই যে সাময়িক মুক্তি, এইটুকুই ওকে আভাসে ইংগিতে জানিয়ে দেয়, ওর কারা-জীবন ফুরোলে কী অবাধ অগাধ মুক্তি ওর প্রতীক্ষায় আছে—যেখানে আনন্দ অনন্ত, যেখানে জীবন মৃত্যুহীন।

পল মৃদু হাসলো, করুণ ক্লান্ত হাসি। এসব কথা সে কোথায় পড়েছে—কোন্ পুঁথিতে? নিশ্চয় কথাগুলো কোথাও সে প'ড়ে থাকবে। কারণ, নতুন কিছু চিন্তা করার ক্ষমতা তার আছে, এমন অহংকার সে করে না। যাই হোক, তবু সত্য সত্যই। আর সকল সত্যই এক। সকল মানুষের হৃদয়ের মতো।

নিজেকে পল এতোদিন ভেবে এসেছে অন্যান্য মানুষের থেকে স্বতন্ত্ররূপে। সে এতোদিন নিজেকে স্বেচ্ছায় মানুষের মাঝ থেকে নির্বাসিত ক'রে নিজেকে ভেবেছে ভগবানের পাশে আসার যোগ্য। তাই ভগবান বুঝি তাকে এই শাস্তি দিচ্ছেন, তাই তাকে আবার পাঠিয়েছেন মানুষের মাঝে—যেখানে আছে কামনা, আকাংখা, যেখানে আছে দুঃখ, বেদনা।

তার আর দেরী করলে চলবে না তো! এই নির্দিষ্ট পথেই তাকে এগোতে হবে যে!

পাঁচ

হঠাৎ পল শুনলো, দরজায় কে ধাক্কা দিচ্ছে।

সে চমকে' ঘুম থেকে জেগে উঠলো। জড়িত অস্পষ্ট একটা অনুভূতি খেলে গেল তার সারা দেহে। মনে হোলো, কোথায় যাবে সে, অথচ তার যাত্রার বেলা বুঝি বয়ে গেছে। পল বিদ্যুৎ গতিতে বিছানার উপর উঠে বসল, তারপর সোজা হয়ে দাঁড়াতে চেষ্টা করলো, কিন্তু পারল না, আবার দুর্বলভাবে বিছানার উপর ব'সে পড়লো। তার মনে হোলো, সে যখন ঘুমিয়েছিল, তখন কে বুঝি তাকে ভয়াবহভাবে প্রহার করেছে।

পলের ক্লান্ত মাথাটা বুকের উপর ঝুলে পড়লো। কোনো রকমে ঈষৎ মাথা নেড়ে সে করাঘাতের উত্তর দিলো। আগেব দিন পল তার মাকে ভোরে ডেকে তুলে দিতে বলেছিল, মা সে কথা ভোলেন নি। রাত্রিতে কি ঘটেছে না ঘটেছে, তা যেন মার মনেই নেই। মা আগের মতোই তাঁর দৈনন্দিন কাজগুলি ক'রে চলেছেন। আজকের সকালের সংগে অন্যান্য দিনের সকালের কোনো পার্থক্যই বুঝি নেই তাঁর কাছে।

সত্যি, পার্থক্য নেই-ও। পল বিছানা ছেড়ে উঠে পোযাক পরতে লাগলো। তারপর সে উদার ক'রে খুলে দিল জানলা। রূপালি আকাশের ঝকঝকে আলোয় ঝলসে গেল দু'চোখ। পাহাড়ের গায়ে ছোট ছোট বনগুলি পাখীর গানে মুখর হ'য়ে উঠেছে, ঝকঝক ক'রে কাঁপছে প্রভাত-সূর্যের আলোয়। ঝড় গেছে থেমে। শান্ত বাতাস কম্পিত ক'রে ঢং ঢং ক'রে বাজছে গির্জার ঘণ্টা।

ঘণ্টা ওকে ডাকছে। বাইরের পৃথিবী যেন পলের কাছে বিলুপ্ত হ'য়ে গেল। ওর অন্তর্লোক থেকেও ও বুঝি চায় মুক্তি। ঘরের

সুগন্ধি ও'কে পীড়া দিচ্ছে, এর সংগে যতো সব স্মৃতি জড়িয়ে রয়েছে, সবই যেন ওর কাছে হ'য়ে উঠেছে ভয়ানক যন্ত্রণাদায়ক।

গির্জার ঘণ্টা ডেকেই চলেছে ওকে।

পল ঘরের বাইরে যাবে কিনা, তাও যেন স্থির ক'রে উঠতে পারছে না, শুধু ক্রুদ্ধ-বিরক্ত হ'য়ে ঘরের মধ্যে উদ্দেশ্যহীন ভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

পল নিজেকে একবার আয়নায় দেখলো, তারপর মুখ ফিরিয়ে নিলো। কিন্তু আয়নার পাশ থেকে সরে এসেও নিষ্কৃতি পেলো না। একটি মেয়ের মুখ আয়নার মতোই ওর মনে চকচক ক'রে ভাসছে। আয়নাটাকে ও কুচি কুচি ক'রে ভেঙে ফেলতে পারে, কিন্তু এই হাজারো কুচির প্রত্যেকটিতেই যে এক একটি মূর্তি ভেসে উঠবে, পূর্ণাবয়ব হাজারো মূর্তি!

উপাসনার জন্যে দ্বিতীয় বারের ঘণ্টা একটানা বেজে চলেছে। ডাকছে পলকে।

পল ঘরের মধ্যে এখানে ওখানে ঘুরলো, কি যেন খুঁজল, অথচ পেলো না। তারপর অবশেষে তার টেবিলে বসে লিখতে শুরু করলো। পল বাইবেল থেকে একটি শ্লোক উদ্ধৃত ক'রে আরম্ভ করলে—'ক্ষুদ্র তোরণ-পথে তুমি এসো'—ইত্যাদি। কিন্তু পরক্ষণেই ও সেটাকে কেটে দিয়ে কাগজের উল্টো পিঠে লিখলে:

'তুমি আমার প্রতীক্ষায় আর থেকো না। আমরা পরস্পরকে প্রতারণা করেছি মাত্র। তাই অবিলম্বে আমাদের দু'জনেরই এই প্রতারণার জাল থেকে নিজেদের মুক্ত করা উচিত। আমাদের আর দেখা হবে না। আমাকে ভুলে যেও! আমাকে কোনো চিঠিপত্র দিও না। আমার সংগে আর দেখা করার চেষ্টাও কোরো না।'

তারপর পল সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এসে মাকে ডেকে তাঁর

হাতে চিঠিটা দিল। তাঁর দিকে মুখ তুলে একটিবার তাকালোও না। ভাঙা গলায় বললো, 'এই চিঠিখানা এখ্খুনি ওকে দিয়ে এসো। ওর নিজের হাতেই দিয়ো। দিয়েই চ'লে আসবে, দেরি করোনা যেন।'

তারপর ত্বরিত পায়ে সে বেরিয়ে গেল, মনে হোলো বুক থেকে একটা দুঃসহ বোঝা নেমে গেছে. তাই সে মাথাটাও উঁচু ক'রে তুলতে পেরেছে আবার।

এবার গির্জার ঘণ্টাটা তৃতীয়বার বেজে উঠলো, শান্ত গ্রাম আর প্রভাতের রূপালি আলোয় ধূসর উপত্যকাগুলিকে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত ক'রে। পাহাড়ের উঁচু পথ বেয়ে বুড়োরা আর মেয়েরা আসছে, যেন উপত্যকার গভীর তলদেশে থেকে। বুড়োদের হাতে চামড়ার ফিতে লাগানো ছড়ি আর মেয়েদের মাথায় বিরাট ঘোমটা—শরীরের তুলনায় ভারী বেমানান।

ওরা সবাই এসে গির্জায় ঢুকলো দলে দলে। বুড়োরা সব বেদীর কাছ ঘেঁষে এসে বসলো। সমস্ত ঘরটা ভরে গেল কাদা মাটির সোঁদা গন্ধে। ধূমদানী নিয়ে এলো গির্জার কঙ্করবাহক ছোকরা এন্টিওকাস, সে এই কাদা মাটির গন্ধটাকে দূর করার জন্যে বুড়োদের দিকে জোরে জোরে ধূপদানী আর ধুনোচুর দেখাতে লাগলো। ধীরে ধীরে ধূপ-ধুনোর ধোঁয়ায় গির্জার বাকী অংশ থেকে বেদীতল যেন বিচ্ছিন্ন ও আড়াল হ'য়ে পড়লো। মনে হোলো শাদা চাপকান-পরা এ: ওকাস এবং ব্রোকেডের লাল টকটকে পোষাক-পরা পল দুজনেই কোনো ফিন-ফিনে কোয়াসার রাজ্যে ঘোরাফেরা করছে।

পল আর এন্টিওকাস, দুজনেরই ধূপধুনোর এই ধোঁয়া আর গন্ধ ভারি ভাল লাগে। তাই ওরা এখানে ধূপধুনো ব্যবহার করেও প্রচুর পরিমাণে।

পল মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে চোখ দুটোকে সংকীর্ণ করলো, যেন

ধোঁয়ার ধমকে কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। বস্তুত, উপস্থিত ভক্তদের সংখ্যা অল্প দেখে সে একটু বিরক্তও হয়েছে এবং অপেক্ষা করছে অন্যান্য সবার আগমনের। এই সময় আরো কয়েকজন এসে ঢুকলো। এবং সবাব শেষে এসে ঢুকলেন তাব মা। মাকে দেখেই পল বিবর্ণ এতোটুকু হয়ে গেল।

চিঠিটা তবে আগনিসেব হাতে পৌছেছে, আব তার নিজের আত্ম-ত্যাগের কাজটুকুও চুকে গেছে, পল ভাবলো। মুমূর্ষুর মতো তার কপালটা ঘর্মাক্ত হ'য়ে উঠলো। সে প্রার্থনায় হাতদুটি তুললো শূন্যের দিকে।

পলেব চোখের সম্মুখে জেগে উঠলো আগনিসেব মূর্তি,—সে যেন ওর চিঠিখানা পড়েই মূর্ছিত হ'যে মাটিতে প'ড়ে গেল।

তারপর যখন উপাসনা শেষ হোলো, পল অবসন্নভাবে নতজানু হ'য়ে একটানা স্বরে একটি লাতিন ভাষায় লিখিত স্তোত্র পাঠ করলো। সমবেত উপাসকেরাও ওর কণ্ঠে কণ্ঠ মেলালো। পলের মনে হোলো, সে বুঝি স্বপ্ন দেখছে। সে বুঝি বেদীর পাদমূলে লুটিয়ে ঘুমিয়ে পড়তে পারলেই বাঁচে—যেমন ক'রে রাখাল বালকেরা পাহাড়ের অনাবৃত গায়ে ক্লান্তিতে লুটিয়ে নিশ্চিন্ত হ'য়ে ঘুমিয়ে পড়ে!

ধূপধুনোর ধোঁয়ার আচ্ছদ ভেদ ক'রে পল দেখল ওদিকে একটি কুলুঙ্গিতে মেরিমাতার মূর্তি। সবাই ভাবে, এই ঝুলধরা কালো ক্ষীণকায় মূর্তিটি নাকি কল্পতরুর মতো। পল এই মূর্তির দিকে তাকালো, যেন এই মূর্তিটিকে সে কতোদিন দেখেনি, যেন দীর্ঘকাল সে এখানে অনুপস্থিত ছিল। কোথায় সে ছিল এতকাল? পলের সমস্ত চিন্তার জট জড়িয়ে গেল, সে কিছু স্মরণ করতে পারল না।

তারপর অকস্মাৎ সে পায়ে ভর ক'রে উঠে দাঁড়ালো এবং

সমবেত উপাসকদের দিকে ফিরে দাঁড়িয়ে তাদের উদ্দেশ ক'রে অভিভাষণ দিতে লাগলো। কদাচিৎ সে এমনটি করে। সে চলতি-ভাষায় ভাঙা গলায় বলতে লাগলো। বুড়োরা সব ওর ভাষণ ভালো ক'রে শোনার জন্যে বেড়ার ফাঁকে ফাঁকে তাদের গোঁফওয়ালা মুখ-গুলোকে বের ক'রে দিয়েছে। মনে হোলো, পল যেন ওদের গাল পাড়ছে। মেয়েরা সব মাটির উপর উবু হ'য়ে বসেছে। তাদের কৌতূহল ও আতংক দুটোই সমান।

ছোকরা এন্টিওকাস বগলে উপাসনার পুঁথিখানাকে নিয়ে আড় চোখে এক একবার পল-কে দেখছে, আর পরক্ষণেই অন্যান্য সবার দিকে ফিরে যেন তাদের ধমক দিচ্ছে।

পুরোহিত বললে, 'হ্যাঁ, প্রত্যেকবারেই দেখছি; তোমাদের সংখ্যা কিছু কিছু ক'রে কমছে। আমি যখন তোমাদের দিকে তাকাই তখন লজ্জায় মাথা আমার হেঁট হযে আসে। মনে হয়, আমি যেন সেই রাখাল, যে তার সমস্ত মেষ হারিয়ে ফেলেছে। কেবল রোববারে একদিন মাত্র গির্জায় একটু বেশি ভীড় হয়। আমার ধারণা, তোমরা এখানে আসো, কোন বিশ্বাসের প্রেরণায় নয়, শুধু একটা সংস্কারের ফলে—প্রয়োজনবোধে নয়, অভ্যাসের বশে। এই যেমন তোমরা পোষাক ছাড়ো, কি একটু জিরিয়ে নাও!···কিন্তু এমনটি ক'রে আর চলবে না। এবার তোমাদের জাগতে হবে। এবার তোমরা জাগো। গৃহস্থঘরের মায়েরা, কিম্বা যে সব পুরুষ কাজে যায় তারা এখানে প্রতিদিন সকালে আসতে পারবে ব'লে আমি মনে করি না। কিন্তু কমবয়েসী মেয়েদের, বুড়োদের, বা শিশুদের আমি প্রতিদিনই গির্জা থেকে ফেরার পথে দেখতে চাই, তারা নিজেদের ঘরের দোরে দাঁড়িয়ে আছে উদয়-সূর্যকে অভিবাদন জানাতে। তারা সবাই এখানে আসবে ভগবানের সংগে একত্রে তাদের দিনের কাজ শুরু করতে। তারা

সবাই ভগবানকে প্রণতি জানিয়ে যাবে প্রতি প্রভাতে তাঁর নিজের বাড়িতে এসে। এমনি ক'রেই তারা নিজেদের যাত্রাপথের পাথেয় আর শক্তি করবে সংগ্রহ।

'যদি তারা এমনটি করে, তবে তাদের দারিদ্র্য-দোষ ঘুচবে তবে তারা প্রলোভন আর কদভ্যাসের কবল থেকে পাবে নিষ্কৃতি। শুধু রোববারে নয়,—প্রতি বারেই প্রত্যূষে ঘুম থেকে উঠে স্নান সেরে সবাই পোষাক বদলাবে! আমি আশা করি, কাল থেকেই তোমরা আমার কথা রাখবে। কাল থেকেই আমরা একত্রে ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানাবো, তিনি যেন আমাদের এবং আমাদের এই ক্ষুদ্র গ্রামকে কোনদিন ত্যাগ ক'রে না যান। আর যারা অসুস্থ এবং এখানে উপস্থিত হ'তে পারেনি, তাদের জন্যেও আমরা ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানাবো ঃ তারা যেন সুস্থ হ'য়ে ওঠে, তারা যেন সবল দেহমনে আবার তাদের যাত্রা শুরু করতে পারে!'

পরমুহূর্তেই পল ত্বরিতে ফিরে দাঁড়ালো অন্যদিকে মুখ ক'রে। সেই সংগে এণ্টিওকাস-ও তার প্রভুর অনুকরণ করলো। কয়েক মিনিটের জন্যে এই গির্জাতে গভীর স্তব্ধতা বিরাজ করতে লাগলো। এমন কি পাহাড়ের অপর দিক থেকে পাথর ভাঙার শব্দও স্পষ্ট ভেসে এলো।

এই সময় একটি মেয়ে তার আসন ছেড়ে উঠে পুরোহিতের মার পাশে এলো এবং তাঁর কাঁধের উপর হাত রেখে নুয়ে পড়ে ফিসফিস ক'রে বললো 'রাজা নিকোডেমাসের কঠিন অসুখ। তার অবস্থা খারাপ। আপনার ছেলে যদি তাকে একটিবার দেখে আসেন—'

মা এতোক্ষণ নিজের চিন্তার মধ্যে ডুবে ছিলেন, মেয়েটির কথা শুনে চমকে চোখ তুলে তাকালেন। তাঁর মনে পড়লো, কে এই রাজা নিকোডেমাস। একটা বুড়ো শিকারী; অদ্ভুত দুর্বোধ্য তার

আচার-ব্যবহার; পাহাড়ের গায়ে বহু উপরে একটি কুঁড়ে বেঁধে সে থাকে। মা তাই প্রশ্ন করলেন, পলকে বুড়োর কনফেশন শোনার জন্যে পাহাড় বেয়ে অতো পথ উঠতে হবে?

মেয়েটি আগের মতোই ফিসফিস ক'রে বললো, 'না, তার আত্মীয়েরা তাকে নামিয়ে গ্রামে নিয়ে এসেছে।'

মা উঠে একথা বলার জন্যে পলের কাছে গেলেন। পল তখন বাইরে মণ্ডপ-সংলগ্ন ছোট কামরায় এন্টিওকাসের সাহায্যে উপাসনার পোষাক ছাড়ছে। নিকোডেমাসের কথা জানিয়ে মা তাকে জিগ্যেস করলেন, 'তুমি আগে বাড়ি ফিরে কফি খাবে তো?'

পল মার দিকে তাকালো না, তাঁর প্রশ্নের কোনো জবাব-ও দিল না, অসুস্থ বৃদ্ধ নিকোডেমাসকে দেখতে যাওয়ার জন্যে যে সে খুব তাড়াতাড়ি করছে, এমনি একটা ভাণ করলো।

মা আর ছেলে দুজনে এক কথাই ভাবছিলেন সারাটি ক্ষণ। আগনিসকে চিঠি দেওয়ার কথা। কিন্তু এ সম্বন্ধে দু'জনের কেউ কিছুই বললেন না। পল ত্বরিত ক্ষিপ্র পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। ছোকরা এন্টিওকাস পলের পরিত্যক্ত উপাসনার পরিচ্ছদটাকে আলনায় গুছিয়ে তুলে রাখতে ব্যস্ত রইলো। মা প্রাণহীন পাষাণপুত্তলীর মতো ঠায় দাঁড়িয়ে রইলেন। একটু বাদে আপনমনেই যেন বললেন, 'বাড়ি ফিরে কফি খাওয়ার পর ওকে নিকোডেমাসের কথাটা বললেই বুঝি ভালো করতাম।'

এন্টিওকাস মাথা তুলে গম্ভীরভাবে বললো, 'গুরুদেব সব কিছুই অভ্যাস রাখা উচিত।' তারপর কাজে ব্যস্ত হ'য়ে কতকটা নিজের মনেই যেন বললো, 'উনি বলেন, আমি নাকি মন দিয়ে কাজ করি না। তাই আমার ওপর একটু চটেছেন বোধ করি। কিন্তু দিব্যি গিলে বলতে পারি, একথা একদম মিথ্যে। তবে কি জানেন, ওই বুড়োলোক-

গুলোকে দেখলেই কেমন যেন আমার হাসি পায়, পেটের ভেতরটা খালি কুর-কুর করতে থাকে।...লোকগুলো পুরুতঠাকুরের বক্তৃতার একটা কথাও যদি বুঝতে পারে! তবে দেখবেন, ওরা সবাই রোজ রোজ এবার ভিড় ক'রে এখানে আসবে। ওই যে, পুরুতঠাকুর বললেন, গির্জেয় এলে ওদের আর দারিদ্র্য থাকবে না।'

মা অন্যমনস্কভাবে স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। পরে আত্মগতভাবে বললেন, 'আত্মার দারিদ্র্য।'

এন্টিওকাস মার কথা কিছুই বুঝলো না, বুড়োগুলোর দিকে তাকিয়ে তার যেমন ক'রে হাসতে ইচ্ছে করে মার দিকে তাকিয়েও তেমনি ক'রে হেসে উঠতে ইচ্ছা করলো। কারণ এন্টিওকাসের ধারণা, এসব অপার্থিব ব্যাপার সে নিজে যেমনটি বোঝে, তেমনটি এ দুনিয়ার আর কেউ বোঝে না। এর মধ্যেই সে চার-চারটে 'যিশুর লীলামৃত' মুখস্থ-কণ্ঠস্থ ক'রে ফেলেছে। তাছাড়া, ভবিষ্যতে সে নিজেও একজন পুরুত হবার আশা রাখে। অবশ্যি একথা-ও সত্যি, ছেলেদের মধ্যে দুরন্তপনায় আর দুষ্টুমিতে তার জোড়া মেলাই ভার।

মা চ'লে গেলে এন্টিওকাস সব জিনিষপত্র গুছিয়ে রেখে ভাঁড়ারে চাবি দিয়ে বেরিয়ে পড়ল। গির্জার পাশেই বাগান। বাগানটা এক-কালে হয়তো বাগানই ছিল। কিন্তু এখন শেয়াল-কাঁটায় ভর্তি। দেখলেই গোরস্থান ব'লে মনে হয়।

এন্টিওকাসের মা গাঁয়ের এক কোনে ছোট্ট একটা হোটেলের মালিক। এন্টিওকাস কিন্তু গির্জা থেকে বেরিয়ে বাড়িতে মার কাছে ফিরল না। সটান চলল পুরুতঠাকুরের বাড়ি, রাজা নিকোডেমাস সম্বন্ধে শেষ সংবাদ সংগ্রহ করতে। এ ছাড়া আর একটা কারণও ছিল।

মা পলের জন্যে জলখাবার তৈরী করছিলেন, এন্টিওকাস সেখানে

পৌঁছেই অনুযোগের সুরে পুনরাবৃত্তি করলো, ‘পুরুতঠাকুর আমাকে বকেন, বলেন, আমি নাকি মন দিয়ে কাজপাট করি না। আমাকে উনি আর রাখবেন না হয়তো। খুব সম্ভব ইলাবিও পালিতসাকে নেবেন। কিন্তু ইলাবিও যে পড়তে পারে না? অথচ আমি লাতিন পর্যন্ত পড়তে পারি। আর ইলাবিও কী নোংরা, থু। আপনার কি মনে হয় বুড়ি-মা? পুরুতঠাকুর আমাকে ছাড়িয়ে দেবেন, না?’

মা গম্ভীরভাবে জবাব দিলেন, ‘পুরুতঠাকুর তোমায় মন দিয়ে কাজ-পাট করতে বলেছেন। ছাড়াবার কথা তো বলেননি। আর গির্জেয় কি অমন ক’রে হাসতে আছে?’

‘কিন্তু আজ ভারি চটেছেন পুরুতঠাকুর। খুব সম্ভব ঝড়ের জন্যে সারা রাত্তির তিনি ঘুমোননি। কী ঝড়! বাপ্‌প! নয় বুড়ি মা?’

মা কোনো উত্তর দিলেন না, খাবার ঘরে গিয়ে টেবিলে প্রচুর রুটি আর বিসকিট সাজিয়ে রাখলেন, প্রায় দশ বারো জন গণ্ডামার্কের খোরাক।

হয়তো পল এই খাবারের এক গ্রাসও ছোঁবে না, কিন্তু তবু তার জন্যে খাবার তৈরী করতে ব্যস্ত থেকে, এবং সে এসে ক্ষুধায় কাতর হ’য়ে ওঁর খাবার চাইবে, একথা ভেবে মা যেন একটু স্বস্তি পেলেন। মা তাঁর ক্লান্ত ভারী পা দুটো টেনে টেনে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন সারা ঘরময়, স্বতঃই তাঁর মনে হোলো, ব্যাপারটা বুঝি চুকে গেছে। কিন্তু আসলে এই মাত্র সবে শুরু।

পল বেদিতে দাঁড়িয়ে বলেছিল সবাই ভোরে ঘুম থেকে উঠবে, তারপর শুদ্ধ পবিত্র হ’য়ে দিনের যাত্রা শুরু করবে। পলের এই কথাগুলির অর্থ বুঝেছেন মা। তাই তিনি কেবলই ঘরময় অশান্ত হ’য়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, আর ভাবছেন, সত্যিই বুঝি তিনি যাত্রা শুরু করেছেন।

মা সিঁড়ি বেয়ে উপরে এলেন পলের ঘর গুছিয়ে রাখতে। কিন্তু সেই আয়না আর সুগন্ধি দ্রব্যগুলো আবার তাঁকে বিরক্ত ক'রে তুললো। তাঁর ভয়ও হোলো যেন। এই অভিশপ্ত আয়নার ভেতর থেকে যেন ভেসে উঠলো পলের চেহারা, মড়ার মতো ফ্যাকাশে আর কঠিন। পলের আলখিল্লাটা দেওয়ালে ঝুলছে,—পলের মৃতদেহটাই গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলছে বুঝি! নিঃশ্বাস বন্ধ হ'য়ে এলো মার। মনে হোলো, বুকের ভেতরে তাঁর হৃৎপিণ্ডটা জড়ো পংগু হ'য়ে গেছে!

বালিশের অড়টা এখনো পলের গত রাত্রিব চোখের জলে ভিজে রয়েছে। সেটাকে সন্তর্পণে সরিয়ে মা বালিশের উপর একটা পরিষ্কার অড় চাপা দিলেন। অকস্মাৎ তাঁর মনে হোলো, পুরুতদের বিয়ে করাই বা নিষিদ্ধ কেন?

এ চিন্তা মার জীবনে এই প্রথম।

মার মনে পড়লো আগনিসের প্রচুর ঐশ্বর্যের কথা। বিরাট অট্টালিকা, বাগান, ক্ষেত, মাঠ, কতো কী!

পরমুহূর্তেই মা ভয়ে গ্লানিতে এতোটুকু হ'য়ে গেলেন! ছি ছি! এ সব কী চিন্তা মনে স্থান দিয়েছেন তিনি! মা কোনো রকমে ও-ঘর থেকে ছুটে পালিয়ে গেলেন।

জীবনের পথে এগিয়ে চলার যাত্রা! সত্যিই তো, সেই ভোর থেকে মা কেবলই চলেছেন। কিন্তু এতটুকুও এগোননি, শুধু ঘুরে মরেছেন পলের চারিদিকে। মার মনে হোলো, মানুষ অনেক দূর এগিয়ে যায়, কিন্তু আবার সে ফিরে ফিরে আসে যেখান থেকে একদিন সে এগোতে শুরু করেছিল।

মা আবার নিচে নেমে আগুনের ধারে এণ্টিওকাসের পাশটিতে এসে বসলেন। এণ্টিওকাস এখনো নড়েনি! সে স্থির ক'রে এসেছে, সারা-

দিন প্রয়োজন হ'লেও সে এখানে ব'সে থাকবে, তারপর পুরুতঠাকুর ফিরে এলে তাঁর সঙ্গে একটা মিটমাট ক'রে ফেলবে।

এন্টিওকাস ব'সে আছে চুপচাপ, পায়ের উপর পা দিয়ে। হাত দুটি জানুতে সংবদ্ধ। এবার সে মাকে একটু ভৎর্সনা করার সুরে মন্তব্য করলো, 'মেয়েদের কাছে, 'স্বীকারোক্তি' শোনার সময় দেরী হ'লে আপনি পুরুতঠাকুরের জন্যে যেমন কফি নিয়ে যেতেন গির্জেয়, আজো তেমনি নিয়ে গেলেই পারতেন। দেখুন দিদিনি, এখন কতো খিদেই না পাবে!'

'কিন্তু কেমন ক'রে জানবো ব'লো, অমন তাড়াতাড়ি ডেকে নিয়ে যাবে? বুড়ো মরবে বোধ হয়।'

'ওই বুড়ো নাকি মরে! বুড়োর নাতীরা কিন্তু চায়, ভালোয় ভালোয় মরুক বুড়ো। টাকা পয়সা কিছু রেখেছে কিনা, তাই। কিন্তু বুড়োকে তো জানি, সে মরবে নাকি এতো তাড়াতাড়ি? হুঃ! একবার বাবার সংগে পাহাড়ের উপরে বেড়াতে গেছলাম। দেখলাম, বুড়ো একটা টিলার উপর বসে রোদ পোয়াচ্ছে। পাশে একটা কুকুর আর শিক্‌রে পাখী। আর কতো সব মরা জন্তুজানোয়ার! ভগবান বুঝি আমাদের এমনিভাবে বাঁচতে বলেছেন? যতো সব—'

'ভগবান তবে কি ভাবে বাঁচতে বলেছেন শুনি?'

'ভগবান বলেছেন, মানুষের মতো বাঁচতে। মাটি চষতে। আর টাকা-পয়সা লুকিয়ে না রেখে গরীবদুঃখীদের বিলিয়ে দিতে।'

ছোকরা এন্টিওকাস কথাগুলো পূর্ণবয়স্ক মানুষের দৃঢ়তা এবং স্থির বিশ্বাসের সংগেই বললো। মৃদু হাসলেন মা, কথাগুলি তাঁর অন্তরে দোলা দিয়েছে। যাই হোক এন্টিওকাস এমন বুদ্ধিমানের মতো কথা বলতে পেরেছে, তার কারণ, তাঁর পল শিখিয়েছে ওকে। কে ওদের

সবাইকে শিখিয়েছে ভালো হ'তে, জ্ঞানবান হ'তে, বুদ্ধিমান হ'তে? সে তাঁরই পন। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন মা। তারপর কফির কেৎলিটাকে গন্‌গনে আগুনের দিকে একটু সরিয়ে দেওয়ার জন্যে ঝুয়ে পড়ে বললেন, 'এন্টিওকাস, তুই তো মুনিঋষির মতো কথা বলছিস রে? আচ্ছা দেখবো, বড় হ'য়ে তুই কি করিস—তোর পয়সা কড়ি সব গরীবদুঃখীদের বিলিয়ে দিস কিনা।'

'দেখবেন, আমার সব কিছু আমি গরীবদুঃখীদের বিলিয়ে দেবো। আমি অনেক টাকা করবো। মা তার হোটেল থেকে অনেক টাকা রোজগার করে। আর বাবা বনের সেবেস্তাদার। সে-ও অনেক টাকা পায়। আমি টাকা পয়সা যা পাবো, সব গরীবদুঃখীদের বিলিয়ে দেবো। ভগবান আমাদের বিলিয়ে দিতে বলেছেন, আমাদের দরকার হ'লে তিনিই আবার জুটিয়ে দেবেন। আর বাইবেলেও তো বলেছে: পাখীরা চাষ করে না, পাখীরা ফসল তোলে না, তবু ভগবান তাদের দেন খাবার। রাজার মাথার মুকুটের চেয়েও কতো সুন্দর ওই বন-শালুকের মাথার টোপরটি।'

'সে কথা ঠিক, এন্টিওকাস, মানুষ যখন একলাটি থাকে, তখন সে তা পারে। কিন্তু যদি তার ছেলেমেয়ে থাকে, তখন?'

'রইলো বা ছেলেমেয়ে, তাতে কি? আর তাছাড়া, আমার ছেলে-মেয়ে হবে না কোনদিন। পুরুতদের হ'তে নেই যে!'

মা এন্টিওকাসের দিকে ফিরে তাকালেন। এন্টিওকাসের পাশের দিকটা মাকে দেখা যায়। ওর পেছনে উন্মুক্ত দোর আর বাইরের উঠোন, আলোকে উজ্জ্বল। লাল চামড়ার উপর স্পষ্ট দেখা যায় এন্টিওকাসের অংগ-প্রত্যংগের প্রতিটি রেখা। যেন ব্রোঞ্জের একখানা মুখ—টানা টানা কালো আঁখিপক্ষ্মগুলি। ওর দিকে তাকিয়ে অকারণেই মার কান্না পেয়ে গেল।

একটু বাদে মা জিগ্যেস করলেন 'সত্যিই কি তবে তুই পুরুত হ'তে চাস ?'

'যদি ভগবানের ইচ্ছে হয়।'

'পুরুতদের বিয়ে করতে নেই। আচ্ছা মনে কর, তোর যদি একদিন বিয়ে করতে ইচ্ছে করে ?'

'না, ইচ্ছে করবে না! ভগবান যে তা নিষেধ ক'রে দিয়েছেন।'

বালকের উত্তরে বিস্মিত হোলেন মা, বললেন, 'কে বলে ভগবান নিষেধ করেছেন ? নিষেধ করেছেন পোপ*।'

'পৃথিবীতে পোপই তো ভগবানের প্রতিনিধি।'

'কিন্তু আগের দিনে তো পুরুতেরা বিয়ে করতো। তাদের ছেলেমেয়ে, সংসার, সবই থাকতো। আজকালও তো প্রোটেস্টাণ্ট পাদরীরা বিয়ে করে ? তবে ?'

এণ্টিওকাস তর্কের ফলে একটু উষ্ণ হ'য়ে উঠলো, বললো, 'ওদের কথা আলাদা। আমাদের তো ওদের মতো হ'লে চলবে না ?'

মা তবু বলতে ছাড়লেন না, 'প্রাচীনকালে পুরুতরা…'

কিন্তু বালক এণ্টিওকাস এ সব কথা ভালো ক'রেই জানে। বললো, 'হ্যাঁ, প্রাচীনকালে পুরুতরা বিযে না ক'রে সংসারী হতেন, একথা সত্যি। কিন্তু তাঁরাই পরে একদিন সভা ডেকে এই প্রথা তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত করলেন। আর আইবুড়ো যুবারাই তখন বিয়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিলেন সব চেয়ে বেশি। ঠিকই করেছিলেন তাঁরা।'

'যুবারা।' আত্মগতভাবে কথাটা মা ফের উচ্চারণ করলেন, পরে বললেন, 'কিন্তু আইবুড়োরা তো বিয়ের সম্বন্ধে কিছুই জানতেন না।

* পোপ—রোমান ক্যাথলিক খৃস্টান ধর্মরাষ্ট্রের প্রধানতম পুরোহিত।

তাঁরা নিশ্চয় আরো বড় হ'য়ে তাঁদের এই প্রতিবাদের জন্যে একদিন অনুতাপ করেছিলেন। হয়তো তাঁদের অনেকে গিয়েছিলেন কুপথে।'

তারপর অস্ফুট গলায় বললেন মা, 'তাঁরাও হয়তো শেষ বয়সে বুড়ো পুরুতঠাকুরের মতোই নিজেদের ভুল বুঝতে পেরেছিলেন, হয়তো তাঁরা এ নিয়ে তাঁরই মতো তর্কও করতেন।'

কথাটা বলার সংগে সংগে সর্বাংগ শিউরে উঠলো মার। ঘরের মধ্যে প্রেতাত্মাটা এখনো আছে কিনা ভালো ক'রে দেখার জন্যে মা একবার ফিরে তাকালেন ঘরময়।

এন্টিওকাসের সারা মুখ গভীর ঘৃণায় সিটকে উঠলো। ঘরের মধ্যে 'ওই বুড়ো পুরুত ? ও ব্যাটা আবার পুরুত ছিল নাকি ? ছিল শয়তানের বাবা! তার হাত থেকে ভগবান আমাদের রক্ষা করুন। তার সম্বন্ধে কোনো কথা ভাবাও উচিত নয়।'

এন্টিওকাস ক্রুশের সংকেত করলো। তারপর আগের মতোই আবার গম্ভীর হ'য়ে বললো, 'আর, অনুতাপ ? আপনি কি ভাবেন, উনি—আপনার ছেলে—বিয়ে করেন নি ব'লে কোনদিন অনুতাপ করেন ?'

ওর এই কথাটা অত্যন্ত পীড়া দিল মাকে। তাঁর ইচ্ছা করলো, তিনি নিজের দুঃখ আর সংগ্রামের কিছু কিছু ওকে জানান, ওকে সাবধান করে দেন ওর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে। কিন্তু সেই সংগে আনন্দও হোলো ভারি। মনে হোলো, এই বালকের নিষ্পাপ বিবেক বুঝি তাঁর পীড়িত বিবেককে সান্ত্বনা দিচ্ছে, সাহস দিচ্ছে। মৃদুকণ্ঠে মা প্রশ্ন করলেন, 'তবে আমার পল কি বলে ? বলে, পুরুতদের বিয়ে করা অন্যায় ?'

'তিনি যদি না বলবেন, তবে কে বলবে শুনি ? তিনি কি আপনাকে একথা কোনদিন বলেন নি ? পুরুতের পাশে তার বউ, আর কোলে একটা বাচ্চা—আহা কী ছিরিই না খুলবে গো!

হয়তো পুরুতঠাকুরের উপাসনায় যাবার সময় হোলো, অমনি বাচ্চা দিল ভ্যা ক'রে কেঁদে। পুরুতঠাকুরও অমনি তাকে কোলে নিয়ে বসলেন। ভারি মজা! আচ্ছা ভাবুন তো, আপনার ছেলের বগলে একটা বাচ্চা, পায়ের পাশে দাঁড়িয়ে আর একটা, কেমনটি মানাবে তাঁকে?'

মা নিষ্প্রভভাবে ঈষৎ হাসলেন। কিন্তু তাঁর চোখের সুমুখে ভেসে উঠলো সুন্দর সবল একটি শিশু, সারা বাড়িময় ছুটোছুটি ক'রে বেড়াচ্ছে। মার বুকের ভেতরটা যেন মোচড় দিয়ে উঠলো।

এণ্টিওকাস নিজের রসিকতায় হেসে উঠলো হো হো ক'রে। তার কালো চোখের তারা আর শাদা দাঁতের পাঁতি বাদামী মুখের উপর ঝিলিক দিয়ে গেলো। মার মনে হোলো, এ হাসিতে নিষ্ঠুর কিছু মেশানো আছে বুঝি।

এণ্টিওকাস ব'লে চললো, 'পুরুতের বউ, সে-ও একটি মজার জিনিষ। পুরুত আর পুরুতের বউ, ওরা দু'জন যখন বেড়াতে বেরুবে, তখন পেছন থেকে ওদের দু'জনকে দেখলে মনে হবে, দুটি মেয়ে যেন হেঁটে চলেছে। আর ঐ মেয়েটাও কি আর পুরুতের কাছে 'স্বীকারোক্তি' করবে নাকি? আশেপাশে যদি অন্য কোনো পুরুত না থাকে, তখন মেয়েটারই বা দশা কি?'

'কিন্তু পুরোহিতের মা-ই বা কি করে? আমিই বা কার কাছে 'স্বীকারোক্তি' করব?

'মার কথা আলাদা। আর তাছাড়া, কাকেই বা আপনার ছেলে বিয়ে করতে পারেন? এমন মেয়ে কেই বা আছে? রাজা নিকো-ডেমাসের নাতনী বুঝি?'

আবার এণ্টিওকাস খুশিতে হাসতে লাগলো। কারণ, রাজা নিকো-ডেমাসের নাৎনী হ'চ্ছে এ গ্রামের মধ্যে সব চেয়ে বেচারা মেয়ে। খোঁড়া আর হাবা। কিন্তু পরমুহূর্তেই গম্ভীর হ'য়ে উঠলো এণ্টিওকাস।

মা যেন নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই বলতে বাধ্য হোলেন, 'কেন, আগনিস ?'

কিন্তু এন্টিওকাস প্রতিবাদ করলো, 'ইস, মেয়েটা দেখতে ভারী কুচ্ছিত। আমার মোটেই ভালো লাগে না ওকে। আর উনি-ও পছন্দ করেন না, আমি জানি।'

এবার কিন্তু মা আগনিসের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হ'য়ে উঠলেন। পাছে এন্টিওকাস ছাড়া আর কেউ শুনতে পায়, তাই তিনি গলাটাকে যথাসম্ভব মৃদু ক'রে বলতে লাগলেন, আগনিসের গুণের কথা।

এন্টিওকাস তেমনি ব'সে রইলো,—জানু দুটো দু'হাতের মধ্যে ধ'রে। মাঝে মাঝে প্রতিবাদে সে জোরে জোরে মাথা দোলাতে লাগলো এবং পাকা চেরীর মতো নিচের লাল ঠোঁটটাকে ঘৃণায় ফুলিয়ে তুললো। অবশেষে ভয়ানকভাবে মাথা নেড়ে বলতে লাগলো, 'না না, ওকে আমার এতোটুকুও ভালো লাগে না। কুচ্ছিত, বুড়ী, তার আবার দেমাক! আর—'

এন্টিওকাসের কথা শেষ হবার আগেই দালানে কার পায়ের শব্দ শোনা গেল। দু'জনেই উঠে দাঁড়ালেন, নীরবে।

ছয়

পল খাবার টেবিলে এসে ব'সে পাশের চেয়ারে টুপীটা খুলে রাখলো। মা তার পেয়ালায় কফি ঢালছিলেন, সে শান্তকণ্ঠে প্রশ্ন করলো, 'চিঠিটা দিয়ে এসেছ ?'

মা মাথা নেড়ে রান্নাঘরের দিকে অংগুলি-সংকেত করলেন, পাছে এন্টিওকাস শুনতে পায়।

'কে ওখানে ?'

'এন্টিওকাস।'

পল হাঁকলো, 'এন্টিওকাস!'

এক লাফে এন্টিওকাস এসে হাজির। হাতে টুপী। যেন একরত্তি একটা সৈনিক।

পল বললো, 'শোনো এন্টিওকাস, বুড়োটাকে খুব ক'রে তেল মালিশ দিতে হবে। তুমি একখুনি গির্জায় গিয়ে যোগাড়যন্তর সব ক'রে ফেলো, কেমন?'

খুসিতে এন্টিওকাসের মুখে ভাষা যোগালো না। এন্টিওকাস ছুটে উধাও হবার জন্যে উদ্যত হোলো। পল বললো, 'দাঁড়াও। খেয়েছো কিছু?'

'কিছুই খেতে চায় না ও। আমি তো কতো ক'রে বলেছি।' মা বললেন। পল হুকুম করলো, 'এসো, বসো এখানে। ওকে কিছু এনে দাও মা।'

এর আগেও বহুবার এন্টিওকাস তার পুরোহিতের টেবিলে এসে বসেছে। তাই অকুন্ঠিতভাবে সে পলের আদেশ পালন করলো। তার হৃৎপিণ্ডের গতিটা অত্যন্ত প্রবল হ'য়ে উঠছে। এন্টিওকাস কেমন যেন অনুভব করলো, তার অবস্থার কোনো পরিবর্তন হ'য়েছে। নইলে পুরোহিত ঠাকুর আজ তার সংগে যে ভাবে কথা বলছেন, তা যেন অন্য দিনের মতো নয়। কি কারণে কেমন ক'রে যেন এন্টিওকাস অনুভব করলো, পুরোহিতের ব্যবহারের মধ্যে কী একটা পার্থক্য রয়েছে।

এন্টিওকাস পলের মুখের দিকে তাকালো মিশ্রিত ভয়ে ও আনন্দে। যেন এর আগে সে ওকে কখনো দেখেনি। আতংক, আনন্দ, কৃতজ্ঞতা, আশা, গর্ব, কতশতো নতুন অনুভূতিতে এন্টিওকাসের হৃদয় পরিপূর্ণ হ'য়ে উঠলো। মনে হোলো, ওর মনটা যেন একটা পাখীর ছোট্ট বাসা, সেখানে কতো উষ্ণ তুলতুলে পালকগুলো পাখীর ছানা-

গুলো উড়ে বেরিয়ে পড়ার জন্যে তাদের কচি পাখাগুলিকে মেলে ধরেছে!

পল বললো, 'তারপর দু'টোর সময় পড়তে আসবে, বুঝলে? এবার লাতিনটা ভালো ক'রে তোমায় শিখতে হবে। আমি তোমার জন্যে নতুন করে ব্যাকরণ লিখে দেব। আমার যে ব্যাকরণ আছে, সেটা বড়ো সেকেলে হয়ে গেছে।'

এণ্টিওকাস খাওয়া বন্ধ ক'রে খুব মন দিয়ে পলের কথাগুলো শুনলো; কেন বা কি কারণে তার লাতিন শেখা এখন একান্ত দরকার, সে বিষয়ে কোনো খোঁজ নিলো না।

পল ঈষৎ হেসে ওর দিকে তাকালো, তারপর মুখ ফিরিয়ে নিলো জানলার বাইরে। জানলার অবকাশে দেখা যায়, স্বচ্ছ আকাশের কোলে গাছগুলো বাতাসে দুলছে। স্পষ্ট বোঝা যায়, অন্যমনস্ক হ'য়ে পড়েছে পল।

এণ্টিওকাসের মনটা আবার খারাপ হ'য়ে গেল, মনে হোলো, তার চাকরি গেল বুঝি। সে টেবিলক্লথের উপর থেকে রুটির টুকরোগুলো নিঃশেষে ঝেড়ে ফেলে, তোয়ালেটাকে ভাঁজ ক'রে রেখে পেয়ালাগুলো নিয়ে এলো রান্না ঘরে। ধুতে বসলো। বাসন ধুতে বা মাজতে এণ্টিওকাস খুবই পটু। কারণ তার মার হোটেলে একাজ সে প্রায়ই করে। কিন্তু পলের মা ওকে ধুতে দিলেন না, ওকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে কানে কানে বললেন, 'তুই বরং গির্জেয় গিয়ে কাজটা চটপট ক'রে সেরে ফেলগে যা।'

এণ্টিওকাস এক দৌড়ে ওখান থেকে বেরিয়ে পড়লো। কিন্তু সটান গির্জায় না গিয়ে একবার তার মার কাছে এসে তাকে সাবধান ক'রে দিলো, 'পুরুতঠাকুর আসবেন এখানে। ঘরদোর ঝেড়ে মুছে সব তকতকে ক'রে রেখো কিন্তু।'

ইতিমধ্যে পলের মা আবার খাবার ঘরে ফিরে এলেন। পল একটা খবরের কাগজ সামনে ধ'রে চুপচাপ ব'সে আছে। সাধারণত সে যখন ঘরে থাকে, তখন সে নিজের ঘরে এসে-ই বসে। কিন্তু আজ সকালে নিজের ঘরে যেতে কেমন যেন তার ভয় করছে।

পল ব'সে ব'সে খবরের কাগজ পড়ার ভান করলেও তার মন ছিল অন্যত্র। সে ভাবছে, সেই মুমূর্ষু বৃদ্ধ শিকারীর কথা। বৃদ্ধ ওকে একদিন বলেছিল, সে লোকজনের সংসর্গ ছেড়ে একলা ওই পাহাড়ের গুহায় থাকে, কারণ, লোকগুলো এক একটি শয়তান। তারা আবার ঠাট্টা ক'রে ওকে নাম দিয়েছে: রাজা। তারা যিশুখৃস্টেরও নাম দিয়েছিল ইহুদির রাজা।

কিন্তু নিকোডেমাসের কথাগুলো ভাবতে ভালো লাগলো না পলের। সে ভাবতে চেষ্টা করলো এন্টিওকাস আর তার বাপ-মার কথা। এন্টিওকাস অবুঝের মতো পুরোহিত হবার কল্পনাতে বিভোর হ'য়ে থাকে রাতদিন। তার বাপ-মা-ও তাকে এ বিষয়ে বড়ো একটা বাধা দেয় না, বরং দেয় প্রশ্রয়। তাই পল স্থির করেছে, ও তাদের জিজ্ঞাসা করবে, ছেলের পুরোহিত হবার কঠিন অর্থটা তারা ভালো ক'রে বুঝেছে কিনা। কিন্তু এ সম্বন্ধেও মাথা ঘামাতে ভালো লাগলো না পলের। আসলে সে চায়, তার নিজের চিন্তাগুলোর হাত থেকে কোনো রকমে অব্যাহতি পেতে। তাই মা ঘরে আসতেই সে মাথা নত ক'রে কাগজ পড়ার ভান করলো। কারণ, সে জানে তার মনের আনাচে-কানাচে কিসের চিন্তাগুলো এখন জটলা ক'রে মরছে, তা আন্দাজ করতে পারে কেবল মাত্র তার মা।

পল শুধু মাথা নত ক'রে ব'সে রইলো। তার ঠোঁটের ডগায় যে প্রশ্নটা বারে বারে এসে জাগলো, সেটাকে সে কোনোমতে সংযত করলো। আগনিস তো তার চিঠি পেয়েছে। এর পরে আর জানবার

কী-ই বা থাকতে পারে? সে তো তার নিজের কবর রচনা শেষ করেছে নিজের হাতে—জীবন্ত সমাধি লাভ করেছে মাটির তলায়। কিন্তু তবু কবরের উপরের মাটিটা তার বুকের উপর এমন পাষাণের মত চেপে বসেছে কেন?

টেবিলটা পরিষ্কার করতে লাগলেন মা, প্রত্যেকটি জিনিষ এক এক ক'রে তুলে রাখলেন পাশের তাকে। ঘরখানা নীরব নিঃসাড়। বাইরের ঝোপে পাখীর কিচিমিচি এবং পথের ধারের পাথর ভাঙার শব্দ, সমস্তই সুস্পষ্টভাবে ভেসে আসছে। পলের মনে হোলো, পৃথিবীর অন্তিম মুহূর্ত ঘনিয়ে এসেছে বুঝি।

পল প্রতিদিনের মত তার কফি আর বিসকিট খেয়েছে। এখন সুদূর জগতের সংবাদ নিয়ে সে ব্যস্ত! বাইরে থেকে বোঝার উপায় নেই যে, অন্যান্য দিনের থেকে আজকের দিনটির পার্থক্য আছে কোনো। কিন্তু তবু মার মনে হ'লো পল বুঝি অন্যান্য দিনের মতো উপরে তার নিজের ঘরে গিয়ে দোর বন্ধ ক'রে বসলেই ভালো করতো। আর তাছাড়া, তাঁর মনে হোলো, যে কাজে পল ওঁকে পাঠিয়েছিল, সে সম্বন্ধে কোনো কথাই বা সে জিজ্ঞাসা করছে না কেন? মা পেয়ালা একটা হাতে নিয়ে একবার রান্নাঘরের দরজা পর্যন্ত গেলেন, তারপর আবার ফিরে এসে ওর টেবিলের পাশে দাঁড়ালেন। বললেন, পল, আমি চিঠিটা আর কাউকে দিইনি। তার নিজের হাতেই দিয়ে এসেছি। সে ঘুম থেকে উঠে পোষাক ছেড়ে বাগানে বেড়াচ্ছিল।'

'বেশ তো।' পল খবরের কাগজ থেকে চোখ না তুলেই উত্তর দিল।

কিন্তু তবু মা নড়লেন না, আরো কিছু যেন বলতে চান। তাঁর নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে, পলের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কি একটা প্রবলতর শক্তি যেন তাঁকে তাড়া দিচ্ছে। মা একবার গলাটা পরিষ্কার ক'রে নিলেন।

পেয়ালার তলায় আঁকা একটা জাপানী দৃশ্যের দিকে একবার তাকালেন। কফি লেগে লেগে ছবির রঙটা গেছে চ'টে। তারপর ধীরে ধীরে মা আবার শুরু করলেন।

'খুব ভোরেই উঠেছে ও। আমি যখন গেলাম, তখন বাগানে বেড়াচ্ছিল। সটান তার কাছে গিয়ে তার হাতেই দিলাম চিঠিটা। কেউ দেখেনি। চিঠিটা নিয়ে দেখলো, তারপর আমার মুখের দিকে একবার তাকালো। খুললো না। বললাম, উত্তর দিতে হবে না। আমি চ'লে আসব পা বাড়িয়েছি, বললো, দাঁড়ান একটু। তারপর চিঠিটার মধ্যে যেন গোপনীয় কিছুই নেই এমনি একটা ভাব দেখাবার জন্যে খুললো চিঠিটা। চিঠি প'ড়েই চিঠির কাগজের মতোই ফ্যাকাসে হ'য়ে গেলো। তারপর আমার দিকে ফিরে বললো, যান আপনি।'

পল কাগজ থেকে মুখ না তুলেই তীক্ষ্ণকণ্ঠে চীৎকার ক'রে উঠলো, 'চুপ করো!'

মা দেখলেন, নত চোখের পাতাগুলি তার কেঁপে উঠলো, সারা মুখখানা হ'য়ে গেল আগুনিসের মুখের মতই বিবর্ণ। মুহূর্তের জন্য মার মনে হোলো, বুঝি মূর্ছিত হ'য়ে পড়বে পল। কিন্তু আবার ধীরে ধীরে তার মুখে রক্ত ফিরে এলো। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন মা। এই মুহূর্তগুলি ভয়ানক। তবু উপায় কি; সাহসের সংগে এগুলির সম্মুখীন হতেই হবে! মার যেন ইচ্ছা করলো, তিনি আকুলকণ্ঠে অন্ততপক্ষে একটিবার বলেন, এ তুই কী করলি বাবা? নিজেও আঘাত পেলি, তাকেও আঘাত দিলি! কেন এমনটি করলি তুই?

কিন্তু কোনো কথা তাঁর মুখ দিয়ে বেরোলো না। পল সজোরে মাথাটা তুলে ক্রুদ্ধদৃষ্টিতে মার দিকে একবার তাকালো, পরে রূঢ়কণ্ঠে বললো, 'চুপ করো, চপ করতে বলছি, শুনতে পাচ্ছ না? এ সম্বন্ধে

কোনো কথা আমি শুনতে চাইনা। একটি কথাও না! নইলে, দেখো, আমি এখান থেকে সব ছেড়ে চ'লে যাবো!'

সংগে সংগে পল উঠে দাঁড়ালো এবং উপরে নিজের কামরায় না গিয়ে আবার ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লো।

মা পালিয়ে এলেন রান্নাঘরে, তখনো তাঁর কম্পিত হাতে পেয়ালাটা ধরা রয়েছে। পেয়ালাটাকে তিনি টেবিলের এককোণে রেখে চুল্লীর ওপর ভর ক'রে অগাধ বেদনা ও ক্লান্তিতে যেন ভেঙে পড়লেন। তিনি জানেন তাঁর পল চিরদিনের জন্যে চ'লে গেছে। যদিবা সে ফিরে আসে, তখন সে আর ওঁর পল আসবে না! আসবে অশুভ কামনাগ্রস্ত একটা মানুষ, একটা চোর, যে-অপরাধ করার জন্যে সুযোগের প্রতীক্ষায় রয়েছে।

আর, সত্যি, পল তার বাড়ি থেকে পালিয়েছে ভয় পেয়েই। পাছে তাকে তার নিজের ঘরে যেতে হয়, এই ভয়েই সে ঝড়ের মতো বাড়ি থেকে পথে বেরিয়ে পড়েছে। কেবলই তার মনে হয়েছে—হয়তো আগনিস চুপি চুপি সবার অলক্ষ্যে ওদের বাড়িতে ঢুকে ওর জন্যে ওর ঘরটিতে ব'সে অপেক্ষা করছে। হয়তো ফ্যাকাসে বিবর্ণ মুখখানি, তার হাতে ওরই চিঠি।

পল ঘর থেকে পালিয়েছে, কেবল নিজের কাছ থেকে পালিয়ে বাঁচতে। কিন্তু দুর্বার একটা আবেগ যেন তাকে গত রাত্রির ঝড়ের চেয়েও প্রবলভাবে ঠেলে নিয়ে চলেছে।

উদ্দেশ্যহীনভাবে সে মাঠ পেরিয়ে চললো, তারপর একটা নির্জীব বস্তুর মতো আগনিসের বাড়ির দেওয়ালে প্রতিহত হ'য়ে ফিরে এলো গির্জার প্রাংগনে। এখানে নিচু আলিসার উপর সারা বেলা ব'সে আছে বুড়োরা, ছেলেরা, ভিখারীরা। পল জানলো-ও না, সে কেমন ক'রে এলো। ওখানে-ও সে একটুক্ষণ দাঁড়ালো, অন্যমনস্কভাবে ওদের

সংগে বললো, দু' চারটা কথা তারপর খাড়া ঢালু পথ বেয়ে নেমে গ্রাম থেকে চ'লে গেল উপত্যকার দিকে।

পথের দু'দিকের কিছুই ওর চোখে পড়লো না। সামনের মাঠ আর আকাশ যেন বিলুপ্ত হ'য়ে রইলো। সারা পৃথিবীটা যেন হ'য়ে গেছে ওলট পালট। পড়ে আছে বিশৃংখল পাহাড়-পর্বত আর স্তূপীকৃত ধ্বংসাবশেষ। ছেলেরা যেমন ক'রে পাহাড়ের মাটিতে শুয়ে পাহাড়ের চূড়ো থেকে উঁকি দিয়ে দেখে খাদের গভীর তলদেশ, পল-ও যেন তার চারিদিকে তেমনি একটা ভয়ংকর দৃশ্য দেখছে।

আবার পাহাড়ের পথ বেয়ে সে গির্জার দিকে ফিরে চললো। সমস্ত গ্রামখানি মনে হোলো জনশূন্য, পরিত্যক্ত। এখানে ওখানে ফলের বাগানের প্রাচীরের উর্ধ্বে দেখা যায় পাকা ফলের ভারে অবনত দু' চারটা নাসপাতির গাছ। শরতের স্বচ্ছ আকাশে শাদা মেঘের টুকরোগুলি ভেসে চলেছে, যেন নিরীহ মেষের পাল। একটা বাড়ি থেকে শোনা যাচ্ছে শিশুর কান্না। অপর একটা বাড়ি থেকে ভেসে আসছে তাঁতের মাকুর ঠকঠক শব্দ।

গ্রামের চৌকিদার আসছে গাঁয়ের পথ ধ'রে। সংগে দড়িতে বাঁধা একটা কুকুর। এই চৌকিদারই হ'চ্ছে এ গ্রামের একমাত্র সরকারী কর্মচারী। পুলিশ আর মোড়ল দুয়েরই কাজ করে সে। বহুবর্ণের বিচিত্র পরিচ্ছদ। গায়ে একটা রঙচটা ভেলভেটের তৈরী শিকারীর কুর্তি। পরণে লাল রঙের ডোরা-টানা সরকারী পায়জামা। কুকুরটার চেহারা বিরাট, লাল আর কালোয় মেশানো রঙ, জলজলে লাল চোখ। যেন সিংহ আর নেকড়ের মাঝামাঝি একটা জানোয়ার। এ গ্রামের সব লোক, চাষা, রাখাল, শিকারী, চোর, ছেলেমেয়ে সবারই আতঙ্ক ওই কুকুরটা। তাই চৌকিদার কুকুরটাকে রাত্রিদিন নিজের পাশে পাশে রাখে, পাছে কেউ বিষ দেয়, এই ভয়।

কুকুরটা পল-কে দেখে একবার ঘেউ ঘেউ ক'রে উঠলো, কিন্তু পরক্ষণে মনিবের কাছে ইংগিত পেয়ে মাথা নিচু ক'রে চুপ ক'রে গেলো। চৌকিদার পুরোহিতের সম্মুখে দাঁড়িয়ে সামরিক কায়দায় সেলাম জানালো,- তারপর গম্ভীরমুখে বললো,—

'আজ সকালে রোগীটাকে দেখতে গেছলাম বাবু। দেখলাম গায়ে জ্বর বেদম। নাড়ীর বেগও একশ' দুই। অমি আর কি জানি বাবু। তবে, আমার মতে, লোকটার কোমরের জ্বালাও আছে। তার নাতনীটা তো বলে কুইনীন দিতে।'

এ গ্রামের জন্যে সরকার থেকে যে ওষুধ-পত্র দেওয়া হয়, তা থাকে এই চৌকিদার তথা মোড়লের হেপাজতে। তাই ওর কর্তব্যের বাইরে হ'লেও ও নিয়মিতভাবে রোগীদের বাড়ী যাতায়াত করে, এমন একটা ভাব দেখায় যেন ডাক্তারের কাজটাই ও করছে। ডাক্তার এ গাঁয়ে আসেন সপ্তাহে মাত্র দুবার।

চৌকিদার একটু থেমে আবার বললো, 'বললাম মেয়েটাকে, অতো তাড়াহুড়ো ক'রো না খুকী। আমি মুখ্যু মানুষ, তবে আমার মনে হয়, ওর এখন কুইনিনের দরকার নেই। এখন অন্য কিছু ওষুধ দিতে হবে। মেয়েটা তো ভ্যাক ভ্যাক ক'রে কাঁদতে লাগলো। বেটির চোখে কিন্তু জল নেই এক ফোঁটা। তার ইচ্ছা, আমি ছুটে গিয়ে ডাক্তারবাবুকে ডেকে আনি। বললাম, কাল রোববার আছে, ডাক্তারবাবু তো এমনি আসবে। আর যদি অমন তাড়াহুড়ো করো, তবে অন্য কাউকে পাঠাও ডাক্তার ডাকতে। আমার সময় নেই বাপু। তা, মরবার বেলা ডাক্তারকে টাকাপয়সা দেওয়ার মতো খ্যামতা আছে বুড়ার। সারা জীবন তো এক পয়সা-ও খরচ করেনি! ঠিক বলেছি কিনা, আপনি বলুন।'

চৌকিদার পুরোহিতের সমর্থনের জন্যে গম্ভীর মুখে অপেক্ষা

করতে লাগলো। পল কিন্তু কোনো উত্তর দিল না। সে দেখছিল কুকুরটাকে। কুকুরটা মনিবের আদেশ পেয়ে বেশ শান্ত-শিষ্ট হ'য়ে গেছে। পল ভাবছিল, 'আমরাও যদি আমাদের সকল কামনাকে এমনি দড়ি দিয়ে বেঁধে আটকে রাখতে পারতাম।'

তারপর পল অন্যমনস্কভাবে জোর গলায় বললো, হ্যাঁ, কাল ডাক্তার আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করলেই পারে বুড়ো। অবশ্যি অবস্থাটা খুবই খারাপ।'

চৌকিদার পলের ঔদাসীন্যের দিকে বিশেষ মন দিল না, সে তেমনি দৃঢ় গলায় বললো, 'তা হ'লে চটপট ডাক্তার ডাকাই ভালো। বুড়া টাকা পয়সা খরচ করতে পারে। সে তো আর পথের ভিখারী নয়! তবে ওর ওই নাতনীটা, সে বেটী আমার কথাই শুনলো না! আমি নিজে বুড়ার জন্যে একটা ওষুধ ক'রে দিয়ে এসেছিলাম, তাও দেয়নি।'

আগে বুড়োর প্রায়শ্চিত্তের দরকার।' পল বললো।

'কিন্তু আপনি যে সেদিন আমাকে বললেন, খালি পেটে না থাকলেও পেরোচ্চিত্তির করা যায়?

এবার পল বিরক্ত হ'য়ে উঠলো, 'তাহ'লে বুড়ো হয়তো নিজেই ওষুধ খেতে চায়নি।'

চৌকিদার তবু ছাড়লো না, তাচ্ছিল্যের সংগে বললো. 'আর ওর নাতনী? আমি মুখ্যু মানুষ, আমার যা ধারণা; আমাকে ডাক্তার আনার জন্যে হুকুম করাটাই বা কেন? আমি কি তার বাবার চাকর? যতো হ'লেও সরকার বাহাদুরের নোকর তো আমি! এ তো আর অপঘাত নয় যে আমাকে ছুটে আসতে হবে? আমার কতো কাজ! এখন আবার নদী পেরিয়ে ওপারে যেতে হবে। কে নাকি মাছ ধরার জন্যে পুকুরে ডিনামাইট পুঁতেছে।. আপনার দিব্যি বাবু।'

চৌকিদার পুনরায় সামরিক কায়দায় সেলাম ঠুকে' কুকুরটাকে টেনে নিয়ে বিদায় হোলো। কুকুরটা যেন তার মনিবের চাপা ঘৃণাটার আভাস পেয়ে ভয়াবহ ভাবে লেজ দোলাতে লাগলো, পলের দিকে একবার মুখ ফিরিয়ে ভয়ংকর চোখ দুটোকে পাকিয়ে তাকে ধমকও দিলো যেন। কিন্তু কোনো শব্দ করলো না।

বুড়োর জন্যে মালিশের সব ব্যবস্থা ক'রে এন্টিওকাশ গির্জার উঠানের প্রাচীরে চ'ড়ে পুরোহিতের প্রতীক্ষা করছিল এল্‌ম্ গাছের ছায়ায় ব'সে। পল-কে আসতে দেখেই সে একদৌড়ে গির্জার ভাঁড়ারে এসে পুরোহিতের পোষাকটা হাতে নিয়ে দাঁড়ালো। তারপর কয়েক মিনিটের মধ্যেই প্রস্তুত হয়ে নিলো দু'জনে।

পলের পরণে সাদা পোষাক। আর এন্টিওকাসের মাথা থেকে পা পর্যন্ত লাল। পল রূপোর তৈলপাত্রটি হাতে নিয়ে চলেছে। এন্টিওকাস তার মাথায় ধরেছে সোনার ঝালর দেওয়া গরদের ছাতা—পাছে পুরোহিতের গায়ে বা তেলের বাটিতে রৌদ্র লাগে, তাই। এন্টিওকাস চলেছে পলের পাশে পাশে, পুরোহিতের শাদা-কালো মূর্তির পাশে সূর্যালোকে তাকে দেখাচ্ছে আরো ঝকঝকে উজ্জ্বল।

এন্টিওকাসের মুখখানা করুণ গাম্ভীর্যে ভ'রে উঠেছে। এই পবিত্র তৈল রক্ষার দায়িত্বটি বিশেষ ক'রে তারই উপর ন্যস্ত হ'য়েছে, একথা ভেবেই সে অত্যন্ত অভিভূত হয়ে পড়েছে যেন। কিন্তু তবু ওদের আসতে দেখে বুড়োদের আলিসা থেকে হুড়মুড় ক'রে নেমে পড়ার দৃশ্যটা ভারী কৌতুকজনক লাগলো তার। ছেলেরাও সব তাড়াতাড়িতে ভুল ক'রে পুরোহিতের দিকে মুখ করে হাঁটু গেড়ে না ব'সে বসেছে প্রাচীরের দিকে মুখ ক'রে। এন্টিওকাস উদ্যত হাসিটাকে কোনো মতেই চাপতে পারলো না। অবশেষে দাঁত বের ক'রে সে হাসলো।

এন্টিওকাস পথের পার্শ্ববর্তী অধিবাসীদের সতর্ক ক'রে দেওয়ার জন্যে

ঘণ্টা নাড়ছে। ছেলেগুলো সব দল বেঁধে ছুটছে তার পিছু পিছু। কুকুরগুলো ঘেউ ঘেউ ক'রে উঠলো। তাঁতীরা তাঁত চালানো বন্ধ করলো, মেয়েরা সবাই মাথা গলালো জানলার ফাঁকে ফাঁকে। সারা গ্রামের মধ্য দিয়ে যেন দুর্বোধ্য একটা উত্তেজনার তড়িৎ প্রবাহ খেলে গেল একটি মুহূর্তে।

একটি মেয়ে মাথায় জলের কলসী নিয়ে ফিরছিল ঝর্ণা থেকে। সে মাটিতে কলসী রেখে কলসীর পাশেই ভক্তিভরে নতজানু হ'য়ে বসলো। মুহূর্তে বিবর্ণ হ'য়ে গেলো পল। মেয়েটি আগনিসের বাড়ীর ঝি। একটা দুর্বোধ্য আতংকে শিউরে উঠলো সে, একটু সাহায্যের আশায় বুঝি নিজের অজ্ঞাতে দুই হাতের মধ্যে রৌপ্যপাত্রটাকে সজোরে চেপে ধরলো।

ওরা শিকারীর বাসস্থানের যতো কাছে আসছে, ওদের পেছনে ছেলেদের ভীড়ও বেড়ে উঠছে ততো। রাস্তা থেকে একটু ছাড়িয়ে এসে উপত্যকার দিকে শান দিয়ে তৈরী দোতলা ছোটো একটা বাড়ী। বাড়িতে একটি মাত্র জানলা। উঠান ঘেরা নিচু দেওয়াল দিয়ে।

ঘরের দরজা খোলা। পল জানে, নিচের একটা কামরায় মাদুরের উপর শুয়ে আছে বুড়ো। সম্ভবত, ভালো ক'রে কাপড় চোপড় পরানো হ'য়েছে তাকে।

পল রোগীর জন্যে প্রার্থনার মন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে ঘরের মধ্যে ঢুকলো। এন্টিওকাস ছাতাটা বন্ধ ক'রে ছেলেদের ভাগাবার জন্যে প্রবলবেগে ঘণ্টা বাজাচ্ছে। ওরা যেন ছেলে নয়, মাছি!

পল ঘরে ঢুকে দেখলো, কেউ নেই সেখানে, মাদুরটা খালি পড়ে আছে। পল বুঝলো, বুড়ো তা হ'লে মরার সময় বিছানায় শুতে রাজি হয়েছে! ভালোই।

পল অন্দরের দিকের একটা ঘরের দরজা ঠেলে খুললো, কিন্তু

দেখলো, সে-ঘরখানা-ও শূন্য। বিস্ময় বিমূঢ় হ'য়ে পল দোরের কাছে ফিরে এলো, দেখলো বুড়োর নাতনী একটা বোতল হাতে নিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে রাস্তা দিয়ে হেঁটে আসছে। সে ওষুধ আনতে গিয়েছিল বুঝি।

মেয়েটা বাড়ির দুয়ারে এসে ঘরে ঢুকবার আগে একবার ক্রসের চিহ্ন করলো। পল জিজ্ঞাসা করলো ; তোমার দাদু কই ?'

মেয়েটা শূন্য মাদুরের দিকে একটিবার তাকিয়েই আর্তনাদ ক'রে উঠলো। কুতূহলী ছেলের দল নিমিষে পিল পিল করে ছেয়ে গেলো চারিদিকে, দেওয়ালের উপরে, দোরের ওদিকে, হেথা হোথা। এমন কি, এন্টিওকাস ওদের ঢুকতে বাধা দিলে ওর সংগে দু'একজন বিনা দ্বিধায় লড়াই পর্যন্ত বাধিয়ে দিলো।

নাতনী সারা বাড়িময় ছুটোছুটি ক'রে পাগলের মতো চীৎকার করতে লাগলো, 'কোথা গেলো দাদু ? ..দাদু কোথা গেলো ?...'

এমন সময় একটি ছেলে এগিয়ে এলো। সে এইমাত্র ছেলেদের দলে এসে দাঁড়িয়েছে। পাযজামার দুটো পকেটে হাত দুটো ঢুকিয়ে সে নির্লিপ্ত ভাবে প্রশ্ন করলো, 'আপনারা রাজাকে খুঁজছেন ? সে তো—হু-ই হোথা !

'কোথা ?'

'হু-ই হোথা। নিচে।' ছেলেটি তবাই-এর দিকে আঙুল দিযে দেখালো।

মেযেটা খাড়া ঢালু রাস্তা ধরে খোঁড়াতে খোঁড়াতে চললো ছুটে। তার পেছনে পেছনে ছুটলো ছেলের দল !

পল এন্টিওকাসকে ছাতাটা আবার খুলতে বললো। তারপর নীরবে গম্ভীর মুখে তারা দু'জনেই বাড়ি ফিরে এলো। গ্রামের লোকেরা সব বিস্মিত হ'য়ে জটলা করতে লাগলো দলে দলে।

রোগীর এই পলায়নের কাহিনী ছড়িয়ে প'ড়লো মুখ থেকে মুখান্তরে।

সাত

আবার পল তাদের নিস্তব্ধ খাওয়ার ঘরটিতে ফিরে এসে টেবিলের ধারে বসলো। মাও রয়েছেন এখানে। সৌভাগ্যের বিষয়, এখন কথা বলার মতো একটা বিষয় পাওয়া গেছে, রাজা নিকোডেমাসের পলায়ন-কাহিনী।

পল ত্বরিতে রৌপ্যপাত্র এবং অনুষ্ঠানের অন্যান্য দ্রব্যাদি যথাস্থানে রেখে পোষাকটা খুলে ফেললো। এন্টিওকাস ছুটে বেরিয়ে পড়লো সংবাদ-সংগ্রহের উদ্দেশ্যে।

এন্টিওকাস প্রথমে ফিরে এলো অদ্ভুত একটা সংবাদ নিয়ে! বুড়োর আত্মীয় স্বজনেরা নাকি তার টাকাপয়সা নেওয়ার জন্যে তাকে কোথায় নিয়ে পালিয়েছে, তাই তার পাত্তা পাওয়া যাচ্ছে না।

যারা এই সংবাদটা বিশ্বাস করেনি, তারা আবার ঠাট্টা ক'রে বলেছে, 'দূর! পাহাড়ের গুহাতে সেই যে তার কুকুর আর ঈগল পাখী আছে, তারাই তো মুখে ক'রে বয়ে নিয়ে গেছে তাকে।'

একজন বৃদ্ধ বললো, 'কুকুরের কথাটা না হয় ছেড়েই দিলাম। কিন্তু ঈগল? সেটা খুব ঠাট্টার কথা নয় কিন্তু। আমি যখন এই এতোটুকুন ছিলাম, বেশ মনে আছে, তখন আমাদের উঠোন থেকে একটা ঈগল করলো কি—একটা ভেড়াকে মুখে ক'রে নিয়ে স্বচ্ছন্দে চলে গেল।'

এন্টিওকাস আবার ফিরে এলো আরো সংবাদ নিয়ে। বুড়ো নাকি পর্বতের উপরে তার কুঁড়েতে গিয়ে মরতে চায়। তাই সে সেখানে যাচ্ছিল। আধপথে গিয়ে তাকে ধরা গেছে। জ্বর বাড়ার সংগে

ংগে বুড়োর গায়ে কাল্পনিক একটা শক্তি এসেছিল ফিরে। ফলে সে মুমূর্ষু অবস্থাতে-ও স্বপ্নচারীর মতো হেঁটে চলেছে তার কাম্য স্থানটির উদ্দেশে। তাই তার আত্মীয়-স্বজনেরা তাকে আর বিরক্ত করেনি, তাকে ভালোয় ভালোয় সংগে নিয়ে পৌঁছে দিয়েছে তার নিজের কুঁড়েতে।

পল এন্টিওকাসকে বললো, 'এবার ঠাণ্ডা হ'য়ে একটু ব'সে কিছু খেয়ে ফেল।'

এন্টিওকাস পুরোহিতের আদেশ মতো টেবিলের পাশে এসে বসলো। কিন্তু ব্যাপারটা ঠিক বুঝলো না, তাই জিজ্ঞাসু চোখে একবার তাকালো মার দিকে। মা মৃদু হেসে ওকে বসতে ইংগিত করলেন। এন্টিওকাসের মনে হোলো, সে বুঝি এদের বাড়ীরই একজন হ'য়ে গেছে। নির্বোধ সে, জানলো না, বৃদ্ধ শিকারীর পালাবার বিষয়ে আলোচনা করার মতো আর কিছু নেই, তাই এঁরা দু'জনে আবার একা থাকতে ভয় করছেন। মা মাঝে মাঝে লক্ষ্য করেছেন, পলের দিশাহারা চঞ্চল দু'টো চোখ অকস্মাৎ অদৃশ্য কি বস্তুর পানে তাকিয়ে স্থির হ'য়ে যায়। সে-দৃষ্টিতে ঘনিয়ে ওঠে পলের অন্তরের অন্ধকারের কালো ছায়া। সে-ও আবার মধ্যে মধ্যে তার চিন্তাস্রোত থেকে চমকে জেগে ওঠে। মা তাকে লক্ষ্য করছেন, তার ভেতরের দুঃখদ্বন্দ্বের কথা আন্দাজে বুঝতে পারছেন, তা-ও সে স্পষ্ট অনুভব করে।

এবার কিন্তু মা ওদের টেবিলের ওপর খাবার সাজিয়ে দিয়ে বাইরে চ'লে গেলেন। আর ফিরলেন না।

রৌদ্রোজ্জ্বল দুপুর আসার সংগে সংগে আবার বইতে লাগলো বাতাস। তবে খুব ধীরে ধীরে, পশ্চিমে হাওয়া। বাতাসের দোলায় টিলার গাছগুলোও নড়ছে না যেন। ঘরময় এসে পড়েছে সূর্যের আলো। জানলার ধারে গাছের শাখাপ্রশাখার ফাঁকে ফাঁকে—

আলোছায়ার জালের বুননি। আকাশের এপার থেকে ওপারে চলেছে শাদা শাদা মেঘ।

ঘরময় তন্দ্রার আমেজটা দোরে করাঘাত পড়ার সংগে সংগে ভেঙে গেলো। দোর খোলার জন্যে ছুটলো এণ্টিওকাস। দোর খুলেই দেখলো, চৌকাঠের উপর একটি বিধবা তরুণী দাঁড়িয়ে। ভীরু আতংক-গ্রস্থ দুই চোখ, বিবর্ণ পাণ্ডুর মুখ। মেয়েটি পুরোহিতঠাকুরের সংগে দেখা করতে চায়।

সংগে ছোট একটা মেয়ে। ছোট্ট নিষ্প্রভ মুখ, এলোমেলো কালো চুলগুলোর উপর একটা লাল রঙের রুমাল জড়ানো। বিধবা মেয়েটি জোর ক'রে ছোটো মেয়েটাকে ধ'রে রাখার চেষ্টা করছে, আর ছোটো মেয়েটা অশান্তভাবে হাত ছাড়াবার চেষ্টায় শুধু করছে এদিক-ওদিক। তার চোখ দু'টি জলছে বিড়ালের চোখের মতো জ্বল-জ্বল ক'রে।

বিধবা মেয়েটি আর্তভাবে বললো, 'এর অসুখ করেছে। ভূতে পেয়েছে। পুরুতঠাকুর যদি ওর গায়ে দু'টো মন্ত্র পড়ে দেন, তবে সব সেরে যাবে।'

আতংকে এবং বিমূঢ় বিস্ময়ে এণ্টিওকাস দরজাটা অর্ধোন্মুক্ত ক'রে স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলো। এখন এই সব ব্যাপারে পুরোহিত-ঠাকুরকে বিরক্ত করার সময় নয়। অথচ এই ছোট্ট মেয়েটা নিজেকে মোচড় দিয়ে মুক্ত করতে চাইছে, আর যতো পারছে না, ততো কামড়ানোর চেষ্টা করছে মার হাতে। ওকে দেখে সত্যি এণ্টিওকাসের ভারী ভয়, আর দুঃখ হোলো।

বিধবাটি লজ্জায় রাঙা হ'য়ে বললো, 'ছাখো না, ওকে ভূতে ধরেছে।'

এণ্টিওকাস তাই বিধবাটিকে অবিলম্বে ঘরের মধ্যে আসতে দিলো, এমন কি ছোটো মেয়েটাকে ঠেলে ঢোকাবার জন্যেও তাকে সাহায্য

করলো। মেয়েটা প্রাণপণে দোরের চৌকাঠ ধ'রেছিল, সে কোনমতেই ঘরে আসবে না।

ব্যাপারটা শুনলো পল। আজ তিন দিন হোলো এই মেয়েটির কার্য্যকলাপ অদ্ভুত হ'য়ে উঠেছে। সে কারো কোনো মানা নিষেধ কানে তোলে না, কোনো কথাও কারো সংগে বলে না। পল মেয়েটিকে নিজের কাছে নিয়ে এসে তার কাঁধে হাত রেখে তার চোখ আর মুখ পরীক্ষা ক'রে দেখলো। পরে জিজ্ঞাসা করলো, 'ও কি অনেকক্ষণ রোদ্দুরে ছিল?'

'না।' বিধবাটি ফিসফিস ক'রে বললো, 'আমার মনে হয়, ওকে ভূতে ধরেছে।' তারপর বলতে বলতে সে কেঁদে ফেললো, 'আমার খুকু আর একা নেই। ওর সংগে কে আছে!'

পল তার শোয়ার ঘর থেকে বাইবেল আনার জন্যে উঠে দাঁড়ালো, কিন্তু গেলো না, এণ্টিওকাসকে পাঠালো। এণ্টিওকাস বাইবেল নিয়ে এলে, বাইবেলটা টেবিলের উপর খুলে রেখে তার এক হাত সে মেয়েটির উত্তপ্ত মাথার ওপর রাখলো। মেয়েটিকে তার মা নতজানু হ'য়ে বসে দুই হাতে সজোরে জড়িয়ে ধরে আছে। পল উচ্চকণ্ঠে পড়তে লাগলো বাইবেল :

"তারপর তাঁরা গাদারিনদের দেশে এসে পৌছলেন। এ দেশটি গ্যালিলির ওদিকে। সেখানে শহর থেকে একটি লোক এসে তাঁর সংগে দেখা করলো, বহুদিন ধ'রে লোকটাকে দানায় পেয়েছে। সে কাপড় চোপড় পরেনা। কোনো বাড়িতে বাস করে না। শ্মশানে শ্মশানে ঘুরে। সে যখন যিশুকে দেখলো, সংগে সংগে চীৎকার ক'রে উঠে তাঁর পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়লো, এবং উচ্চকণ্ঠে বললো, হে যিশু, বিধাতার পুত্র তুমি, আমি কী করবো, তুমি ব'লে দাও! আমি তোমার কাছে মিনতি করি, আমায় যন্ত্রণা দিয়ো না।'

এণ্টিওকাস বাইবেলের পাতাটি উল্টে দিলো। পলের যে হাতটা টেবিলের উপর ছিল, এণ্টিওকাস সেদিকে তাকালো। দেখলো, 'আমি কী করবো ব'লে দাও' এই কথাগুলি উচ্চারণ করার সংগে সংগেই পলের হাত কেঁপে উঠলো। এণ্টিওকাস ত্বরিতে চোখ তুলে দেখলো পুরোহিতের চোখ দু'টি অশ্রুতে টলমল করছে। এণ্টিওকাসও যেন কী প্রবল অনুভূতির তাড়নায় বিধবাটির পাশে ব'সে পড়লো। এণ্টিওকাস মনে মনে ভাবলো, 'নিশ্চয় উনিই এ পৃথিবীতে সবার সেরা মানুষ, কারণ ভগবানের কথা উচ্চারণ করার সংগে সংগে ওঁর দু'টি চোখ জলে ভ'রে ওঠে।'

এণ্টিওকাস আর পুরোহিতের মুখের দিকে তাকাতে সাহস পেলো না। সে শুধু ছোট মেয়েটাকে ধ'রে রাখার জন্যে তার ফ্রকের কোণে ধীরে ধীরে একটু টান দিলো, যদিও তার নিজেরও ভয় করলো, পাছে যে ভূতটাকে এখন মন্ত্র প'ড়ে ভাগানো হ'বে, সেটা মেয়েটার শরীর থেকে তার শরীরে এসে ঢুকে পড়ে।

ভূতে-পাওয়া মেয়েটি হাত-পা ছোঁড়া বন্ধ ক'রে এবার সোজা শক্ত হয়ে দাঁড়ালো। তার বাদামী রঙের সরু গলাটা সম্পূর্ণরূপে প্রসারিত ক'রে, চিবুকটাকে ঈষৎ উঁচিয়ে সে পুরোহিতের মুখের দিকে চোখ তুলে তাকালো। ধীরে ধীরে তার মুখের ভাব গেল বদলে,' ঠোঁট দু'টি শিথিল হ'য়ে হোলো আধোবিকশিত। মনে হোলো, বাইবেলের বাণী, বাতাসের নিস্বন, পত্রের মর্মর সবই যুগপৎ মেয়েটির উপর জাদুর কাজ করেছে। অকস্মাৎ মেয়েটি এণ্টিওকাসের হাতের ভেতর থেকে তার ফ্রকের কোণটা ছিনিয়ে নিয়ে তার পাশেই হাঁটু গেড়ে বসলো। পুরোহিতের প্রসারিত হাত তার শির স্পর্শ ক'রেই রইলো। পড়তে লাগলো পুরোহিত :

"এবার, লোকটির দেহ থেকে দানা দূরীভূত হ'লে, সে যিশুর কাছে

প্রার্থনা করলো, সে তাঁর সংগে সংগে থাকবে। কিন্তু যিশু তাকে বিদায় দিলেন, বললেন, তোমার স্বগৃহে তুমি ফিরে যাও, সবাইকে দেখাও, ভগবান তোমার কী মহৎ মঙ্গল ক'রেছেন…'

এবার পল বাইবেল পড়া বন্ধ ক'রে মেয়েটির মাথার উপর থেকে হাতটা টেনে নিলো। মেয়েটি একেবারে শান্ত হ'য়ে বিস্মিত দৃষ্টিতে এণ্টিওকাসকে দেখছে। বাইবেলের মন্ত্র পড়ার পর যে-নিস্তব্ধতা এলো, তাতে গাছের পাতার মর্মর এবং দূর পথের ধাবের পাথর ভাঙার অস্পষ্ট মৃদু শব্দ ছাড়া আর কিছুই শোনা গেল না।

সংগ্রামের অন্ত ছিল না পলের। মেয়েটাকে দানায় পেয়েছে, একথা সে নিজে বিশ্বাস করে না। তাই তার মনে হোলো, সে অবিশ্বাসের সংগেই যেন বাইবেলের বাণীগুলি উচ্চারণ করেছে। যদি দানা বা শয়তান কিছু থাকে তবে, সে আছে তার নিজের মধ্যেই, আর তাকে তাড়ানো আজ সহজে সম্ভব নয়। তবু একদিন ছিল, যখন সে অনুভব করতো, সে ভগবানের পাশেই আছে বুঝি। কিন্তু এখন তার মনে হ'চ্ছে তার সম্মুখে উপবিষ্ট এই তিনটি বিশ্বাসী, আর রান্নাঘরের দোরের পাশে নতজানু তার মা, সবাই আজ তার সেই ঐশী শক্তির কাছে মাথা নত ক'রে নেই, আজ তারা সবাই মাথা নত করেছে তার দুর্বার হীনতার কাছে!

বিধবা মেয়েটি যখন তার পদচুম্বন করতে গেল, তখন তড়িৎবেগে পেছনে সরে এলো পল। চকিতে তার মার কথা মনে পড়ল। সব জানে তার মা। পলের ভয় হোলো, পাছে মা অন্য কিছু ভাবে।

মেয়েটি নৈরাশ্যে অভিভূত হ'য়ে মাথা তুললো। এণ্টিওকাস আর ছোট মেয়েটা দুজনেই হাসতে লাগলো, পলের ভেতরের সংগ্রামটারও যেন কিঞ্চিৎ হোলো উপশম। পল বললো, "এবার সেরে গেছে। নাও, ওঠো।'

ওরা সবাই উঠে দাঁড়ালো। এন্টিওকাস ছুটে দরজা খুলতে গেলো। আবার কে এসে দোরের কড়া নাড়ছে। যে কড়া নাড়ছিল, সে আর কেউ নয়, সেই কুকুরওয়ালা চৌকিদার। তাকে দেখেই এন্টিওকাস খুশিতে আটখানা হ'য়ে চীৎকার ক'রে উঠলো, 'তাজ্জব ব্যাপার। নিনা মাসিয়ায় ভূতটা ছেড়ে গেছে!'

চৌকিদার কিন্তু এধরণের কোনো আজব ব্যাপারেই বিশ্বাস করে না। সে দরজা থেকে একটু দূরে দাঁড়িয়ে থেকে বললো, 'ছেড়েছে যখন, তখন আর কাউকে ধরার ব্যবস্থা ক'রে দিতে হবে, নইলে যে ভূতের বড়ো মুস্কিল!'

এন্টিওকাস বললো, 'ভূত তোমার কুকুরটাকে ধরবে এবার?'

জবাব দিল চৌকিদার, 'ভূত ওকে আগে থেকেই ধ'রে আছে। তাই ওকে ধরবে কেমন ক'রে?'

চৌকিদার কথাগুলো ঠাট্টা ক'রে বললেও মুখের গম্ভীর ভাবটা কিন্তু সম্পূর্ণ বজায় রাখলো। তারপর সে দরজার চৌকাঠের উপর দাঁড়িয়ে খাড়া হয়ে পুরোহিতকে একটা সেলাম দিলো। মেয়েদের দিকে করুণা ক'রে একটু তাকালোও না পযন্ত। তারপর বললো, 'দেখুন বাবু, একটা গোপনীয় কথা—'

মেয়েরা রান্নাঘরে চ'লে গেলো। এন্টিওকাস বাইবেল নিয়ে গেলো দোতলায়।

তারপর এন্টিওকাস যখন ফিরলো, তখন কান পেতে শুনলো, চৌকিদার পুরোহিতকে বলছে, 'দেখুন আপনার বাড়িতে এই কুকুরটাকে নিয়ে এলুম ব'লে রাগ করবেন না যেন। বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নও আছে। তাছাড়া, এখন ও কোথায় আছে, তা বেশ ভালো ক'রেই বোঝে।' (সত্যি কুকুরটা স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়েও ছিল, চোখ দু'টো নিচু ক'রে, লেজটা ঝুলিয়ে।) চৌকিদার বলতে লাগলো, 'আমি

বাবু এলাম, নিকোডেমাস পানিয়া—ওই গো, যাকে রাজা নিকোডেমাস ব'লে লোকে ডাকে—তার সম্বন্ধে দুএকটা কথা শুধোতে। লোকটা তার নিজের কুঁড়েতে ফিরে গেছে আবার। এখন সে আপনার সংগে দেখা করবে। বলে, মালিশ নেবো। আমি মুখ্যু মানুষ, তবে আমার মতে…'

'আচ্ছা!' পুরোহিত অধৈর্যের সংগে ব'লে উঠ্‌লো। কিন্তু পর মুহূর্তেই পাহাড়ের উপরে যাওয়ার কথা ভেবে শিশুসুলভ আনন্দে তার মনটা গেলো ভ'রে। সে যেন দৈহিক উপায়ে তার মানসিক সংগ্রামটাকে দূর করতে চায়। পল তাড়াতাড়ি বললো, 'হ্যাঁ, যাবো। কিন্তু একটা ঘোড়া চাই যে! রাস্তা কেমন?'

চৌকিদার বললো, 'ঘোড়া একটা যোগাড় করি তবে। আর রাস্তার খবরটাও নিয়ে আসি। এ তো আমারই কাজ।'

পুরোহিত চৌকিদারকে একটু মদ খেতে বললো। চৌকিদার নীতির খাতিরে কারো কাছ থেকে কিছু নেয় না কোনদিন, এমন কী এক গেলাশ মদ পযন্তও না। কিন্তু এখন তার মনে হোলো, তার নিজের নাগরিক কর্তব্য এবং পুরোহিতের ধর্ম সংক্রান্ত পদ, এদু'টো যেন অংগাংগীভাবে জড়িত। তাই চৌকিদার পুরোহিতের আমন্ত্রণ গ্রহণ করলো এবং মদের গেলাসটি চেটে-পুটে খেয়ে সামরিক কায়দায় সেলাম ক'রে ধন্যবাদ জানালো। বিপুলকায় কুকুরটাও লেজ দুলিয়ে মৈত্রীর চোখে তাকালো পলের দিকে।

এণ্টিওকাস চৌকিদারকে দোর খুলে দেওয়ার জন্যে প্রস্তুত হ'য়েই ছিল। সে দোর খুলে দিয়ে খাবার ঘরে এসে মনিবের হুকুমের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলো। এণ্টিওকাসের ভারী দুঃখ হচ্ছিল তার মায়ের জন্যে। তার মা নিশ্চয় দোকানের ভেতরের ছোট্ট কামরাটিতে ব'সে পথ চেয়ে প্রতীক্ষা করছে পুরোহিতের। ঘরখানিকে পুরোহিতের

আগমন উপলক্ষ্যে সে নিশ্চয় বিশেষভাবে ঝেড়েমুছে ক'রেছে তকতকে, দানিতে ক'রে সাজিয়ে রেখেছে অতিথির জন্যে গেলাশ গেলাশ মদ। কিন্তু সবার আগে হচ্ছে কর্তব্য।

এন্টিওকাস চৌকিদারের গাম্ভীর্যের অনুকরণ ক'রে বললো, 'আমরা ছাতা নিয়ে যাবো তো?'

'আমরা তো ঘোড়ায় চড়ে যাবো। তোমার আর যাবার দরকার নেই।

'আমি হেঁটেই যাবো। খুব পারবো হাঁটতে।' এন্টিওকাস নাছোড়বান্দা।

তারপর কয়েক মিনিটের মধ্যেই প্রস্তুত হ'য়ে নিলো সে, হাতে ছোট একটি বাক্স কাঁধে ভাঁজ করা লাল কোট। তার নিজের কিন্তু ছাতাটা সংগে নেওয়ার খুব ইচ্ছা ছিল। কিন্তু মনিবের আদেশ অবশ্য পালনীয়। তাই সম্ভব হোলো না।

এন্টিওকাস গির্জার সদরে এসে ব'সে পুরোহিতের প্রতীক্ষা করতে লাগলো। রাস্তায় ছোঁড়ারা সব খেলাধূলো ফেলে এসে জুটলো। কিন্তু কেউ ওর খুব কাছে আসতে সাহস পেলো না, দূরে দাঁড়িয়েই ভয়মিশ্রিত সম্ভ্রমের সংগে দেখতে লাগলো ওর বাক্সটাকে।

একটা ছোঁড়া বললো, 'একটু কাছে আসবো?'

এন্টিওকাস উঠলো খেঁকিয়ে, 'খবরদার! কাছে এলেই চৌকিদারের কুকুর লেলিয়ে দেবো, হুঁ!'

'চৌকিদারের কুত্তো? ফোঃ! তুমি নিজেই দশ মাইল দূর দিয়ে পালাও!' ছোঁড়াগুলো মুখ ভেঙিয়ে বললো।

'বলে কিনা দশ মাইল দূর দিয়ে পালাও!' এন্টিওকাস ঘৃণার সংগে উঠলো ব'লে।

'পালাও-ই তো! আর, তুমি পেসাদি মালিস নিয়ে চলেছ ব'লেই ভাবো, তুমিও যেন পুরুতঠাকুরের মতো কেউ না কেটা।'

একজন ঠোঁটকাটা ছোঁড়া বললো, 'আমি যদি তোমার মতো হতাম' তবে কোনদিন সটকে পড়তাম এই পেসাদী মালিস নিয়ে। তারপর কতরকম ডাইনি বিদ্যে চালাতাম।'

'ভাগ্ বলছি। পাজী ছুঁচো! নিনা মাসিয়ার শরীর থেকে দানাটা বেরিয়ে তোর গায়েই ঢুকেছে দেখছি।'

'নিনা মাসিয়ার শরীর থেকে দানা? সে আবার কি?' একবাক্যে ছোঁড়াগুলো চীৎকার ক'রে উঠলো।

গম্ভীরভাবে উত্তর দিল এণ্টিওকাস, 'হ্যাঁরে হ্যাঁ। দানাই তো বেরোলো। আজ বিকেলে পুরুতঠাকুর নিনা মাসিয়ার শরীর থেকে একটা দানা তাড়ালেন। ওই তো আসছে নিনা।'

পুরোহিতের বাসভবন থেকে শিশু মেয়েটির হাত ধ'রে বিধবা সেই মাত্র বেরোলো। ছোঁড়াগুলো সব ছুটে গিয়ে ঘিরে ধরলো ওদের দু'জনকে। মুহূর্তে তাজ্জব ব্যাপারের সংবাদটা ছড়িয়ে পড়লো গ্রামময়।

তারপর পুরোহিতের প্রথম আসার দিনের মতো একটি দৃশ্য দেখা গেলো। গির্জাপ্রাংগনে সমবেত হোলো গ্রামের নরনারী, আবালবৃদ্ধ-বনিতা। নিনা মসিয়াকে তার মা গির্জার সম্মুখে সর্ব্বোচ্চ সোপানের উপর বসিয়ে দিলো।

নিনাকে দেখাচ্ছে একটা পুতুলের মতো। রোগা, গায়ের রঙ তামাটে। চোখ দুটো নীল। মাথায় একটা লাল রুমাল বাঁধা। ও বুঝি আদিম যুগের কোনো বিগ্রহ মূর্তি, ওকে পূজা করার জন্যেই জড়ো হয়েছে সরল বিশ্বাসী গ্রামবাসীরা!

উপস্থিত মেয়েরা সবাই কাঁদতে লাগলো। নিনাকে একটিবার ছুঁতে চাইলো সবাই।

এইসময় গির্জা প্রাংগনে এসে আবির্ভূত হোলো চৌকিদার, সংগে

কুকুর। পল ঘোড়ায় চ'ড়ে গির্জাপ্রাংগন অতিক্রম করলো। জনতা একত্র হ'য়ে পুরোহিতের পেছনে সৃষ্টি করলো এক বিরাট শোভাযাত্রার। পুরোহিত দুইদিকে হাত নেড়ে নেড়ে ওদের অভিবাদন গ্রহণ করলো। তার নিজের বুকের মধ্যে যে শোচনীয় সংগ্রাম ও দ্বন্দ্ব চলছিল, এবার তাকেও ছাপিয়ে উঠলো তার বিরক্তি। এই মন্ত্রপাঠ, এই জাদু, এই জনতা, সবই ওর কাছে বিরক্তিকর বলেই মনে হোলো।

টিলার চূড়ায় উঠে পল একবার বল্গা টেনে ঘোড়া থামিয়ে ওদের কি যেন বলতে চাইলো। কিন্তু কিছুই বললো না। পরক্ষণেই ঘোড়াকে খোঁচা দিয়ে ত্বরিত গতিতে পাহাড়ের ঢালু রাস্তা দিয়ে নেমে চললো। তার ইচ্ছা করলো মরিয়া হ'য়ে সে পুরো কদমে এই উপত্যকার পথটুকু ধ'রে এগিয়ে চলে, তারপর নিশ্চিহ্ন হয়ে মিশে যায় সম্মুখের ওই সুবিস্তৃত দিগ্বলয়ের কোলে।

বাতাস বইছে ফুরফুরে। সায়াহ্ন-সূর্যের উষ্ণ কর ঝিকমিক করছে ঝাড়ে-ঝোপে, লতায়-পাতায়। নদীর বুকে মুখ দেখছে নীল আকাশ। কলের চাকার ঘূর্ণীতে শূন্যে ছিটিয়ে পড়ছে জল, ইন্দ্রধনুর বর্ণ-বৈচিত্র্যে।

চৌকিদার তার কুকুর এবং এন্টিওকাস তাব বাক্স নিয়ে গম্ভীরমুখে পাহাড়ের পথ বেয়ে নামছে। দু'জনেই নিজ নিজ পদ-মর্যাদা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন। পল এবার বল্গা টেনে ধীরে ধীরে ওদের পাশে পাশে চলতে লাগলো।

নদী পার হবার পর রাস্তাটা খুব সংকীর্ণ হ'য়ে এলো। দু'দিকে নুড়ির স্তূপ আর নিচু দেওয়াল, খাটো খাটো গাছ আর পাথরের ঢিপি। বাতাস দিচ্ছে পশ্চিম, মিষ্টি, উষ্ণ, সুগন্ধি বাতাস।

ক্ষুদ্র অপ্রশস্ত পথটি এঁকেবেঁকে উঠে চলেছে উপরের দিকে। ওরা পাহাড়ের পাশ দিয়ে পথের মোড় ঘুরতেই গ্রামটা অদৃশ্য হ'য়ে গেলো।

মনে হোলো, সারা পৃথিবীটা বুঝি কেবল পাথর আর বাতাস, আর শাদা কুয়াসা—যা দূর দিগন্তে আকাশ আর পৃথিবীকে একাকার ক'রে দিয়েছে।

মাঝে মাঝে ঘেউ ঘেউ ক'রে উঠছে কুকুরটা। আর সে ডাক প্রতিধ্বনিত হ'য়ে উঠছে পাহাড়ে পাহাড়ে, গুহায় গুহায়, চারিদিক থেকে হাজারো কুকুরের জবাবী ডাকের মতো!

অর্ধেক পথ আসার পর পল এন্টিওকাসকে ঘোড়ার পেছনে নিতে চাইলো। কিন্তু এন্টিওকাস কোনোমতেই রাজি হোলো না, শেষে অত্যন্ত অনিচ্ছাসত্ত্বে অগত্যা বাক্সটা পুরোহিতের হাতেই দিলো।

এন্টিওকাস এবার চৌকিদারের সংগে একবার কথাবার্তা শুরু করা যেতে পারে ভাবলো। কিন্তু চৌকিদার তার নিজের কাল্পনিক গুরুত্বের এতোটুকুও ভোলেনি। সুতরাং ব্যর্থ হোলো এন্টিওকাস।

মাঝে মাঝে চৌকিদার ভ্রূ-কুঁচকে থামছে আর টুপীর ডগাটা চোখের দিকে একটু নাবিয়ে চারিদিকের প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোযোগের সংগে দেখছে, যেন সমস্ত পৃথিবীটাই তার এবং সেই পৃথিবীর বিপদ আসছে ঘনিয়ে। কুকুরটাও মাঝে মাঝে পেছনের পায়ের উপর ভর ক'রে খাড়া হ'য়ে দাঁড়াচ্ছে, বাতাসের গন্ধ শুঁকছে আর কাঁপছে কান থেকে লেজ পর্যন্ত।

চারিদিক নির্জন, নিস্তব্ধ, গম্ভীর। কেবল দূরে পাথরের ঢিপির উপর চঞ্চল ছাগলগুলোকে উঠতে দেখা যায়, নীল আকাশ আর লাল মেঘের কোলে কালো ছায়া মূর্তির মতো।

অবশেষে ওরা গহ্বরের মতো একটা জায়গায় এসে পৌছল। চারদিকে স্তূপীকৃত ধাতব প্রস্তর। যেন কঠিন প্রস্তরীভূত একটা নির্ঝরিণী পাথরের ধারাসারে নেবে এসেছে পর্বত-শৃংগ থেকে তরাই-এর অভিমুখে।

এণ্টিওকাস চট করে চিনে ফেললো। তার বাবার সংগে সে এখানে ইতিপূর্বেই এসেছিল একবার। রাস্তাটা একটু দূর দিয়ে ঘুরে গিয়েছে। পুরোহিত সেই রাস্তা ধ'রেই এগোতে লাগলো, সংগে সংগে চললো চৌকিদার। এণ্টিওকাস কিন্তু ওদের সংগে গেল না, সে সটান পাথরের এক টিপি থেকে আর এক টিপি বেয়ে সবার আগে এসে পৌছলো বুড়ো শিকারীর আস্তানায়।

কুঁড়েটা একরকম ভেঙেই পড়েছে। প্রকৃতি প্রদত্ত কতকগুলো বড় বড় শানের আড়ালে কাঠের টুকরো আর শাখা-শাখা দিয়ে তৈরী একটা ঘর। বুড়ো তার এই প্রাগ্ ঐতিহাসিক দুর্গটির বৈশিষ্ট্য পরিপূর্ণরূপে বজায় রাখার উদ্দেশ্যে ঘরের চারিদিকে এনে জড়ো করেছে রাজ্যের যতো পাথর। সূর্যের আলো তির্যকভাবে কোনো রকমে এসে পৌছে এখানে। কুটিরের তিন দিক রুদ্ধ, কেবল ডান দিকের পাথরের দু'টি ফাঁকে দেখা যায় সুদূর নীলের রূপালি একটুকু রেখা—সমুদ্র হবে বুঝি।

পায়ের শব্দ শুনে বুড়োর নাতি কুটিরের দরজার ভেতর দিয়ে তার কালো কোঁকড়া চুলওয়ালা মাথাটা বের করলো। এণ্টিওকাস ঘোষণা ক'রে দিলো অমনি, 'ওঁরা আসছেন।'

'কে ?'

'পুরুতঠাকুর আর চৌকিদার।'

বলাও যা অমনি লোকটা তড়াক ক'রে বেরিয়ে পড়লো এবং চৌকিদারকে তার এই অন্যলোকের ব্যাপারে অনধিকার হস্তক্ষেপের জন্যে গাল পাড়তে লাগলো। রাগের সংগে ধমকে উঠলো, 'ব্যাটার হাড়গুলো আজ আমি গুঁড়িয়ে ফেলবো।'

কিন্তু লোকটা চৌকিদারের কুকুরটাকে দেখেই পেছু হটে এলো, বুড়োর কুকুরটা চৌকিদারের কুকুরের ঘ্রাণ নিয়ে তাকে অভ্যর্থনা করতে ছুটলো।

এণ্টিওকাসের হেপাজতে আবার এলো বাক্সটা। এণ্টিওকাস পাথরের ঢিপির সম্মুখে একটা শানের উপর বাগিয়ে বসলো।

চারিদিকে ইতস্ততঃ প'ড়ে আছে বুনো গণ্ডার আর বিলিতি নেউলের চামড়া, রৌদ্রে শুকনো করবার জন্যে মেলা রয়েছে। গণ্ডারের চামড়াগুলো কালো আর ধূসর রঙের ডোরাকাটা। আর, বিলিতি নেউলের চামড়াগুলোতে সব সোনালির ছোপ লাগানো। পল দেখলো, কুঁড়ের ভেতরে একরাশ চামড়ার উপর শুয়ে আছে বুড়ো। মুখখানা লাল। মাথার চুল আর গোঁফদাড়ীর রঙ শাদা। সমাগত মৃত্যুর ছায়ায় ধীর স্থির সমস্ত অবয়ব।

পুরোহিত বৃদ্ধের পাশে নুয়ে প'ড়ে তাঁকে কি জিজ্ঞাসা করলো, কিন্তু মুমূর্ষু বৃদ্ধ কোন উত্তর দিলো না, কেবল চোখ মুদে পড়ে রইলো। তার বেগনী ঠোঁটের উপর কাঁপতে লাগলো এক ফোঁটা রক্ত।

একটু দূরে আর একটি শানের উপর বসেছে চৌকিদার। কুকুরটা দেহ প্রসারিত ক'রে প'ড়ে আছে তার পায়ের কাছে। চৌকিদারের চোখ দু'টো কুটিরের অভ্যন্তরেই নিবদ্ধ। ঘৃণা আর বিরক্তির অবধি নেই। কারণ মুমূর্ষু বৃদ্ধ মৃত্যুশয্যায় তার শেষ ইচ্ছা বা বক্তব্য ঘোষণা না ক'রে আইন অমান্য করেছে মাত্র। এণ্টিওকাস ফিরে দেখলো, চৌকিদারের চোখে মুখে এমন একটা ভাব, সে বুঝি এই একগুঁয়ে বুড়োটার উপর তার কুকুরটাকে লেলিয়ে দিলেই খুশী হয়। বুড়ো শিকারী যেন একটা চোর!

আট

কুটিরের মধ্যে পুরোহিত আরো নুয়ে পড়লো, হাত দুটোকে দুই হাঁটুর মধ্যে রেখে। মুখখানা ভরে উঠলো ক্লান্তি আর অস্বস্তিতে। মুমূর্ষু বৃদ্ধের মতো পুরোহিতের মুখেও বাক্ সরলো না। কেন যে সে এখানে এসেছে তাও বুঝি তার মনে নেই। শুধু সে ব'সে ব'সে কান পেতে শুনতে লাগলো বাইরের বাতাসের শোঁ শোঁ শব্দ—বুঝি সুদূর সমুদ্রের অস্পষ্ট গর্জন।

অকস্মাৎ চৌকিদারের কুকুরটা লাফিয়ে উঠে ঘেউ ঘেউ করতে লাগলো, এণ্টিওকাস শুনলো ঠিক তার মাথার উপর পাখার ঝাপটানি। এণ্টিওকাস বিস্মিত হ'য়ে উপরের দিকে তাকিয়ে দেখলো, বুড়ো শিকারীর পোষা ঈগল পাখীটা পাখা দুটো প্রসারিত ক'রে উড়ে এসে বসলো একটা পাথরের ঢিপির উপর। তারপর পাখীটা তার বিপুল কালো পাথার মতো ডানা দু'টোকে বাতাসের উপর ঝাপটাতে লাগলো ধীরে ধীরে।

কুঁড়ের ভেতর ব'সে পল আপন মনেই ভাবছিল।

এই হোলো মৃত্যু। এই লোকটা একদিন অন্যান্য সবার কাছ থেকে দূরে পালিয়ে এসেছিল, কারণ সে নরহত্যা বা অন্য কোনো ভয়াবহ পাপ করতে ভয় পেতো। আর এখন? সে এখানে প'ড়ে আছে অসংখ্য পাথরের টুকরোর মধ্যে এক টুকরো পাথরের মতো, নির্জীব, নিস্পন্দ, নিঃসাড়। তিরিশ কি চল্লিশ বছর পরে আমিও এমনি ক'রে শুয়ে থাকবো এক নির্বাসিত দীর্ঘ জীবনের অধ্যায় শেষ ক'রে।...আর আগনিস?...সে হয়তো আজ রাত্তিরেও আমারই প্রতীক্ষায় ব'সে থাকবে...

চমকে উঠলো পুরোহিত। না, বুড়ো এখনো মরেনি। জীবন এখনো তার মধ্যে ছন্দিত হচ্ছে; এখনো প্রাণ কঠিন শক্তিমান মুঠিতে জাপটে ধ'রে আছে ওর দেহকে, কেঁপে কেঁপে উঠছে ঈগলের কালো পাখার মতো ক্ষুব্ধ জীবন।

পুরোহিত আপন মনে বললো, 'আমি সারা রাত্রি আজ এখানে থাকবো। আর আজকের রাত্রিটা যদি কোনো রকমে ওর সংগে দেখা না ক'রে কাটাতে পারি, তবেই বেঁচে যাবো।'

পল কুটিরের বাইরে এসে এন্টিওকাসের পাশে বসলো। লোহিত আকাশের কোলে সূর্য অস্ত যাচ্ছে। উঁচু ঢিপিগুলোর ছায়া ক্রমশ দীর্ঘায়িত হ'য়ে ছড়িয়ে পড়ছে কুটিরের গায়ে, পাশের ঝোপে, ঝাড়ে। প্রদোষের স্তিমিত আলোকে বাইরের সব কিছুই ঝাপসা অস্পষ্ট একাকার হ'য়ে আসছে। পলের বুকের ভেতরেও ঘনিয়ে উঠছে এমনি একটা অন্ধকার। তার জীবনের দুটি আকাংখাই সেখানে হ'য়ে আসছে বিজড়িত, অস্পষ্ট, একাকার। পল যেন বুঝতে পারছে না, কোন আকাংখাটি তার সব চেয়ে শক্তিশালী, সবচেয়ে দুর্দম।

পল বললো, 'বুড়ো মুমূর্ষু। কথাও বলতে পারছে না আর। এবার ওকে প্রসাদী মালিশ দেওয়া দরকার। আর, বুড়ো মারা গেলে ওর মৃতদেহ সরানোর ব্যবস্থাও করতে হবে। তাই আজ সমস্ত রাতটাই এখানে থাকার দরকার হতে পারে।'

শেষের কথাটা যেন পল কতকটা নিজের মনেই বললো!

এন্টিওকাস উঠে এবার মর্দন-অনুষ্ঠানের উদ্যোগ করতে লাগলো। রূপোর আংটাগুলো টিপে খুশীর সংগেই বাক্সটা খুললো এন্টিওকাস, বের করলো সাদা কাপড় এবং প্রসাদী তেলের বাটি। তারপর কাঁধ থেকে লাল কোটটা নিয়ে গায়ে দিলো—যেন সে নিজেই পুরোহিত!

যোগাড়যন্তর সব শেষ হ'লে পল এবং এন্টিওকাস আবার কুঁড়ের মধ্যে এলো। তখন বুড়োর নাতি তার দুই হাঁটুর আশ্রয়ে মুমূর্ষুর মাথাটাকে ধরে বসেছে। এন্টিওকাস অপর দিকে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসলো। তার লাল কোটের একটা কোণ ছড়িয়ে পড়লো মাটিতে।

এন্টিওকাস টেবিলের পরিবর্তে একটা পাথরের উপর শাদা কাপড়টা বিছিয়ে দিলো। রূপোর বাটির গায়ে ঝলসে উঠলো ওর কোটের গাঢ় লাল রঙ। কুটিরের বাইরে চৌকিদারও নতজানু হ'য়ে বসলো। পাশে হাঁটু গেড়ে বসলো তার কুকুরটা।

এবার পুরোহিত বৃদ্ধের কপালে, করতলে ও পায়ে প্রলেপ দিলো। এই দুটি হাত কোনোদিন কোনো মানুষের বিরুদ্ধে ওঠেনি। এই দুটি পা ওকে এই সুদূরে বয়ে নিয়ে এসেছে মানুষের সমাজ থেকে —মানুষের সমাজ থেকে নয়, মানুষের পাপ আর শয়তানি থেকে!

অস্ত-সূর্যের শেষ রশ্মি এসে পড়েছে কুটিরের অভ্যন্তরে, আলোকের সমারোহ যেন। এন্টিওকাসের রক্তবর্ণ পরিচ্ছদে যেন আগুন ধরেছে দাউ দাউ ক'রে। বৃদ্ধ আর পুরোহিতের পাশে ওকে দেখাচ্ছে নির্বাপিত ভস্মের পাশে জ্বলন্ত অঙ্গারের মতো।

পল ভাবলো, 'আমাকে ফিরে যেতেই হবে। এখানে থাকার মতো কোনো অজুহাতই আমার নেই।'

তারপর সে কুটিরের বাইরে এসে বললো, 'না, আর কোনো আশা নেই। একেবারে অজ্ঞান হ'য়ে আছে।'

চৌকিদার বললো, 'ঘুমুচ্ছে।'

পল বললো, 'আর ঘণ্টা কয়েকের বেশি ওর পরমায়ু নেই! শবটা গ্রামে নাবিয়ে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করা দরকার।' একবার যেন পলের আরো বলতে ইচ্ছা করলো, 'আমাকে এখানে সারারাত্রি থাকতেই

হবে।' কিন্তু বলতে পারলো না। এই মিথ্যাটা উচ্চারণ করতেও সে লজ্জা পেলো।

তাছাড়া, গ্রামে ফিরে যাবার জন্যে একটা প্রবল আকাংখা অনুভব করলো পল। রাত্রি নামার সংগে সংগে পুনরায় পাপের চিন্তাটাই যেন তাকে দুর্বোধ্যভাবে আকর্ষণ করছে, যেন অন্ধকারের অদৃশ্য একটা জাল ভয়াবহভাবে টানছে তাকে। এই অদ্ভুত দুর্বোধ্য আকর্ষণটা অনুভব করার সংগে সংগেই পল আতংকগ্রস্ত হ'য়ে উঠলো। সে নীরবে অর্তনাদ ক'রে উঠলো, 'আজকের রাত্রিটি! শুধু আজকের রাত্রিটি যদি ওকে না দেখে কোনো রকমে কাটাতে পারি, তবেই রক্ষা।' কেউ যদি ওকে জোর ক'রে আটকে রাখতো! যদি বৃদ্ধ আবার বেঁচে উঠতো! যদি সে ওর পোষাকের খুঁট ধ'রে আটকে রাখতো!

পল বসে পড়লো, ভাবতে লাগলো কী অজুহাতে এখানে আর একটু দেরী করা যায়।

উঁচু মালভূমির সীমান্তে অদৃশ্য হোলো সন্ধ্যাসূর্য। আকাশের রক্ত দীপ্তির কোলে দেবদারুর দীর্ঘ দেহগুলি দানবপুরীর স্তম্ভের মতো প্রতীয়মান হচ্ছে। ওদের উর্ধ্বে পুঞ্জীভূত অন্ধকার যেন একটি বিপুল কালো রঙের প্রাসাদের চূড়ো। এক মহাপ্রশান্তি বিরাজ করছে চারিদিকে, মৃত্যুর আগমনেও অটল, অক্ষুন্ন, নির্ভীক মহাশান্তি!

ভারী ক্লান্তি লাগলো পলের। আজ সকালে যেমনটি ক'রে সে গির্জার বেদীমূলে লুটিয়ে পড়েছিল, যদি তেমনটি ক'রে সে এই পাথরের শয্যায় লুটিয়ে ঘুমিয়ে পড়তে পারতো এখন!

ইতিমধ্যে চৌকিদার নিজের সিদ্ধান্ত মতো কুটিরের মধ্যে প্রবেশ ক'রে মুমূর্ষু বৃদ্ধের পাশে নতজানু হ'য়ে কী বললো তার কানে কানে। বুড়োর নাতি কেমন যেন সন্দিগ্ধ হ'য়ে উঠলো। ঘৃণায় ও

বিরক্তিতে মুখখানাকে ঈষৎ বিকৃত ক'রে সে পুরোহিতের পাশে এসে বললো, 'আপনার কাজ তো চুকেছে, এবার আপনি চলে যেতে পারেন। এখন কী করতে হবে, তা আমার ভালো ক'রেই জানা আছে।'

এই সময় বাইরে এলো চৌকীদার, বললো 'না, বাক্‌শক্তি আর নেই। তবে ইসারায় ইংগিতে আমাকে যা বললো, তা থেকে বুঝলাম, সব ব্যবস্থাই সে ক'রে গেছে।'

তারপর সে অকস্মাৎ বুড়োর নাতির দিকে ফিরে বললো, 'এখন ভালো মনে বলো দেখি, এখন আমরা বিদায় হ'তে পারি কিনা।'

'পেসাদী তেলটুকু দেওয়ার জন্যে ভিন্ন কোনো দরকারই ছিল না আপনাদের আসার। আমার কাজ আমি নিজেই বুঝবো।' ক্ষেপে উঠলো বুড়োর নাতি।

চৌকিদার গেল চটে, 'চিল্লিয়ো না বলছি! আমাদেরও তো আইন মাফিক কাজ করতে হবে?'

পুরোহিত কুঁড়ের দিকে অংগুলি নির্দেশ করে বললো, 'আঃ! চুপ করো, চেঁচিয়ো না।'

কিন্তু তবু থামলো না চৌকিদার, অনুযোগের স্বরে পুরোহিতকে বললো 'চেঁচাবো না কেন বলুন? আপনিও তো সর্বদা আমাদের শিখিয়ে এসেছেন মানুষের জীবনের সবচেয়ে বড়ো কর্তব্য হোলো নিজের কাজ করা।'

চৌকিদারের কথাগুলো কানে আসতেই পল চমকে উঠে দাঁড়ালো। এই কথাগুলি বিশেষ ক'রে যেন ওরই উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে। ওর মনে হোলো, ভগবান বুঝি তাঁর অভিলাষ মানুষের মুখ দিয়েই প্রকাশ ও প্রচার করছেন। আর মুহূর্ত মাত্র বিলম্ব না ক'রে পল

ঘোড়ায় চ'ড়ে বুড়োর নাতিকে বললো, বুড়ো না মরা পর্যন্ত তার কাছে কাছেই থেকো। বিধাতার ইচ্ছা কে জানে?'

বুড়োর নাতি খানিকটা পথ পুরোহিতের সাথে সাথে এলো, তারপর চৌকিদার শুনতে পাবে না, এমন দূরে এসে বললো, 'দেখুন বাবু, দাদু তার টাকা-পয়সা সব আমার হাতে দিয়ে গেছে। এই যে, আমার কোটের পকেটে আছে সব। খুব বেশি না। যাই হোক, তবু এ টাকা আমার তো? আপনি কি বলেন বাবু?'

পল পিছন ফিরে দেখলো একবার, এন্টিওকাস আর চৌকিদার আসছে কিনা, তারপর বললো, 'হ্যাঁ, তোমার ঠাকুরদা যদি এ টাকা তোমার একার জন্যেই দিয়ে যান, তবে এ টাকা তোমার বৈকি!'

এন্টিওকাস ও চৌকিদার দুজনেই আসছে। এন্টিওকাস গাছের ডাল ভেঙে একটা লাঠি তৈরী ক'রে নিয়ে সেটার উপর ভর দিয়ে চলছে। চৌকিদার খানিকটা পথ এসে ফিরে দাঁড়িয়ে বৃদ্ধ শিকারীর কুটিরের উদ্দেশ্যে সামরিক কায়দায় একবার সেলাম জানালো। সে বুঝি সেলাম জানাচ্ছে মৃত্যুকে। পাথরের ঢিপির উপর থেকে ঈগল পাখীটা পাখার ঝাপটা দিয়ে বুঝি সেলামের উত্তর দিল ওর। তারপর খুব সম্ভব ঘুমোবার জন্যেই চোখ মুদলো।

রাত্রির অন্ধকারটা নিচেকার উপত্যকার কন্দর থেকে তাল পাকিয়ে উঠে যেন ওদের তিনজনকে একেবারে আচ্ছন্ন ক'রে ফেললো। তারপর নদী পার হ'য়ে বাড়ির পথ ধরে এগোতে লাগলো ওরা। দূর গ্রামের আলোক-দীপ্তিতে ওদের পথের অন্ধকার তরল হ'য়ে এসেছে। এখান থেকে মনে হচ্ছে যেন আগুন লেগেছে ওদের সারা গায়ে। টিলা-গুলির চূড়ায় চূড়ায় কাঁপছে আগুনের বিপুল শিখা। চৌকিদারের চোখের জৌলুষ চোখা। সে এখান থেকে ওই অগ্নিশিখার আলোয় দেখতে পাচ্ছে গির্জার প্রাংগণে ঘুরে বেড়াচ্ছে অগণিত মানুষের মূর্তি।

আজ শনিবার। গ্রামের প্রায় সবাই আজ রবিবারের বিশ্রামের জন্যে ফিরে আসছে গ্রামে। কিন্তু তাতেই বা কী? ওরা ঠিক বুঝল না, কেন আজ গ্রামময় এই বহ্ন্যুৎসব? কিসের এই অস্বাভাবিক উন্মাদনা? তবু এণ্টিওকাস খুশিতে ভরপুর হ'য়ে বলে উঠলো, 'জানি, কেন এসব হ'চ্ছে। ওরা সবাই আমার ফিরে আসবার প্রতীক্ষায় আছে। নিনা মাসিয়ার ভূত ছাড়ানোর জন্যে আজ সবাই উৎসব করবে ওরা!

'পাগল নাকি?' এক রকম চেঁচিয়ে উঠলো পল, সে যেন ভয় পেয়েছে। গ্রামের নিচে পাহাড়ের গায়ে এসে ঝলসে পড়েছে বহ্ন্যুৎসবের প্রেতায়িত আলো। পুরোহিত সেদিকে তাকিয়ে রইলো।

চৌকিদার কিছুই বললো না। কুকুরটা গলা ছেড়ে ডাকতে লাগলো। সে কর্কশ ডাক প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠলো পাহাড় থেকে পাহাড়ে, উপত্যকা থেকে উপত্যকায়। পুরোহিতের মনে হোলো, এ যেন প্রতিধ্বনি নয়, এক দুর্বোধ্য বাণী শতকণ্ঠে ওর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ঘোষণা করছে। বলছে, ও প্রতারণা করেছে ওর সরল গ্রামবাসীদের সংগে। পল একবার আপন মনে বললো, 'আমি তো শুধু ওদের ঠকাইনি, আমি যে নিজেকেও ঠকিয়েছি প্রভু!'

পলের একবার মনে হোলো, সে দুঃসাহসিক কোনো একটা কাজ ক'রে বসে। গ্রামে পৌছে জনতার মধ্যে দাঁড়িয়ে মুক্ত ক'ণ্ঠে আপনার অপরাধ স্বীকার করে, বুক চিরে' সবাইকে দেখায় তার বেদনাপীড়িত রিক্ত হৃৎপিণ্ড। সেখানে ঐ টিলার উপরের অগ্নিকাণ্ডের মতোই দাউ দাউ ক'রে জ্বলছে ওর কামনার বহ্নিজ্বালা। কিন্তু এখানেও বিবেক প্রতিবাদ ক'রে উঠলো,

'ওরা উৎসব করছে তোমাকে অভিনন্দিত ক'রে নয়—ওরা উৎসব করছে ওদের ধর্মবিশ্বাসকে অভিনন্দিত ক'রে। ওরা তোমার মধ্য

দিয়েই পূজো করছে ওদের ভগবানকে। সুতরাং এখন ওদের বাধা দেওয়ার কোনো অধিকার নেই তোমার। ভক্তের আর ভগবানের মধ্যে তোমার দীনতা, তোমার হীনতাকে টেনে এনো না মূর্খ!'

কিন্তু আরো গভীরতর প্রদেশ থেকে যেন কার কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হয়ে উঠলো, 'কিন্তু তা তো নয়! তুমি নিজের অপরাধ গ্লানি স্বীকার করতে পারছ না, কারণ, তুমি হীন; কারণ, তুমি কদাচারী; কারণ, তুমি আত্মপীড়ন করতে ভয় পাও, এড়াতে চাও জ্বলন্ত সত্যকে!'

ওরা যতোই গ্রামের নিকটবর্তী হ'তে লাগলো, ততোই যেন পলের নিজেকে বেশি অধঃপতিত মনে হ'তে লাগলো। পাহাড়ের গায়ে বর্ধিত আলোর শিখাগুলি সংগ্রাম করছে ছায়ার সংগে। পলের অন্তরেও চলেছে এমনি একটা আলোছায়ার সংগ্রাম। পল বুঝলো না, সে কী করবে। তার মনে পড়লো, সেই বহু বছর আগে এখানে আসার কথা। সেদিন সে এসেছিল তার মায়ের পিছু পিছু—ঠিক শিশুকালে মায়ের পেছনে সে যেমনটি ক'রে ঘুরে বেড়াতো!

কিন্তু অকস্মাৎ পলের মনে পড়লো, এই অপ্রত্যাশিত উৎসবের ফলে উপকারই হবে তার। রাত্রির বিপদটাকে সে সহজেই এড়াতে পারবে। পল ভাবলো, 'ওদের কয়েকজনকে আমি আজ সন্ধ্যাটুকুর মতো বাড়িতে নিমন্ত্রণ করবো। ওরা নিশ্চয় অনেক রাত্রি পর্যন্ত থাকবে। আজকের রাত্রিটা কোনো রকমে কাটাতে পারলে তবেই রক্ষা।'

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো পল।

গির্জাপ্রাংগনে প্রাচীরের উপর ঝুয়ে-পড়া কালো মূর্তিগুলোকে এবার স্পষ্ট বোঝা যেতে লাগলো। আলো উর্ধ্বে। গির্জার পেছনে দেখা যাচ্ছে, বহ্ন্যুৎসবের আলোর ঝলকানি। যেন দীর্ঘ লাল আলোর ধ্বজা বাতাসে পৎপৎ ক'রে কাঁপছে। প্রথম আসার দিনের মতো

আজ ঘণ্টা বাজছে না। কিন্তু জনতার কোলাহলকে ছাপিয়ে ভেসে আসছে কনসার্টিনার করুণ সুর।

অকস্মাৎ গির্জার চূড়ার উপর থেকে একটি রূপালি নক্ষত্র যেন শূন্যে নিক্ষিপ্ত হোলো। নক্ষত্রটা বিস্ফোরণের সংগে হাজারো স্ফুলিঙ্গে ফেটে পড়লো আকাশে। বিস্ফোরণের শব্দ উপত্যকা থেকে উপত্যকান্তরে ঘাত প্রতিঘাতে ঘুরে মরতে লাগলো। আনন্দধ্বনিতে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠলো জনতা। আর এক পশলা আলোর ফুলকি নামলো আকাশে। আবার বিস্ফোরণের শব্দ। আবার আনন্দ-কোলাহল। বন্দুকগুলোও উঠলো গর্জে। সমস্ত মহোৎসবের দিনেই ওরা এমনি গর্জে ওঠে।

চৌকিদার বললে, 'সবাই আজ পাগল হ'য়ে উঠেছে।'

চৌকিদার আগে আগে হেঁটে চলেছে দ্রুত পায়ে, কুকুরটাও ভয়ানকভাবে ডাকছে। যেন ওখানে গ্রামে ঘটেছে কোন বিপ্লব, আর তা দমন করার দায়িত্ব ওদের দু'জনের।

আর এন্টিওকাস,—তার কান্না পাচ্ছে। সে একবার পুরোহিতের দিকে তাকালো, দেখলো পল সোজা হ'য়ে ঘোড়ার উপর বসে আছে, যেন কোন সন্ত চলেছেন শোভাযাত্রায়। তা সত্বেও এন্টিওকাসের চিন্তাটা অকস্মাৎ ব্যবহারিক হ'য়ে উঠলো, 'মার দোকানে আজ খুব বেচা-কেনা হবে কিন্তু।'

এন্টিওকাস ভারী খুশী হ'য়ে উঠলো, সে উত্তেজনায় তার কোটটাকে খুলে কাঁধের উপর ফেলে দিলো। ওরা এবার এসে পৌছল গ্রামে।

ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে বুড়ো শিকারীর নাৎনী তার ঠাকুরদার সম্বন্ধে খোঁজ নিলো। পল বললো, 'ভালোই আছে।'

'তাহ'লে সেরে উঠেছে দাদু, সত্যি ?'

'না, তোমার দাদু এতক্ষণে মারা গেছে।'

মেয়েটি আর্তনাদ ক'রে উঠলো, আজকের এই উৎসবে একটুখানি বেসুরোর মতো।

ছেলেরা সবাই পাহাড় থেকে পুরোহিতকে অভ্যর্থনা করার জন্যে নেমে এসেছে। তারা পলের ঘোড়ার চারিদিকে মক্ষিকার আবর্তের মতো ঘুরতে লাগলো। তারপর ওরা সবাই একসংগে এসে পৌঁছলো গির্জার আঙিনায়। দূর থেকে যে-রকম অগণিত মনে হ'চ্ছিল জনতার লোক সংখ্যা ততো বেশি নয়। তাছাড়া, চৌকিদার আর তার কুকুরের উপস্থিতিতে জনতা যেন অপেক্ষাকৃত শান্ত ও শৃংখলাবদ্ধ হ'য়ে পড়লো। পুরুষেরা সবাই প্রাচীরের পাশে গাছের নিচে ভীড় ক'রে দাঁড়িয়েছে। কেউ বা এণ্টিওকাসের মায়ের দোকানে গিয়ে খাচ্ছে মদ। আর মেয়েরা সব ঘুমন্ত শিশুদের কোলে নিয়ে বসে আছে গির্জার সোপানে। তাদের মধ্যমণি হ'য়ে ব'সেছে নিনা মাসিয়া। তন্দ্রায় ঢুলু ঢুলু দু'টি চোখ। প্রাংগনের মধ্যস্থলে দাঁড়িয়ে আছে গুরু গম্ভীর চৌকিদার, কঠিন পাথরের মূর্তি যেন।

পুরোহিতের আগমনের সংগে সংগে সবাই উঠে দাঁড়িয়ে ওকে ঘিরে ধরলো, আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা, সবাই। মদের দোকানের দরজার উপর দাঁড়িয়ে আছে দীর্ঘ, হাঘরের মতো চেহারা একটি মেয়ে, এণ্টিওকাসের মা। সে জনতার দিকে তাকিয়ে মৃদু মৃদু হাসছে। বহ্ন্যুৎসবে আলোর ঝলকে এর মুখখানা হ'য়ে উঠেছে তামাটে লাল। শিশুরা সবাই চমকে জেগে উঠে মার কোলের উপর ন'ড়ে চ'ড়ে উঠছে। এমন কি দরিদ্রতম শিশুটির হাতেও আজ স্বর্ণ-শংখের বলয়। শিশুদের নড়ার সংগে সংগে সেগুলি ঝিলিক দিয়ে উঠছে আলোয়। আর এই ক্ষিপ্ত চঞ্চল জনতার মধ্যস্থলে অশ্বপৃষ্ঠে পল—যেন একদল মেষের মধ্যস্থলে মেষপালক !...এর এতোটুকু ভুল নেই।

নয়

আবার পল এসে বসেছে খাবার ঘরে নিজের টেবিলে, প্রদীপের আলোয়। জানলার ফাঁকে দেখা যায়, পাহাড়ের চূড়ার ওপারে বিবর্ণ আকাশে চাঁদ।

পল তার গ্রামবাসীদের কয়েকজনকে আমন্ত্রণ ক'রে নিয়ে এসেছে। ওদের মধ্যে আছে শাদা গোঁফওয়ালা এক বৃদ্ধ আর পল আজ যে ঘোড়াটা চ'ড়ে গিয়েছিল তার মালিক। তারা সবাই এখানে ব'সে ব'সে মদ খাচ্ছে, ঠাট্টাতামাসা করছে, এবং শিকারের গল্প বলছে। শাদা গোঁফওয়ালা বৃদ্ধ নিজেও একজন শিকারী। সে রাজা নিকোডেমাসের দোষ-ত্রুটি সম্বন্ধে আলোচনা করছে, বলছে, নিকোডেমাস ভগবানের নির্ধারিত বিধি অনুসারে মৃগয়া করেনি। বৃদ্ধ বলছে,

'এই অন্তিম সময়ে আমি ওর কোনো দুর্নাম করতে চাইনে। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, লোকটা শিকারে বেরুতো—যেন বাজারে বেরিয়েছে। গত বছর শীতের সময় ও খালি বিলিতি নেউলের চামড়া বেচেই প্রায় হাজারো লিরা রোজগার করেছে। ভগবান আমাদের জন্তু জানোয়ার মারতে দিয়েছেন, কিন্তু জাতকে জাত একেবারে উজাড় করতে তো বলেন নি? শুধু তাই নয়, জাল পেতে জানোয়ার ধরাও অনুচিত। এতে পশুরা আমাদের মতোই যন্ত্রণা পায়। জালের মধ্যে যখন তারা মরে, সে কী ভয়ানক! কিন্তু নিকোডেমাস তা-ও করতো। একবার নিজের চোখে দেখলুম, এক জায়গায় ও জাল এড়েছে। সেখানে জালে খরগোসের একটা ঠ্যাং র'য়ে গেছে ছিঁড়ে। ভাবতে পারো ব্যাপারটা কী? খরগোসটা জালে পড়েছিল, ঠ্যাংটা রয়ে গেছে ভেঙে। কিন্তু এতো ক'রেও নিকোডেমাস তার টাকা-পয়সা

দিয়ে কী করেছে শুনি? সব পুঁতে রেখেছে! এবার তার নাতি মদ খেয়েই দু'চার দিনে উড়িয়ে দেবে, দেখো।'

ঘোড়ার মালিক বললে, 'টাকা তো খরচ করার জন্যেই বাপু! ধরো না আমারই কথা। আমি তো দু'হাতে খরচা করেছি। একবার একটা উৎসবের সময় কিছু কাজ-কর্ম নেই, ব'সে আছি। দেখলাম একটা লোক তাড়া তাড়া রেশম বিক্রী করছে। ডাকলাম লোকটাকে। তারপর তার সব মাল একসংগেই কিনে ফেললাম। সেগুলোকে সব ছড়িয়ে দিলাম গির্জের উঠোনে। ভীড় জ'মে গেল চোখের নিমিষে। কী হাসি, আর কী সে চেঁচামেচি। একেবারে হুল্লোড় প'ড়ে গেল।'

অন্যান্য সবাই এই গল্পটা শুনে হো-হো ক'রে হেসে উঠলো। শুধু হাসলো না পল, সে অন্যমনস্কভাবে ব'সে রইলো। ভারী ক্লান্ত, পাণ্ডুর সে।

শাদা-গোঁফ-ওলা বুড়ো সশ্রদ্ধ স্নেহের সংগে লক্ষ্য করছিল ওকে। সে এবার চোখ টিপে সবাইকে অচিরে বিদায় হওয়ার জন্যে ইংগিত করলো। অতিথিরা সবাই একসংগে তাদের আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো এবং পলের কাছে বিদেয় নিলো। এবার পল একা। প্রদীপের শিখাটি বাতাসে কেঁপে কেঁপে উঠছে। বাইরের আকাশে জানলার অবকাশে দেখা যায় জ্যোৎস্নার সমারোহ। বিদায়ী অতিথিদের ভারি বুটের তলার লোহার গুল-গুলো জনহীন পরিত্যক্ত পথে ধ্বনিত হ'য়ে উঠছে। তখনো পলের মা আছেন হেঁসেলে। এখান থেকে পল তাঁকে দেখতে পাচ্ছে না, কিন্তু স্পষ্ট অনুভব করছে, গত রাত্রির মতো আজ রাত্রিতেও তিনি সতর্ক সজাগ হ'য়ে তাকে লক্ষ্য করছেন।

গতরাত্রি! পলের মনে হোলো, সে বুঝি অকস্মাৎ দীর্ঘ একটা শুপ্তি থেকে জেগে উঠলো। কাল রাত্রিতে আগনিসের পাশে বিদায়

নেওয়া, তারপর সারা রাত্রি ধ'রে সংগ্রাম, চিঠি, উপাসনা, পাহাড়ে নিকোডেমাসের কাছে যাওয়া, গ্রামবাসীদের উৎসব, শোভাযাত্রা। মনে হোলো এ সমস্তই স্বপ্ন। তার বাস্তব জীবনটা এখন আবার শুরু হ'চ্ছে। মাত্র কয়েক পা এগিয়ে সে দোরটা খুলবে…তারপর ফিরে যাবে আগনিসের কাছে।…সত্যি, তার বাস্তব জীবনটা শুরু হচ্ছে আবার। কিন্তু পরক্ষণেই পল ভাবলো, হয়তো আজ আর সে আমার প্রতীক্ষায় নেই। হয়তো সে কোনো দিন আর আমার প্রতীক্ষায় থাকবে না।

পলের পা দু'টো কেঁপে উঠলো, একটা আতংক পেয়ে বসলো তাকে। তার কেবলই মনে হোতে লাগলো, হয়তো আগনিস তার পত্রকে ভাগ্যের বিধান ব'লেই মেনে নিয়ে তাকে ভুলতে শুরু করেছে। এতক্ষণে পল অন্তরে অন্তরে বুঝলো, পাহাড়ের উপর থেকে নামার পর থেকে এই কথাটাই ওকে এতো পীড়া দিচ্ছে, ওর জীবন থেকে আগনিসের এমনি নীরবে নির্বিবাদে বিদায় নেওয়ার কথাটা। পলের মনে হোলো, আগনিস তাকে আর ভালোবাসবে না। এ যে তার মৃত্যু পল দুই হাতে মুখ ঢেকে আগনিসের চেহারা ভাবতে চেষ্টা করলো, তারপর মনে মনে আগনিসকে তিরস্কার করে উঠলো :

'আগনিস, তুমি তোমার শপথ ভুলে গেলে! কিন্তু কেমন ক'রে তুমি তা পারো? তুমি তোমার সবল দু'টি হাতে আমার হাত ধ'রে ব'লে ছিলে, "আজ থেকে আমরা দু'জনে চিরজীবনের জন্যে বাঁধা পড়লাম। জীবনে মরণে আমরা দু'জনে সহযাত্রী।" তুমি সে কথা কেমন করে ভুলে যেতে পারো আগনিস? তুমি বলেছিলে, তুমি জানো…'

এই তিরস্কারগুলি আগনিসও ওকে করতে পারতো। পলের যেন নিঃশ্বাস আটকে' এলো। সে দুই হাতে চেপে ধরলো জামার কলারটা।

'শয়তানের ফাঁদে পা দিয়েছি আমি।' পল ভাবলো। তার মনে পড়লো জালে-প'ড়ে-ঠ্যাং-ছিঁড়ে-পালিয়ে-আসা খরগোসের কথা। পল গভীর একটা নিঃশ্বাস নিয়ে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালো এবং প্রদীপটা হাতে নিলো। স্থির করলো, সে তার আকাংখাকে জয় করবে! যদি নিজেকে মুক্ত করবার জন্যে দেহকে বিক্ষত বিচ্ছিন্ন করতে হয়, তবে তা-ও করবে সে। এবার পল উপরে নিজের ঘরে যাওয়াই স্থির করলো, কিন্তু একটু এগিয়ে দেখলো, মা হেঁসেলে তাঁর নিয়মিত স্থানটিতে চুপচাপ ব'সে আছেন। তাঁর পাশে প'ড়ে ঘুমুচ্ছে এণ্টিওকাস। পল জিজ্ঞাসা করলো, 'ও এখনো এখানে কেন?'

মা যেন ইতস্তত ক'রে তাকালেন পলের দিকে। এসম্বন্ধে কোনো উত্তর না দিয়ে তিনি যদি এণ্টিওকাসকে নিজের কাপড় দিয়ে ঢেকে লুকিয়ে রাখতে পারতেন তবেই বুঝি খুসী হ'তেন। তাহ'লে পল আর অপেক্ষা না ক'রেই শুতে চ'লে যেতো। পলের উপর মার পূর্ব বিশ্বাস সম্পূর্ণ ফিরে এসেছে। কিন্তু তবু, তাঁরো যেন মনে পড়লো শয়তান আর তার জালের কথা। এমন সময় অকস্মাৎ এণ্টিওকাস জেগে উঠলো। তার মনে পড়লো, কেন সে এখানে এখনো অপেক্ষা করছে। বললো, 'আপনি যাবেন ভেবে মা বসে আছেন। তাই আমি আপনার জন্যে এখানে অপেক্ষা করছি।'

প্রতিবাদ ক'রে উঠলো মা, 'কিন্তু এতো রাত্তিরে বুঝি যাওয়া চলে? যাও, মাকে বলো গে, পুরুত ঠাকুর কাল আসবেন। আজ তিনি ভারী ক্লান্ত।'

কথাগুলো এণ্টিওকাসকে বললেও মা কিন্তু তাকিয়ে ছিলেন ছেলের মুখের দিকে। মা লক্ষ্য করলেন, পলের কাচের মতো স্বচ্ছ চকচকে চোখদুটো প্রদীপের আলোর দিকে নিবদ্ধ। তার চোখের পাতাদুটো প্রদীপের আগুনে-পড়া পতংগের পাখার মতো বারেক যেন

কেঁপে উঠলো। এণ্টিওকাস হতাশ হ'য়ে উঠে দাঁড়ালো, বললো, 'কিন্তু মা ওঁর জন্যে বসে আছে। নাকি খুব জরুরী দরকার।'

'দরকার থাকলে যাবে'খন। তুই এখন যা দেখি।' ধমক দিয়ে উঠলেন মা।

মার দিকে তাকাতেই পলের চোখদুটো অকস্মাৎ রোষে দপ্ ক'রে জ্বলে উঠলো, সে বুঝলো, পাছে সে আজ রাত্রিতেও আবার বাইরে যায়, এই ভয়েই মা বাধা দিচ্ছেন। একটা অকারণ আক্রোশে তার মনটা মুহূর্তে তিক্ত হ'য়ে গেল। পল সশব্দে প্রদীপটা টেবিলের উপর রেখে এণ্টিওকাসকে বললো, 'চলো, তোমার মার সংগে দেখা ক'রে আসি।'

তারপর পল দালানে এসে ফিরে দাঁড়ালো, এবং মাকে বললো, 'দোর বন্ধ কোরো না যেন। আমি একখুনি ফিরে আসবো।'

মা নিজের আসন থেকে এতোটুকুও নড়লেন না। তারপর ওরা দু'জনেই যখন বেরিয়ে গেলেন, তখন তিনি অর্ধোন্মুক্ত দরজার ফাঁকে দেখলেন, ওরা দু'জনে জোৎস্নাপ্লাবিত গির্জার প্রাংগন পার হ'য়ে গিয়ে এণ্টিওকাসের মায়ের রেস্তরাঁয় ঢুকলো। তখনো রেস্তরাঁয় আলো জ্বলছে। মা আবার রান্নাঘরে এসে গতরাত্রির মতোই সজাগ হ'য়ে ব'সে রইলো। বিস্মিত হোলেন মা এখন আর সেই পুরাতন পুরোহিতের পুনরায় আবির্ভাবের কোনো ভয় করছে না তাঁর। সে কি একটা দুঃস্বপ্ন মাত্র। কিন্তু তবু যেন মা তাঁর অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে অনুভব করলেন, কে জানে, হয়তো সেই প্রেতাত্মা আবার আসবে, এসে চাইবে তার সারানো মোজাগুলো।

'আমি তো সে দু'টো খুব ভালো ক'রে সেরে রেখেছি।' মা যেন কাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বললেন। তাঁর মনে পড়লো, তিনি পলের মোজা দুটো সেরে রেখেছেন বটে। তাঁর মনে হোলো, আজ যদি বা

সেই প্রেতাত্মার আবির্ভাব ঘটে, তবে তিনি কোনো মতেই হার মানবেন না!

চারিদিক নিস্তব্ধ। নীরব জানলার বাইরে গাছগুলি চাঁদের আলোয় রূপোর মত চকচক করছে। আকাশ যেন দুগ্ধফেনের সমুদ্র। সুবাসিত লতাগুল্মের গন্ধ আসছে ঘরে, বাতাসে ভেসে। চুপচাপ ব'সে আছেন মা। পল আজকে আবার পাপের পথে যেতে পারে, একথা জেনেও কেন তাঁর এ প্রশান্ত ভাব কে জানে? মার যেন আর আগের মতো ভয়ও করছে না। তাঁর চোখের সুমুখে ভেসে উঠলো ছেলের করুণ ভীরু মুখখানি, মা দেখলেন, দুরু দুরু কেঁপে উঠলো তার চোখের পাতা দু'টি, সে যেন শিশু, এখুনি কেঁদে ফেলবে বুঝি! মা'র মাতৃহৃদয কোমল সহানুভূতিতে বিগলিত হ'য়ে গেল, তিনি কাতরভাবে ব'লে উঠলেন, কেন প্রভু, কেন? কেন?'..

প্রশ্ন শেষ কবতে পারলেন না মা। প্রশ্নটা তাঁর অন্তরের অন্তস্থলে তলিয়ে গেল, যেমন করে একখণ্ড ভারী পাথর কূপের গভীরে তলিয়ে ·যায়। কেন? কেন প্রভু, পুরোহিতকে নারীর ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত থাকতে হবে? ভালোবাসায় তো সবার ন্যায্য অধিকার আছে? কি দীন-দবিদ্র, কি অন্ধ-খঞ্জ, কি অপরাধী-বন্দী, সবারই তো অধিকার আছে ভালোবাসায? তবে পলই বা একাকী সে-অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে কেন প্রভু?

কিন্তু পরমুহূর্তেই তাঁর চেতনা বাস্তবে ফিরে এলো। এন্টিওকাসের কথাগুলো মনে পড়লো মার। এন্টিওকাসের মতো অজ্ঞ বালক-ও যে শুভ্র স্বচ্ছ জীবন যাপন করতে চায়! লজ্জিত হোলেন মা।

অধিকন্তু তাঁর পল তো দুর্বল নয়। তার পূর্বপুরুষদের চেয়ে কোনো অংশেই খাটো নয় সে। সে কখনো কান্নায় গ'লে পড়বে না। তার

চোখের পাতা মুদবে মৃতের চোখের পাতার মতো শুষ্ক দুইটি চোখের উপর। কারণ, সে দুর্বল নয়,—সে শক্তিমান। মা যেন ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন, এ আমি কি সব ছেলেমানুষি করছি!'

মা'র মনে হোলো, একটি দীর্ঘদিনের সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে বুঝি তাঁর বয়স বিশ বছর বেড়ে গেছে। প্রতিটি ঘণ্টা অতিবাহিত হ'য়েছে, আর তাঁর ক্লান্ত দুর্বহ মনটা হ'য়ে উঠেছে আরো ক্লান্ত, আরো ভারী। প্রতিটি মিনিট তাঁর বুকে হেনেছে কঠিন আঘাত—পাহাড়ের ওদিকের পাথর ভাঙার হাতুড়ির মতো কঠিন নিষ্ঠুর আঘাত। কাল যে ব্যাপারগুলো মার কাছে অস্পষ্ট, দুর্বোধ্য ছিল, আজ সেগুলিও যেন সুস্পষ্ট এবং সহজবোধ্য হ'য়ে উঠেছে। আগনিসের মূর্তি যেন তাঁর সম্মুখে এসে দাঁড়ালো। মুখে-চোখে গর্বের দীপ্তি, অন্তরের অনুভূতির কোনো প্রকাশ নেই সেখানে। মা ভাবলেন, 'দুর্বল নয় মেয়েটা, ও সব কিছুই গোপন রাখতে পারবে।'

ধীরে ধীরে মা তাঁর চেয়ার ছেড়ে উঠে ছাই দিয়ে চুল্লীর আগুনটাকে ঢেকে ফেলতে লাগলেন। তারপর যখন তিনি তার ঘরে এসে ঢুকলেন, তখন তিনি অবসাদে ভেঙে পড়েছেন। মা কোনো রকমে ব'সে পড়লেন একটা চেয়ারে।

তারপর পোশাক ছাড়লেন শোয়ার জন্যে। জুতো দু'টো খুললেন পা থেকে। তারপর সে দু'টোকে রাখলেন পাশাপাশি সাজিয়ে, যেন দু'টি বোন। সারা রাত্রি তারা দু'টিতে একত্রে শুয়ে থাকবে! মা বিড়বিড় করে প্রার্থনা করলেন, দুর্বল ক্লান্তিতে হাই তুললেন। একবার মনে হোলো তাঁর, এন্টিওকাসের মার সংগে কী-ই বা কথা থাকতে পারে পলের? মেয়েটার দুর্ণাম আছে ঢের। সে নাকি চড়া সুদে টাকা ধার দেয়, আর করে কুটনী-গিরি। তার সংগে পলের দেখা করার কী প্রয়োজনই বা থাকতে পারে? মা ফুঁ দিয়ে প্রদীপ নেবালেন

আঙুল দিয়ে পোড়া শলতেটা থেকে ছাই ঝেড়ে ফেললেন, তারপর বিছানায় এসে বসলেন, কিন্তু কোনো মতেই শুতে পারলেন না।

এবার যেন তাঁর কানে এলো, ঘরের মধ্যে কার পদশব্দ। আবার কী সেই প্রেতাত্মা এলো? ভয়ে শিউরে উঠলেন মা। যদি সেই প্রেতাত্মা তাঁর বিছানায় উঠে এসে তাঁকে জড়িয়ে ধরে? মুহূর্তে মার দেহের রক্তস্রোত হিম জমাট হ'য়ে গেল। প্রবল বেগে নাচতে লাগলো হৃৎপিণ্ডটা। কিন্তু পরক্ষণেই মা নিজেকে সামলে নিলেন। এমনি অহেতুক ভয়ের জন্যে ভারী লজ্জা করলো তাঁর।

মা অনেকক্ষণ স্থির হ'য়ে দম বন্ধ ক'রে প'ড়ে রইলেন, তারপর বিছানার চাদরটাকে টেনে নিয়ে গায়ে চাপা দিলেন, এমন কি কান পর্যন্ত মুড়ি দিয়ে শুলেন। পল বাড়ী আসে কি, না-আসে তা শোনার ইচ্ছাও নেই। কিন্তু তবু যেন মা তাব অন্তবাত্মায অনুভব করলেন, পল আজ আর বাড়ী ফিরবে না। কে যেন তাকে তাব ইচ্ছার বিরুদ্ধে টেনে নিযে গেছে।

কিন্তু মা তবু পলের সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত। তিনি জানেন, কখনো না কখনো সে নিজেকে মুক্ত ক'রে ফিরে আসবেই আসবে। যাই হোক, মা বিছানাব চাদরেব তলায় চুপচাপ প'ড়ে রইলেন। এখনো তিনি ঘুমোন নি। কিন্তু ধীরে সবই যেন অস্পষ্ট জড়িত হ'যে আসছে তাব কাছে। চাদরের নিচে তাঁর কাণের মধ্যে একটা অস্পষ্ট ধ্বনি ভেসে আসতে লাগলো। ধীরে ধীরে এই ধ্বনিটা আবার রূপান্তরিত হ'যে গেল জানলার নিচে গির্জাপ্রাংগনে জনতার কোলাহলে। তাবপর আবার যেন তা রূপান্তরিত হ'য়ে গেলো দূর প্রান্তর থেকে ভেসে আসা কান্নার করুণ সুরে। কারা যেন কাঁদছে, আর সেই সংগে হাসছে, নাচছে, গাইছে। ওদেরই মাঝখানে রয়েছে তাঁর পল। আর এই জনতার উর্ধ্বে যেন বহুদূর থেকে ভেসে আসছে একটি বাঁশীব মৃদুমধুর

সুর। কে বাজায় এ বাঁশী—ভগবান স্বয়ং বুঝি। তাঁরই বাঁশীর সুরে দুনিয়ার মানুষ আজ নাচে।

দশ

সমস্ত দিন এন্টিওকাসের মা অবাক্ হ'য়ে ভেবেছে, পুরোহিতের আগমনের উদ্দেশ্যটা কী। কিন্তু তবু হাবভাবে সে কাউকে জানতে দেয়নি যে আজ পুরুত ঠাকুর তার দোকানে আসতেও পারেন। এন্টিও-কাসের মা ভাবলো, হয়তো তার সুদ নেওয়া সম্পর্কে কিম্বা অন্য যে-সব ব্যবসা সে করে, তার সম্বন্ধে উপদেশ দেবেন পুরোহিত। কিম্বা হয়তো তার কাছে টাকা ধার নিতে আসছেন, নিজের কি অন্য কারো জন্যে। অবশেষে কিছুই স্থির করতে না পেরে শেষ খদ্দেরটি বিদায় নেওয়ার সংগে সংগেই এন্টিওকাসের মা তার পোষাকের পকেটে হাত দিয়ে এসে দাঁড়ালো চৌকাঠের উপর। তাম্র মুদ্রায় কানায় কানায় ভরে উঠেছে দু'টি পকেট। এন্টিওকাসের মা মাঝে মাঝে উঁকি দিয়ে পথের দিকে দেখলো, অন্ততপক্ষে এন্টিওকাস একলাও ফিরছে কি না, তারপর দোকানপাট গুছিয়ে দরজা বন্ধ করতে গেলো। দরজার নিচের অর্ধেকটুকু বন্ধ ক'রে নুয়ে প'ড়ে আগলও লাগালো। এন্টিও-কাসের মার চেহারা লম্বা, মোটাসোটা হ'লেও সে বেশ কর্মক্ষম এবং চঞ্চল। অন্যান্য মেয়েদের তুলনায় তার মাথাটা ছোট। তবে কালো পাকানো বেণী মাথার উপর জড়ানো থাকায় মাথাটা বড়োই দেখায়।

এমন সময় দেখা গেলো পুরোহিতকে। দেখেই এন্টিওকাসের মা সোজা হ'য়ে দাঁড়ালো এবং পুরোহিতের চোখের উপর তার কালো চোখ দু'টো তুলে আপনার আত্মমর্যাদা অক্ষুন্ন রেখে নমস্কার জানালো, তারপর পুরোহিতকে মদের দোকানের পেছনে একটি কামরায়

গিয়ে বসতে বললো। এন্টিওকাস মার দিকে তাকালো একবার, ইচ্ছা, মা পুরোহিতকে ওঘরে যেতে আরো একটু সাধাসাধি করে। কিন্তু পল ঈষৎ হেসে বললো 'না, এখানেই বসছি।'

ব'লেই সে একটা সুদীর্ঘ সুরাসিক্ত টেবিলের পাশেই ব'সে পড়লো। এই দুর্বার দুর্ভাগ্যকে মেনে নেওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না এন্টিওকাসের। তাই এবার হাল ছেড়ে দিয়ে পুরোহিতের পাশে এসে সে দাঁড়ালো। একবার ঘরের চারিদিকে চোখ বুলিয়ে নিলো, সব যথাস্থানে রয়েছে কিনা। এন্টিওকাসের ভয় হচ্ছিল, পাছে এতো রাত্রিতে কোনো খদ্দের এসে ওদের বৈঠকে বাদ সাধে। কিন্তু এলো না কেউ; ঘরের জিনিষপত্রও সব যথাস্থানেই আছে। বিরাট পেট্রোম্যাক্স বাতির আলোর ওদিকে দেওয়ালে এসে পড়েছে এন্টিওকাসের মার বিপুল ছায়া। আলমারিতে সাজানো রয়েছে বোতল বোতল মদ, লাল, হলদে, সবুজ। পল যে টেবিলটিতে ব'সেছে তা ছাড়া আর একটি ছোট্ট টেবিল আছে এ ঘরে। অন্য কোনো আসবাব-পত্র নেই। সারাদিন ধ'রে এন্টিওকাস এই মুহূর্তটির প্রতীক্ষা করেছে। এখন কেবল তার ভয় হচ্চে, হয়তো কেউ এসে পড়বে, হয়তো তার মা ঠিক মতো আদবকায়দা মেনে চলতে পারবে না। এন্টিওকাসের ইচ্ছা, তার মা পুরোহিতের কাছে আরো একটু বিনীত হোক, আরো একটু নম্রতা দেখাক্। কিন্তু মা তা না ক'রে দোকানে সে যে-জায়গাটিতে নিয়মিতভাবে বসে, সেখানে গিয়ে আবার বসেছে, গম্ভীর একটা ভাব, যেন সম্রাজ্ঞী বসেছেন তার সিংহাসনে। এন্টিওকাসের মাকে দেখে মনে হোলো, যে লোকটি সাধারণ ক্রেতার আসনে এসে এখন বসেছে, সে যে সাধারণ ক্রেতা নয়, সে যে বহু তাজ্জব ঘটনার সৃষ্টি করতে পারে, বা কেবল তারই জন্যে যে এই দোকানে আজ মদের প্লাবন বয়ে গেছে, একথা এন্টিওকাসের মা আদৌ বোঝেনি। যাই

হোক, অবশেষে কথা বললো পল, 'তোমার স্বামীও এখানে থাকলে ভালো হ'তো। তবে এন্টিওকাস বললো, সে নাকি রোববারের আগে আসবে না।'

এন্টিওকাসের মা শুধু মাথা নেড়ে জানালো, ব্যাপারটা সত্যি।

এন্টিওকাস কিন্তু উদ্‌গ্রীব ভাবে বললো, 'হ্যা, রোববারে আসবে। আর আপনি বললে আমি গিয়ে ডেকে আনতে পারি।'

কিন্তু এন্টিওকাসের কথায় কান দিলো না কেউ।

পল বলতে লাগলো, 'আমি এন্টিওকাসের সম্বন্ধেই দু'চারটা কথা বলতে চাই। ও এখন বড়ো হ'য়েছে। এখন তোমাদের ভেবে দেখা উচিত, ওকে নিয়ে তোমরা কি করতে চাও। যদি কোনো ব্যবসায়ে লাগাও বা কাজ-কর্ম শেখাও তারও সময় হ'য়েছে। আর যদি চাও যে, ও পুরুত হোক, তবে সে সম্বন্ধেও ভেবে চিন্তে দেখা দরকার। কারণ, তার দায়িত্ব কম নয়।'

এন্টিওকাস কী যেন বলতে গেলো, কিন্তু মা কথা বলতে আরম্ভ করায় সে নীরবে কান পেতে শুনতে লাগলো। তার কচি মুখখানিতে ফুটে উঠলো বিরক্তি আর অসমর্থন। এন্টিওকাসের মা অভ্যাস মতো স্বামীর প্রশংসা করার সুযোগটুকু ছাড়লো না। সুযোগ পেলেই সে স্বামীর সুখ্যাতিতে পঞ্চমুখ হ'য়ে ওঠে এবং একজন বুড়োকে বিয়ে ক'রে সে যে কিছু ভুল করে নি, একথা প্রমাণ করার চেষ্টায় ব্যস্ত হ'য়ে পড়ে।

এন্টিওকাসের মা বলতে লাগলো, 'আপনি তো জানেন, আমার সোয়ামীর মতো মানুষ আর দুনিয়ায় দুটি নেই। অমন সোয়ামী ক'টা স্ত্রীর থাকে? অমন বাপও ক'টা ছেলেমেয়ে পায়? আর খাটতেও পারে তেমনি। কাজ করতে ওর জোড়া এ-গাঁয়ে দুটি মানুষ আছে? তাই আমার মতে, যদি এন্টিওকাসকে কোন কাজে ঢুকতেই

হয়, তবে ওর বাপের কাজ ছাড়া আর কী করবে বলুন? আর সেই সব চেয়ে ভালো। তবে ওর যা ইচ্ছে হবে, তাই করবে ও। যদি কিছু করতে না চায়, না করবে। ভাববেন না যে আমি দেমাক ক'রে বলছি। কাজকর্ম না করলে যে ওকে চুরি ডাকাতি ক'রে খেতে হবে এমনো না। আর যদি বাপের ব্যবসা করতে ওর মন না চায়, তবে যা করতে চায় করবে।'

'আমি পুরুত হবো।' এণ্টিওকাস বললো। তার ঠোট আর চোখ দুটো কেঁপে উঠলো উদ্‌গ্রীব আগ্রহে।

'বেশ, তাই হবে।' বললো মা।

এমনিভাবে এণ্টিওকাসের নিয়তি নিয়ন্ত্রিত হয়ে গেল।

পল তার হাত দুটোকে অলসভাবে টেবিলের উপর রেখে চারিদিকে একবার তাকালো। পরের কাজেই বা এভাবে হস্তক্ষেপ করার প্রয়োজন কী তার? ব্যাপারটা পলের নিজের কাছেও ভারী হাস্যকর মনে হোলো। সে নিজে যখন তার ভবিষ্যতের কূল কিনারা পেলো না, তখন সে এণ্টিওকাসের ভাবী জীবনের সমস্যা নিয়েই বা মাথা ঘামায় কেন?

পলের সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছে এণ্টিওকাস, আশার দৃপ্ততা তার মুখে চোখে। যেন এক টুকরো লাল উত্তপ্ত লোহা, হাতুড়ির আঘাতের প্রতীক্ষায় আছে—যে আঘাতটা তার ভাবী চেহারাটাকে নির্ধারিত ক'রে দেবে। পল এণ্টিওকাসের দিকে একবার তাকালো, ঈর্ষা-ও হলো বুঝি। মনে মনে সে এণ্টিওকাসের মার প্রশংসা না ক'রে পারলো না—সে তার ছেলেকে নিজের ভবিষ্যৎ বেছে নেওয়ার সুযোগ দিয়েছে।

নিজের চিন্তাধারা অনুসরণ ক'রে বড়ো গলায় বললো পল, 'কিন্তু এণ্টিওকাস, একটা কথা আমি তোমায় জিজ্ঞাসা করতে চাই। তুমি

তোমার মার সম্মুখে দাঁড়িয়ে বলো তো, কেন পুরুত হতে চাও তুমি? তুমি জানো, পুরুত হওয়াটা পেশা নয়। এ কামারের কাজ নয়, ছুতোর মিস্তিরির-ও কাজ নয়। এখন হয়তো তুমি ভাবছো, পুরোহিত হওয়া ভারি সোজা—কেমন আরাম ওদের। কিন্তু পরে বুঝতে পারবে, ভারি কঠিন এ কাজ। অন্যান্য সবাই যে আনন্দ উপভোগের সুযোগ পায়, তা থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত হতে হবে তোমাকে। যদি তুমি সত্যি ভগবানের সেবা করতে চাও, তবে তা শুধু জীবনব্যাপী আত্মত্যাগের দ্বারাই সম্ভব।'

এণ্টিওকাস সহজ কণ্ঠে বললো, 'আমি তা জানি। আমি ভগবানের সেবাই করতে চাই।'

ব'লেই সে একবার মার দিকে তাকালো। উৎসাহটা এমন ভাবে মার কাছে প্রকাশ ক'রে ফেলে যেন একটু লজ্জা হ'চ্ছিল তার। কিন্তু এণ্টিওকাস দেখলো, মা নির্বিকারভাবে তার আসনটিতে ব'সে আছে। তাই আবার বললো এণ্টিওকাস, 'মা আর বাবা দু'জনেরই ইচ্ছে আমি পুরুত হই। আর তারা বাধাই বা দেবে কেন শুনি? আমি মাঝে মাঝে একটু অমনোযোগী হ'য়ে পড়ি, সে কেবল আমি ছেলে-মানুষ ব'লে। তবে এবার থেকে আমি খুব গম্ভীর আর মনোযোগী হবো।'

পল বললো, 'কিন্তু আমি সে কথা জিজ্ঞাসা করছি না এণ্টিওকাস! তুমি এখনও যথেষ্ট গম্ভীর আর মনোযোগী আছো। যদিও এ বয়সে তোমার বেপরোয়া হ'য়ে খেয়াল খুশিতে দিন কাটানোই ছিল উচিত। ভাবী জীবনের জন্যে নিজেকে তৈরী করো, এবং সেই সংগে ছেলে-মানুষের মত থাকো এখন।'

'আমি কী ছেলেমানুষের মত নয়?' প্রতিবাদ করলো এণ্টিওকাস, 'আমি তো খেলাধুলো করি। আপনাকে শুধু দেখিয়ে করি না, এই

যা। আর, তাছাড়া, আমার যদি ইচ্ছে না থাকে, তবে খেলবোই বা কেন? আরো কতো কী ফুরতির জিনিষ আছে! গির্জার ঘণ্টা বাজাতে আমার ভারী ভালো লাগে। মনে হয়, আমি যেন একটা পাখী, গির্জার চূড়োয় গিয়ে বসেছি। আজো তো কী ফুরতিই না হোলো? ঠাকুর ব'য়ে নিয়ে গেলাম, তারপর পাথরের ঢিপিগুলোর উপর লাফিয়ে লাফিয়ে ঘুরলাম, আপনার ঘোড়ায় চ'ড়ে পৌছবার আগেই পৌছে গেলাম, আরো কত কী! তারপর বাড়ী ফেরার সময়ও ভারী ভালো লাগলো—আজকের দিনটা চমৎকার কাটলো আমার···। তারপর, আপনি যখন নিনা মাসিয়ার গা থেকে ভূত ছাড়ালেন, তখন কী খুশীই না হলাম।'

পুরোহিত অস্ফুট কণ্ঠে প্রশ্ন করলো, 'তুমি এই ভূত ছাড়ানো বিশ্বাস করো?'

মুহূর্তে পল দেখলো, ওর দিকে চোখ দুটো তুলে তাকালো এন্টিওকাস, বিস্ময় ও বিশ্বাসের দৃষ্টিতে চোখ দুটি তার জ্বলজ্বল করছে। পল নিজের অজ্ঞাতেই চোখ নামিয়ে নিলো, সে এন্টিওকাসের দৃষ্টি থেকে নিজের ক্লেদাক্ত আত্মাটাকে লুকিয়ে ফেলতে চায় বুঝি।

পল বিরক্ত হ'য়ে বললো, 'আমরা ছোট বয়সে এক রকম চিন্তা করি। তখন সমস্ত কিছুই আমাদের চোখে সুন্দর ও মনোরম হ'য়ে ওঠে। কিন্তু যখন আমরা বড় হই, তখন সব কিছুই যায় বদলে। তাই কোনো গুরুতর কাজে হাত দেওয়ার আগে সকলের খুব সতর্ক হয়ে চিন্তা করা দরকার। নইলে পরে অনুতাপ হ'তে পারে।'

পল আবার তার চোখ তুললো। তার মনে হ'লো, তার মুঠোর মধ্যেই যেন সে এই শিশুর আত্মাটাকে ধ'রে রেখেছে, মোমের মতো কোমল তরল আত্মা। তার একটু অসাবধানতার ফলে তা

হ'য়ে যেতে পারে বিকৃত, কুৎসিত। তাই ভয়ে ভয়ে যেন পল আবার চুপ ক'রে গেল।

এতোক্ষণ ধ'রে এন্টিওকাসের মা নীরবে ওদের দুজনের কথা শুনেছে। কিন্তু এবার যেন পুরোহিতের কথাগুলো তাকে একটু ব্যস্ত ক'রে তুললো। সে তার সম্মুখের টেবিলের টানাটা খুললো। এই টানার মধ্যে সঞ্চিত রয়েছে তার সকল অর্থ, এবং গ্রামের মেয়েদের বন্ধকী গহনা। এন্টিওকাসের মার মনের অন্ধকার অলিতেগলিতে কতকগুলো কুৎসিত চিন্তা বিদ্যুৎ গতিতে খেলে গেলো। সে ভাবলো, পাছে এন্টিওকাস একদিন ওকে গাঁ থেকে তাড়িয়ে দেয়, তাই হ'য়েছে পুরুতের যতো ভয় আর ভাবনা। কিম্বা, দরকার পড়েছে কিছু টাকার। এবার ধার চাইবে নিশ্চয়।...

সে আবার টেবিলের টানাটা ধীরে ধীরে বন্ধ ক'রে তেমনি শান্ত মুখে ব'সে রইলো। ওর দোকানে খদ্দেররা যখন নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা করে, তখনো ও এমনি ভাবেই চুপচাপ ব'সে থাকে, তাদের কোনো আলোচনায় যোগ দেয় না। এন্টিওকাস একাই পলের সংগে তর্ক ক'রে চললো, 'বিশ্বাসই বা না করবো কেমন ক'রে? নিনা মাসিয়াকে তো ভূতে পেয়েছিল? না, পায়নি? পায়নি বললে তো শুনবো না। আমি নিজেই দেখেছি, ভূতটা ওর মধ্যে ধড়মড় করেছে খালি,—ঠিক খাঁচার মধ্যে নেকড়ে বাঘের মতো! তারপর আপনি মন্তর পড়লেন। ব্যস, অমনি ছেড়ে গেল ভূত। তবে?'

পল স্বীকার করলো, 'সে কথা সত্যি, ভগবানের নামে সবই সম্ভব।'

ব'লেই সে অকস্মাৎ তার আসন ছেড়ে উঠলো। এন্টিওকাস ভয় পেয়ে বললো, 'আপনি চ'লে যাচ্ছেন?'

শুধু এই জন্যেই আসা? এন্টিওকাস ছুটোছুটি ক'রে মাকে ইংগিতে

ইসারায় কি সব বললো। মা তাক থেকে একটা মদের বোতল নামালো। সে ভেবেছিল, পুরোহিত ঠাকুরকে স্বল্প সুদে কিছু টাকা ধার দিয়ে ভগবানের কাছে তার কুশিদ-ব্যবসায়টাকে ন্যায়সংগত ব'লে কোনো রকমে চালিয়ে দেবে। কিন্তু এণ্টিওকাসের মা সেদিক থেকে একেবারে হতাশ হোলো। পুরোহিত ঠাকুর ঋণ চাইলেন না, উপরন্তু ব'লে গেলেন, ছুতোর মিস্ত্রির কাজ আর পৌরোহিত্য দু'টো এক নয়। যাই হোক, পুরুত ঠাকুরের সম্মান রক্ষা করাও একান্ত উচিত। তাই এণ্টিওকাসের মা বললো, 'কিন্তু প্রভু, আপনার তো এভাবে চলে যাওয়া হবে না। অন্ততপক্ষে, কিছু একটু মুখে দিন। এই মদটা খুব পুরোনো…'

এণ্টিওকাস ইতিমধ্যেই ট্রে একটা হাতে নিযে দাডিযেছে এসে। ট্রের উপব একটা কাচেব পেয়ালা। পল বললো, 'আচ্ছা, তবে দাও একটু।'

এণ্টিওকাসেব মা নুযে প'ডে পেযালায মদ ঢেলে দিলো, যেন একটি ফোঁটাও না বাইবে পডে সেদিকে সতর্ক তাব দৃষ্টি। পল মদেব পেয়ালাটা তুলে ধরলো। তবলিত মুক্তোব মতো ফেনিযে উঠলো মদ। গোধূলির গোলাপের মতো গন্ধ ছডিযে পডলো চাবিদিকে। পল পেয়ালাটা মুখে তুললো, বললো, 'এই গ্রামেব ভাবী পুবোহিতের স্বাস্থ্য কামনা করি!'

এণ্টিওকাসের পা দু'টো উত্তেজনায আব আবেগে কাঁপছে। জীবনেব পরম অনন্দের মুহূর্ত এটি। এণ্টিওকাসেব মা মদেব বোতলটা তাকে তুলে রাখার জন্যে ফিরেছে। এণ্টিওকাসও আনন্দে উন্মাদ। ওরা কেউ লক্ষ্য করলো না যে পল মুহূর্তে মড়ার মতো ফ্যাকাশে হ'যে গেল, দরজার ফাঁকে বাইরের দিকে অপলক নেত্রে তাকিযে রইলো, ভূত দেখেছে বুঝি!

পল দেখলো, গির্জার সম্মুখ দিয়ে একটা কালো মূর্তি নীরবে ছুটে আসছে। মূর্তিটি মদের দোকানের দরজায় পা দিয়েই ঘরের মধ্যে কার সন্ধানে যেন এদিক-ওদিক তাকালো, তারপর হাঁপাতে হাঁপাতে ঘরের মধ্যে ঢুকে' পড়লো।

মূর্তিটি আগনিসের বাড়ির ঝি।

পুরোহিত আপনার অজ্ঞাতেই যেন লুকাবার জন্যে রেস্তরাঁর অপর প্রান্তে পালিয়ে গেলো, কিন্তু পরক্ষণেই আবার কিসের তাড়নায় ফিরে এলো। পলের মনে হোলো, সে একটা লাটিমের মতো পাক খাচ্ছে। কিন্তু পর মুহূর্তে পল থেমে দাঁড়ালো, গম্ভীর স্থির হ'য়ে।

[illegible] মাকে ঝিটা বিড়বিড় ক'রে কী বলছে, তা কাণ পেতে শোনারও ইচ্ছা হোলো না পলের ; তার কেবল ইচ্ছা করলো, সে যদি এখান থেকে কোনো রকমে পালাতে পারে, তবেই বাঁচে। তার হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন এলো থেমে, সমস্ত দেহের রক্তস্রোত ভীড় ক'রে ছুটে এলো মস্তিষ্কে। তার মনে হোলো, কাণ দু'টোর ভেতরে বুঝি বা কে ঢাক পেটাচ্ছে। তবু ঝির কথাগুলো তার কাণে এসে স্পষ্ট বাজতে লাগলো।

মেয়েটা এক নিঃশ্বাসে ব'লে চলেছে, দিদিমণি প'ড়ে গেছে। পড়ার পর থেকেই নাক দিয়ে খালি রক্ত উঠছে। রক্তের নদী [illegible] গেল! মাথার ভেতরে শিরা ছিঁড়ে গেছে বোধ হয়, নইলে এতো রক্ত কেন? রক্ত এখনো বেরুচ্ছে।

পল ভাবতে চেষ্টা করলো, এ সমস্তই মিথ্যা। এই গল্পের মধ্যে এক রত্তিও সত্য নেই। আগনিস এই মেয়েটাকে তার ওপর নজর রাখতে পাঠিয়েছে। কিম্বা ভুলিয়ে-ভালিয়ে বাড়িতে নিয়ে যাবার ফিকিরে আছে। দোকানদার মেয়েটারও এতে যোগ আছে খুব সম্ভব।

কিন্তু অন্তরের অন্তস্থলে যেন কিসের আলোড়ন ক্রমেই প্রবল হ'য়ে

উঠলো, তার সমস্ত অস্তিত্বটাও যেন আলোড়নের আবর্তে থরথর ক'রে কাঁপছে। না না, ঝি মিথ্যে বলেনি। আগনিস কোনোদিন কাউকে তার মনের কথা জানাতে পারে না, ঝি-চাকর তো দূরের কথা। তবে সত্যিই কী আগনিসের অসুখ করেছে? পল তার মানস-চক্ষে দেখলো, আগনিসের সারা মুখখানি শোণিতাক্ত। আর এ-আঘাত ও তাকে নিজেই দিয়েছে।

অকস্মাৎ পলের চোখ পড়লো এন্টিওকাসের মায়ের চটুল চোখ দুটোর দিকে। সে পুরোহিতের এই ঔদাসীন্যে বিস্মিত হ'য়ে তার দিকে তাকিয়ে আছে। পুরোহিত এবার পরিচারিকাকে প্রশ্ন করলো, 'পড়লো কেমন ক'রে?'

পুরোহিত নিজের উত্তেজনাটাকে গোপন করার জন্যে শান্ত ও সংযত কণ্ঠেই জিজ্ঞাসা করলো—সে যেন উদ্বেগটাকে নিজের কাছেও গোপন রাখতে চায়।

পরিচারিকা মেয়েটি ফিরে দাঁড়ালো, তার কালো, কঠিন, ধারালো মুখখানা পুরোহিতের দিকে ফিরিয়ে বললো, 'দিদিমণি যখন পড়ে, আমি তখন ছিলাম না, ঝর্ণা থেকে জল আনতে গেছনু। ফিরে দেখনু এই কাণ্ড। দিদিমণি চৌকাঠের ওপর প'ড়ে। আমার মনে হয় চোট লাগার চেয়ে দিদিমণি কেমন যেন বেশি ভয় পেয়েছে। তারপর রক্ত পড়া থামলো। কিন্তু দিদিমণি সারাদিন কিছু খাবে না, শুকনো হয়ে ঠায় ব'সে থাকবে। তারপর সাঁজের বেলা, আবার রক্তপড়া আরম্ভ হলো। সেই সংগে কাঁপুনি। আমি যখন আসি, তখন দিদিমণি অসাড় হ'য়ে পড়ে আছে; রক্ত বেরুচ্ছে গল গল ক'রে। বাড়িতে তো পুরুষ বলতে কেউ নেই, আমরা সব মেয়ে মানুষ।'

এন্টিওকাসের মা বললো, 'আপনি একটিবার গিয়ে ওকে দেখে আসুন না প্রভু?'

পল নিজের অজ্ঞাতে হাত কচলাতে লাগলো, জড়িতকণ্ঠে বললো, 'আমি—আমি···অনেক রাত হয়ে গেছে···'

'আপনি গেলে ভারি উপগার হয়।' পরিচারিকাটি অনুরোধ করলো, 'দিদিমণি ভারি খুশী হবে। আর আপনাকে দেখলে সাহসও পাবে একটু।'

পলের মনে হোলো, ঝির মুখে শয়তানই কথা বলছে যেন। কিন্তু তবু সে অজ্ঞাতসারে তার অনুসরণ করলো। পল এণ্টিওকাসের কাঁধের ওপর ভর ক'রে তাকেও টেনে নিয়ে চলেছে, যেন একটু আশ্রয় চায়। এণ্টিওকাসও বিনা দ্বিধায় পুরোহিতের সংগে চলেছে, সমুদ্র তরঙ্গে একটুকরো কাঠের ভেলার মতো।

ওরা গির্জার উঠান পার হ'য়ে এলো। ঝি ওদের দিকে ফিবে দেখছে, ওরা আসছে কিনা। ঝির কালো অস্পষ্ট মূর্তিটার মধ্যে প্রেতায়িত একটা ভাব। পল এই ছায়া-মূর্তিটাকে যন্ত্র চালিতের মতো সভয়ে অনুসরণ করছে মাত্র।

উঠোন পার হ'য়ে এবার ওরা পুরোহিতের বাড়ির সম্মুখে এলো। দোরখোলার জন্যে একবার চেষ্টা করলো এণ্টিওকাস। পল বুঝলো, মা দোরে খিল দিয়ে ঘুমোতে গেছে ; তাই সে থেমে দাঁড়ালো, ভাবলো, মা খিল দিয়ে শুতে গেছে তাব কারণ মা ভেবেছে, আমি আমার কথা রাখবো না।

পল অকস্মাৎ ফিরে দাড়ালো, বললো 'এণ্টিওকাস, তুমি বাড়ী ফিরে যাও।'

ওদের থামতে দেখে পরিচারিকা-ও থেমে দাঁড়ালো, আবাব কয়েক পা এগিয়ে চললো, থেমে দাড়ালো আবার। দেখলো, এণ্টিওকাস বাড়ী ফিরে গেলো। পল একরকম ধমক দিয়ে উঠলো পরিচারিকাকে, 'আমি

যাব না। যদি তোমাদের সত্যি দরকার থাকে—তবে—মানে বুঝতেই পারছো—তখন এসে ডেকে নিয়ে যেও।'

পরিচারিকা বিনা ব্যক্যব্যয়ে চ'লে গেল। পল পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রইলো রুদ্ধ দোরের সম্মুখে। বাড়ির দরজায় পা দেওয়াব মতো ক্ষমতাও বুঝি আব নেই। সম্মুখেব পথ ধ'বে এগোবাব সাহস বা শক্তি-ও সে হারিয়েছে। পলের মনে হোলো বুঝি অনন্ত কাল ধ'বে তাকে এখানে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে, এই রুদ্ধ দোবেব সম্মুখে।

এগারো

'পল? আমি ভাবলাম, স্বপ্ন বুঝি। কোথায় যেন কাবা নাচছে, কে যেন বাজাচ্ছে বাঁশেব বাঁশী—' মা তন্দ্রাজড়িত কণ্ঠে বললেন। সুবে অস্পষ্ট আতংক।

পল মার কথায কান দিলো না, বললো, 'আমাব কথা শোন মা। সেই মেয়েটাব—আগনিসেব—অসুখ। আজ সকাল থেকেই তাব অসুখ ক'বেছে। হঠাৎ পড়ে যায, তাই খুব সম্ভব মাথায চোট লাগে। নাক দিযে নাকি অনবরত বক্ত পড়ছে।

'সত্যি? খুব ভয়েব কিছু নযতো?'

অন্ধকাবে মার কণ্ঠস্বব অতীব উদ্বিগ্ন ও ভযার্ত মনে হোলো। কিন্তু নিজেব কান দুটোকেও যেন সহজে বিশ্বাস করতে পারলো না পল। সে ঝি-র কথাগুলোব কম বেশি পুনরাবৃত্তি কবে গেল: আজ সকালেই এ কাণ্ড ঘটেছে। চিঠিটা পাওয়ার ঠিক

পরেই। তারপর সে সারাদিন মুখে কিছু দেয়নি, সারাদিন রক্ত-হীন ফ্যাকাশে অবস্থায় চুপচাপ বসে ছিল। সন্ধ্যার দিকে অসুখটা আবার বেড়েছে। সেই সংগে কাঁপনিও দেখা দিয়েছে।'

পলের মনে হোলো, সে অতিরঞ্জিত ক'রে ফেলছে বুঝি ব্যাপারটা। তাই সে চুপ ক'রে গেল। মা কোনো কথা বললো না। রাত্রির অন্ধকারে সমস্ত ঘরখানা থমথম করতে লাগলো, মৃত্যুর মতো নিঃসাড় একটা স্তব্ধতা নেমে এলো ঘরে। মনে হোলো, দুটি শত্রু যেন মুখোমুখি অন্ধকারে দাঁড়িয়ে পরস্পরকে ধরার জন্যে চেষ্টা করছে, কিন্তু কোনো মতেই পারছে না।

অবশেষে মা বললেন: একথা তুমি কার কাছে শুনলে পল? এ তো মিথ্যেও হ'তে পারে?'

পলের মনে হোলো তার নিজের বিবেকবুদ্ধিটাই যেন মার মুখে কথা কইছে। তবু সে বললো, 'সত্যিও হ'তে পারে। কিন্তু সেটাই তো আসল কথা নয়। আমার ভয় করে, হয়তো সে বোকার মতো কিছু ক'রে বসবে। তার কাছে ঝি-চাকর ছাড়া যে আর কেউ নেই মা, আমি তাকে একবার দেখতে যাবো।'

'পল!'

'আমায় যেতেই হবে মা।' পল এক রকম চীৎকার ক'রে উঠলো। মাকে বোঝাবার জন্যে এ চীৎকার সে করেনি, সে বোঝাতে চায় নিজেকে।

'পল! তোমার শপথ?'

'শপথ ভুলিনি মা। তাইতো যাবার আগে তোমাকে একবার বলতে এলাম! মা, আমার যাওয়া একান্ত দরকার। আমার ভেতর থেকে কে যেন বলছে।'

'একটা কথা আমি জানতে চাই পল। সত্যি কি ঝির সংগে

তোমার দেখা হ'য়েছিল? প্রলোভন আমাদের কতো রকমে ঠকায়! শয়তান কতোভাবে আমাদের ছলনা করে।'

মার কথাগুলো ঠিক বুঝলো না পল।

'তুমি কী ভাবো যে আমি মিছে কথা বলছি!'

'শোনো—কাল রাত্তিরে বুড়ো পুরুতকে আমি দেখেছি। একটু আগেও যেন তার পায়ের সাড়া শুনলাম। কাল সে আগুনের ধারে আমার পাশটিতে এসে বসেছিল। বিশ্বাস করো, কাল সে এসেছিল, আমি তাকে নিজের চোখে দেখেছি। গোঁফদাড়ী কামায়নি। দু'একটা যা দাঁত আছে তাও আবার তামাকের ধোঁয়ায় কালো হয়ে গেছে। মোজা দুটোর এখানে-ওখানে ছেঁড়া। সে বললে: আমি মরিনি। আমি এখানেই থাকি। খুব শিগ্‌গির আমি তোমাকে আর তোমার ছেলেকে ভাগাচ্ছি, দাঁড়াও। সে আরো বললো, আমার উচিত ছিল, তোমাকে তোমার বাবার ব্যবসায় ঢোকানো। আমি যেন পাগল হ'য়ে গেলাম। ভালোমন্দ সব গুলিয়ে গেলো।···যে-ঝিটাকে দেখেছ, সে-ও হয়তো তেমনি কোনো প্রলোভন।'

পল অন্ধকারেই মৃদু হাসলো। তবু তার মনে পড়লো, পরিচারিকার অস্পষ্ট মূর্তিটাকে উঠানে যাবার সময় যেন এমনি কিছু একটা ব'লেই মনে হয়েছিল তার। মা তখনো ব'লে চলেছেন, 'আর যদি বা তুমি সেখানে যাও, তবে, তুমি যে আবার প্রলোভনে পড়বে না, এমন কথা তুমি বলতে পারো?'

অকস্মাৎ থেমে গেলেন মা। তাঁর মনে হোলো, এই অন্ধকারেও পলের বিবর্ণ ধূসর মুখখানা তাঁর চোখের সম্মুখে ভেসে উঠেছে। মার মনটা ভারাক্রান্ত হ'য়ে উঠলো। কেন-ই বা তিনিও তাকে যেতে বাধা দিচ্ছেন? আর যদি সত্যই মারা যায় আগনিস? যদি পল

দুঃখে না বাঁচে? মার কণ্ঠস্বর সজল হ'য়ে এলো, 'সত্যি যদি তোমার বিবেক চায়, তবে তুমি না গিয়ে এখানেই বা এলে কেন?'

'শপথ করেছিলাম, তাই। তা ছাড়া তুমি ভয় দেখিয়েছিলে, আমি ওখানে গেলে তুমি আমাকে ছেড়ে চলে যাবে।'

'তবে যাও। তোমার বিবেক যা বলে, তাই করো।'

'তুমি ভেবো না মা।'

পল মার কাছে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে পড়লো।

পথে নেমেই পল ভাবলো, আর যাই হোক, সে দুশ্চরিত্র লম্পট নয়। সে আগনিসের কাছে কামনার তাড়নায় বা কোনো অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে যাচ্ছে না; সে যাচ্ছে, কারণ, সত্যি সে বিশ্বাস করে, আগনিসের কোনো বিপদ ঘটতে পারে এবং সে নিজে উপস্থিত থাকলে বিপদটাকে এড়ানো সম্ভব। তার মনে হোলো, আগনিসের সংগে তার সকল বন্ধন ছিন্ন করার চেষ্টাও মূঢ়তা মাত্র। আগনিসের বিপদের কথা শুনে অবিলম্বে ছুটে যাওয়াই ছিল তার একান্ত কর্তব্য।

জ্যোৎস্নায় রূপোর মতো ঝকঝক করছে সারা মাঠ। পল মাঠ পার হ'য়ে এসে একটা স্বস্তি অনুভব করলো, যেন খুসীও হোলো। ঘাসের মিষ্টি গন্ধ আর চাঁদের সজল কোমল আলো তার সমগ্র আত্মাকে স্নাত শুভ্র করে দিল।

আগনিস! সত্যি শিশুর মতো ছোট্ট আর দুর্বল সে। পিতৃ-মাতৃহীন, একা। পাষাণের অন্ধকারায় বন্দিনী!

পলের মনে হোলো, সে আগনিসের এই দুর্বলতা ও সারল্যের সুযোগ নিয়েছে, সে তাকে আপনার কঠিন নিষ্ঠুর হাতে নিষ্পেষিত ক'রেছে যেন! আর সেই নিষ্পেষণের চাপে তার সুকোমল দেহ থেকে ঝরে পড়েছে অবিরাম অজস্র রক্তস্রোত।

পল ত্বরিত পদে হাঁটতে লাগলো। বারে বারে আওড়ালো—

না, সে লম্পট নয়, অসৎ নয়। কিন্তু আগনিসের ঘরে যাওয়ার সিঁড়ি গুলির তলদেশে এসে পা টলতে লাগলো তার। মনে হোলো, আগনিসের বাড়ির পাথরের দেওয়ালটাও যেন তাকে আঘাত দিয়ে ফিরিয়ে দিতে চেষ্টা করছে।

চুপি চুপি পা ফেলে সে সিঁড়ি বেয়ে উঠলো, তারপর ইতস্তত ক'রে দোরের কড়া নাড়লো। কোনো সাড়া পাওয়া গেলো না। প্রথমে পল রুদ্ধ দোরের সম্মুখে লজ্জায় গ্লানিতে এতোটুকু হয়ে কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইলো, কিন্তু দ্বিতীয়বার আর কড়া নাড়তেও সাহস পেলো না। অবশেষে দোর খুলে গেল এবং একটি ঝি এসে তাকে পথ দেখিয়ে আগনিসের ঘরে নিয়ে এলো। এ-ঘর, এ-পথ পলের কতো পরিচিত!

কাল রাত্রিতে যেমনটি ছিল, এখনো আছে তেমনটি, এ ঘরের সব কিছু। দরজাটা ঈষৎ উন্মুক্ত। সেই ফাঁকে নৈশ বাতাসে ভেসে আসছে বাইরের ঝোপের গন্ধ। দেওয়ালে ঝুলানো হরিণের মাথায় লাগানো কাচের চোখগুলো রাত্রির আলোয় জ্বলছে দপদপ ক'রে।

অন্দরের ঘরগুলিতে যাবার দরজাটা সকল সময় প্রায় বন্ধ থাকে। এখন কিন্তু সেটা খোলাই আছে। এই খোলা দোর দিয়ে ঝি অন্দরের দিকে চ'লে গেলো; তার ভারি পায়ের তলায় কাঠের মেঝেটা শব্দ করছে ক্যাঁচ-কোঁচ, তাও কানে এলো পলের। এক মুহূর্ত বাদে যেন ঝড়ের ঝাপটে অন্দরের দোরটা সশব্দে বন্ধ হ'য়ে গেল, পলের মনে হোলো, সারা বাড়িখানা কেঁপে উঠলো যেন। পরক্ষণেই পল দেখলো, অন্দরের ঘরগুলোর অন্ধকার অভ্যন্তর থেকে বেরিয়ে এলো আগনিস। রক্তহীন শাদা মুখ, কোঁকড়ানো এলো-মেলো চুল—জলে ডুবে মরা কোনো মেয়ের প্রেতমূর্তি বুঝি। পল নিজের অজ্ঞাতেই শিউরে উঠলো।

তারপর বাড়ির আলোতে এসে দাঁড়ালো দুর্বল আগনিস। আগনিসের এই চেহারা দেখে দুঃখে পলেরও যেন কান্না পেলো।

আগনিস ধীরে ধীরে দুর্বল হাতে দোরটা বন্ধ ক'রে রুদ্ধ কপাটের উপর হেলান দিয়ে মাথা নিচু ক'রে দাঁড়ালো, কিন্তু পরক্ষণেই টলে পড়লো। পল ওকে ধরাব জন্যে হাত বাড়িয়ে ছুটে এলো, কিন্তু ওকে স্পর্শ করতে সাহস পেলো না। শুধু নতকণ্ঠে প্রশ্ন করলো, 'কেমন আছো ?'

আগনিস কোনো উত্তর দিলো না। সমস্ত দেহ তার কাঁপছে। সে একটু আশ্রয়ের জন্যে যেন পেছনের দরজাটাকে দুই হাতে চেপে ধরলো। এক মুহূর্ত নীরব থেকে পল বললো, 'আগনিস, আমাদের দুর্বল হ'লে চলবে না। বুক বেঁধে দাঁড়াতে হবে।'

কথাগুলো পলের নিজের কানেই মিথ্যাব মতো শোনালো। তাই চোখ নাবিয়ে নিলো সে। আগনিস চোখ দু'টি তুলে তাকালো। বললো, 'তবে কেন এলে তুমি ?'

'শুনলাম, তোমাব অসুখ।'

আগনিস সোজা হ'যে দাড়ালো, মুখেব উপর থেকে চুলগুলোকে সবিযে পেছনে বিন্যস্ত কবে দিলো।

'আমি তো তোমায ডাকিনি। আমি ভালোই আছি।'

'তুমি ডাকোনি জানি। কিন্তু তবু এলাম। কিন্তু না-ই বা আসবো কেন ? তোমাব ঝি একটু বাড়িযে বলেছিল, দেখে খুসীই হয়েছি।'

আগনিস ওকে বাধা দিয়ে বললো, 'না না। আমি তো তোমায ডাকিনি। আর আসাও উচিত হয়নি তোমার। কিন্তু যখন তুমি এসেছ—যখন এসেছ—তখন একটি বার বলে যাও···কেন তুমি এমনটি করলে ?···কেন ?·· ' আর বলতে পারলো না, ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো

আগনিস। সে দুর্বলভাবে আশ্রয়ের সন্ধানে এদিক ওদিক হাতড়াতে লাগলো যেন। পল ভয় পেয়ে গেলো, একবার ভাবলো, না এলেই বুঝি ভালো করতো। সে আগনিসের দুটি হাত ধ'রে তাকে কৌচে নিয়ে এসে বসালো। এই কৌচে তারা দুটিতে কতো রাত্রি বসেছে। আগনিসের হাতে হাত দিতেও পলের যেন ভয় করছে। সে নিজের হাত দুটো টেনে নিয়ে বসলো।

আগনিস স্থির হয়ে বসে রইলো, পাথরের একটি ভগ্ন মূর্তি—কোনো রকমে খণ্ডগুলিকে একত্রিত করে জোড়াতালি দিয়ে রাখা হ'য়েছে, একটু মাত্র আঘাতেই এখুনি টুকরো টুকরো হ'য়ে খসে ধ্বসে পড়বে যেন।

প্রদীপের আলোয় লক্ষ্য ক'রে দেখলো পল, আগনিস অনেক বদলে গেছে। তার আধো বিকশিত বিবর্ণ দু'টি ঠোঁট, যেন বিশুষ্ক গোলাপের দু'টি পাপড়ি। মুখমণ্ডলও সরু আর লম্বা হ'য়ে গেছে। গণ্ডের হাড় এসেছে বেরিয়ে। চোখদুটো গেছে ব'সে। একটি দিনে যেন আগনিসের বয়স বিশ বছরেরও বেশি বেড়ে গেছে। তবু তার কম্পিত ঠোঁট দুটিতে শিশুর মতো একটা ভাব যেন জড়িয়ে আছে।

পল আবার কথা বলতে লাগলো। কিন্তু প্রত্যেকটি শব্দ এবং প্রতিটি সুর তার কানে এসে বাজলো মিথ্যা ও অস্বাভাবিক হ'য়ে।

'শোন, আগনিস। কাল রাত্রিরে আমরা দু'জনেই ধ্বংসের তীরে এসে দাঁড়িয়েছিলাম। আমরা ভগবান-পরিত্যক্ত হ'য়ে গড়িয়ে চলেছিলাম ধ্বংসের পিচ্ছল পথে। কিন্তু ভগবান আবার আমাদের সে-ধ্বংসের মুখ থেকে ফিরিয়ে এনেছেন। তিনিই এখন আমাদের পথের সাথী। তাই, আর আমাদের এই পিছল পথে এগোনো চলবে না আগনিস—'

আগনিসের নাম উচ্চারণ ক'রেই পলের কণ্ঠস্বর আবেগে কেঁপে

উঠলো। আবার ব'লে চললো সে, 'তুমি কী ভাবো যে আমি কষ্ট পাই নি? আমার কী মনে হয় জানো? আমি যেন জীবন্ত কবরে আছি। আমার এ যন্ত্রণা বুঝি অনন্তকালেও ফুরোবে না। কিন্তু তবু, তোমার মংগলের জন্যে, তোমার তৃপ্তির জন্যে, আমাদের সইতে হবে।···আগনিস! শক্তি সঞ্চয় করো, সাহসী হও। যে-ভালোবাসা আমাদের দু'জনকে একটি গ্রন্থিতে বেঁধে দিয়েছিল, সেই ভালোবাসার জন্যেও তুমি এটুকু করো। এ আমাদের অগ্নি-পরীক্ষা। সাহসের সংগে, শক্তির সংগে আমরা দু'টিতে এ অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবো। তুমি আমাকে ভুলে যেও। তুমি সুস্থ, সবল হ'য়ে আবার ফিরে পাবে নতুন জীবন। এখনো তোমার বয়স অল্প, সম্মুখে প্রচুর পরমায়ু। কোনোদিন যদি আমার কথা মনে পড়ে, ভেবো, এ ছিল একটা দুঃস্বপ্ন। ভেবো, কোথাও পথ হারিয়ে কোনো লম্পটের সংগে তোমার দেখা হয়েছিল, সে চেয়েছিল, তোমার অনিষ্ট করতে। কিন্তু ভগবান তোমায় তার হাত থেকে রক্ষা করেছেন। এখন হয়তো তোমার কাছে সবই অন্ধকার ব'লে মনে হ'চ্চে। কিন্তু একদিন এ অন্ধকার কেটে যাবে। সেদিন তুমি বুঝবে, আমি আজ যা করেছি, তা শুধু তোমার মংগলের জন্যে। রোগীর ভালোর জন্যে যেমন অনেক সময় নিষ্ঠুর হ'তে হয়, এ-ও তেমনি—'

পল থেমে গেলো, গলাটা জমাট বেঁধে গেছে বুঝি।

আগনিস সোজা হ'য়ে উঠে ব'সে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তার মুখের দিকে। হরিণের মাথার কাচের চোখের মতই ঝকমক করছে তার দু'টো চোখ। পলের মনে পড়লো, গির্জায় যখন সে বক্তৃতা দেয়, তখনো এমনি চোখে ওর দিকে তাকিয়ে থাকে সব মেয়েরা। আগনিস ধীর স্থির ভাবে ওর প্রতিটি শব্দের প্রতীক্ষায় রয়েছে, স্বল্পতম আঘাতেই যেন সে ভেঙে পড়বে। পল অকস্মাৎ নীরব হ'য়ে

শুনলো, আগনিস ধীরভাবে মাথা নেড়ে অস্ফুটকণ্ঠে বলছে, 'না না, এ সবই মিথ্যা।'

পল তার ক্লান্ত মাথাটাকে আগনিসের দিকে এগিয়ে দয়ে বললো, 'তবে বলো, সত্যি কী ?'

'কাল রাত্তিরে তুমি যেমনটি বলেছিলে, তেমনটি বলনা কেন ? কিম্বা তারো আগে কত রাত্তিরে ? তখন সে ছিল সত্যি ! আর এখন ? এখন খুব সম্ভব তুমি কারো কাছে ধরা প'ড়ে গেছ—হয়তো তোমার মার কাছেই—তাই তুমি লোকলজ্জায়, ভয়ে এখন একথা বলছ। আমি জানি, ভগবানের ভয়ে একথা তুমি বলোনি।'

পলের ইচ্ছা করলো সে চীৎকার ক'রে ওঠে, আগনিসের গালে ক'শে একটা চড লাগায। পল আগনিসেব হাতের কব্জিটা সজোরে চেপে মুচড়ে ধরলো। এমনিভারে ওর কথাগুলোকেও সজোরে চেপে মুচড়ে যদি নীবর ক রে দিতে পারতো সে। তারপর সে উঠে দাঁড়িয়ে বললো, 'তাই। কিন্তু তা-ও তো অবহেলা করা চলে না। হ্যাঁ, সবই জানতে পেরেছে মা ! আর মা যখনই আমাব কাছে কিছু বলেছে, তখনই আমার মনে হ'য়েছে, সে যেন আমার ভেতর থেকেই কথা বলছে আমার বিবেকবুদ্ধি।...যারা আমাদের ওপর এমন নির্ভর করে, তাদের আঘাত করা কি আমাদের উচিত ? তুমি চেয়েছিলে, আমবা দু'জনে এখান থেকে পালিয়ে যাই। কিন্তু যারা আমাদের ওপর নির্ভব করে, তাদের কী উপায় হতো তখন ? তাই আমাদের এ ত্যাগ স্বীকার না ক'রেই বা উপায় কী ছিল শুনি ?'

আগনিস যেন পলের এতোগুলি কথার কিছুই বুঝলো না, শুধু একটা কথা তার কানে এলো। ও তাই আগের মতোই মাথা নেড়ে বললো, 'বিবেক ? বিবেক তো আমারও আছে। আমি তো আর

খুকিটি নই! আমার বিবেক কি বলে জানো? বলে, তোমাকে এখানে আসতে দিয়ে, তোমার কথা শুনে করেছি সব চেয়ে বড়ো ভুল। এখন আর সে ভুল শোধরাবার উপায় নেই। এর আগেই বা তোমার ভগবান তোমাকে এ সব জিনিষ ভালো ক'রে বুঝে দেখার সুযোগ দেন নি কেন? আমি তো তোমার বাড়ি যাইনি! তুমি এসেছিলে আমার বাড়ি, আর আমাকে নিয়ে খেলনার মতো খেলেছিলে ছিনিমিনি। এখন কি করবো আমি, আমাকে ব'লে দাও। আমি তোমায় ভুলতে পারিনা। তোমার মতো অতো সহজে বদলে যাওয়াও আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তুমি সংগে না এলে-ও আমি এখান থেকে চ'লে যাবো, চেষ্টা করবো তোমাকে ভুলতে। হ্যাঁ, শিগগির আমাকে যেতে হবে, নইলে…'

'নইলে?'

আগনিস কোনো উত্তর দিল না, আবার কৌচে হেলান দিয়ে ব'সে শিউরে উঠলো। কী যেন অশুভ উন্মত্ততা ওকে স্পর্শ ক'রে গেছে। আগনিসের চোখদুটো সংকীর্ণ ও নিষ্প্রভ হয়ে এলো। সে যেন অদৃশ্য একটা ছায়ামূর্তিকে তার সম্মুখ থেকে ভাগাবার জন্যে আপনার অজ্ঞাতে হাত নাড়লো একবার। পল একবার ওর দিকে ঝুঁকে পড়লো। একটি কথাও তার মুখে সরলো না। সত্যি, আগনিসের কথাই সত্যি। সে এতক্ষণ যা বলেছে তার সবটুকুই মিথ্যা। এবার সত্যটা যেন তার মধ্যে বিপুল একটা প্রাচীরের মতো মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে, তার চাপে নিঃশ্বাস আটকে আসছে ওর! ও শত চেষ্টাতেও সত্যের এই কঠিন অভ্যুদয়কে ভেঙে চুরমার ক'রে দিতে পারবে না। পল সোজা হয়ে বসলো, দম বন্ধ হ'য়ে এলো। এবার ওর একটা হাত হাতে তু'লে নিলো আগনিস। পলের মনে হোলো, আঙুল নয়, যেন একটা লোহার কাঁটা, ওর হাতটাকে গেঁথে ধরেছে। আগনিস

তার খালি হাতটা দিয়ে নিজের চোখছুটো চেপে ধ'রে 'অতিকষ্টে' অস্ফুটভাবে বললো,

'তুমি আজো আমাকে ভালাবাসো! নইলে আজ রাত্তিরে তুমি কখনো আসতে না! আমি জানি গো, জানি! আর জানি, সেইটুকুই আমাদের জীবনের সবচেয়ে বড়ো সত্যি!"

আগনিস পলের মুখের দিকে মুখ তুলে তাকালো। তার ওষ্ঠাধর কাঁপছে, আঁখিপক্ষ্মগুলি হ'য়ে উঠেছে সিক্ত! পলের চোখছুটো যেন আগনিসের গভীর চোখের আলোকে ঝলসে গেলো, তার মনে হোলো, এ চোখ আগনিসেব নয, মাটির পৃথিবীর কোনো মেয়ের নয—এ চোখ বুঝি মূর্তিমতী ভালোবাসার! পল ঝুঁকে প'ড়ে আগনিসের বাহুপাশে মুক্ত ক'রে দিলো আপনাকে এবং তার ছুটি ওষ্ঠাধরে আবেগভরে চুম্বন করলো।

বারো

বাইরের বিশ্ব লুপ্ত হ'যে গেলো পলের কাছে। সে যেন একটা আবর্তের তাড়নায় তলিয়ে চলেছে কোন উদ্ভাসিত গভীরতা পার হ'য়ে আলোক সমুদ্রের অতল তলদেশে। ছু'চোখ তার ঝলসে গেছে। এবার সংজ্ঞা ফিরে এলো পলেব। সে আগনিসের ওষ্ঠপুট থেকে আপনার ঠোঁটছু'টো ধীরে ধীরে সরিয়ে নিলো। তার মনে হোলো, কোনো ডুবো জাহাজের যাত্রী সে বালুর সৈকতে লুটিয়ে পডে আছে। জীবনে বেঁচেছে, কিন্তু খঞ্জ, পংগু হ'য়ে গেছে সারা জীবনের মতো! আনন্দ আর আতংক ছুটোতেই সে কাঁপছে। তবে আনন্দের চেয়ে আতংকটাই তার বেশি। এই মোহতন্দ্রাটা বুঝি চিরদিনের জন্যে ভেঙে গেছে। কিন্তু আবার নতুন ক'রে জড়িয়ে এলো মোহের তন্দ্রা,

আবার পল আত্মসমর্পণ করলো দুর্বলভাবে। পলের কানে ভেসে এলো আগনিসের জড়িত কণ্ঠস্বর, 'আমি জানতুম, তুমি ফিরে আসবে···।'

পলের ইচ্ছা করলো, আর কিছু শুনবে না সে। তাই সে আগনিসের মুখের উপর হাত চাপা দিলো। আগনিস পলের কাঁধের উপর নিজের মাথাটাকে শিথিল ক'রে দিয়ে বসলো। পল ধীরে ধীরে আঙুল বুলোতে লাগলো তার এলো চুলে। বাতির আলো এসে পড়েছে চুলে, মনে হচ্ছে চুল নয়, এক এক গুচ্ছ সোনালি পরাগ-কেশর। পলের মনে হো'লো, একরত্তি আগনিস, এতোটুকু। ওর বাহুবন্ধনের মধ্যে সে কতো দুর্বল! কতো অসহায়! তবু এই দেহের মধ্যেই রয়েছে ওকে অতলস্ত সমুদ্রের তলদেশে টেনে নিয়ে যাওয়ার ভয়ংকর শক্তি, রয়েছে স্বর্গের শেষ সীমানায় পৌছে দেওয়ার উজ্জ্বলতম আলো। এই একরত্তি দুর্বল অসহায় মেয়েটির একটি মাত্র ইংগিতের কাছে তার সকল ইচ্ছা সকল আকাংখা হয়েছে পরাভূত। যখন সে সারাদিন উদ্‌ভ্রান্তের মতো পাহাড়ে পাহাড়ে উপত্যকায় উপত্যকায় ঘুরে বেড়িয়েছে, তখনো শান্ত নির্ভরতায় আগনিস প্রতীক্ষা করেছে তার বন্দীশালায়, সে জানে, ও আসবে, আবার আসবে।

আগনিস আবার বলতে চেষ্টা করলো, 'তুমি জানো, তুমি জানো··'

আগনিসের উষ্ণ নিঃশ্বাস এসে স্পর্শ করছে পলের কণ্ঠদেশ, যেন উষ্ণ চুম্বন। পল আবার ওর মুখে হাত চাপা দিয়ে ওকে নীরব ক'রে দিলো। ওরা দু'জনে কয়েক মূহুর্ত বসে রইলো নিঃশব্দে।

পল আবার নিজেকে সংহত ক'রে নিয়তির উপর ফিরে যেতে চাইলো তার স্বাধিকারে। হ্যাঁ, পল ভাবলো, সে আগনিসের কাছে ফিরে এসেছে সত্য, কিন্তু আগনিস যে-পলের প্রতীক্ষা করেছিল, সে-পল আর আসে নি। পল আগনিসের চকচকে চুলগুলোর পানে

তাকালো ; মনে হ'লো, সে যেন বহু দূরে কি একটা জিনিষ দেখছে, সমুদ্রের তরংগশীর্ষে আলোর ফুলকি বুঝি—যে-সমুদ্র থেকে সে কোনো ক্রমে বেঁচে উঠেছে।

পল অস্ফুটকণ্ঠে বললো, 'এবার তুমি সুখী হয়েছো তো? সারা জীবনের মতো আমি তোমার কাছে ফিরে এসেছি। কিন্তু তুমি এমন ক'রে আর উত্তেজিত হ'য়ো না লক্ষ্মিটি! শান্ত-সুস্থ হ'য়ে বসো। উঃ, আমাকে তুমি ভারি ভয় পাইয়ে দিয়েছিলে সত্যি! কিন্তু আমি তোমায় আর কোনোদিন কষ্ট দেব না, কথা দিচ্ছি। কিন্তু তুমিও আমায় একটি কথা দাও, এমন ক'রে তুমি আর কোনোদিন পাগলামি করবে না?'

পল অনুভব করলো, তার হাতের মধ্যে কেঁপে উঠলো আগনিসের হাতদু'টো। পল বুঝলো, আগনিস এরই মধ্যে বিদ্রোহ সুরু ক'রে দিয়েছে আবার। তাই সে আগনিসের হাতদুটোকে সজোরে চেপে হাতের মধ্যে আটকে রাখলো। আগনিসের সমস্ত অস্তিত্ব-টাকেই দুহাতের মধ্যে এমনিভাবে বন্দী ক'রে রাখতে পারলেই বুঝি খুসী হ'তো সে! পল বলতে লাগলো, 'আগনিস! সোনা! শোনো। আমি যে আজ কী কষ্ট সয়েছি, তা তুমি কোনোদিন বুঝবে না। কিন্তু এ কষ্টের প্রয়োজন ছিল আগনিস! আমার বাইরের সকল অশুচিতার জীর্ণ আবরণ নিঃশেষে খসে পড়েছে ; নিজেকে আঘাত ক'রে আমি ক্ষতবিক্ষত রক্তাক্ত হ'য়ে গেছি। এবার আর আমার কোনো আবরণ নেই, কোনো অশুচিতা নেই—এবার আমি তোমার, একান্ত তোমার!'

পল টেনে টেনে ক্লান্ত কথাগুলো বলতে লাগলো—যেন প্রত্যেকটি কথা সে তার অন্তরের তলদেশ থেকে কষ্টে টেনে বাইরে আনছে, 'আজ আমি বুঝতে পেরেচি, আমাদের এ ভালোবাসা আজকের নয় — আমরা ভালোবেসে এসেছি বছরের পর বছর ধ'রে। আমাদের

দু'জনের বুকেই জমে উঠেছে সুদ্ধ অশান্ত ঝড়। আর সেই ঝড়ই আমাদের জীবন। আগনিস, আমার জীবনের সর্বস্ব তুমি! তোমাকে দেওয়ার মতো আমার বেশি কিছুই নেই। শুধু আছে আমার আত্মা। তা নিয়েই কী তুমি খুসী হবে না আগনিস?'

পল অকস্মাৎ থেমে গেলো, বুঝলো, আগনিস তার কথাগুলো বুঝতে পারে নি। পলের মনে হোলো, আগনিস যেন আগের চেয়ে বহু দূরে সরে গেছে, মৃত্যুর পাশ থেকে জীবনের মতো! এই জন্যেই বুঝি পল তাকে আরো বেশি ভালোবাসছে—মুমূর্ষু যেমন করে ভালো-বাসে তার জীবনকে। আগনিস পলের কাঁধ থেকে ধীরে ধীরে মাথাটা সরিয়ে নিয়ে পলের মুখের দিকে তাকালো। তার চোখদুটো আবার সতর্ক ও বিরুদ্ধ হ'য়ে উঠেছে।

আগনিস বললো, 'দ্যাখো, একটি কথা আমার রাখো। মিছে কথাগুলো আর বোলো না। ও সব আমার শুনতে ভারী বিশ্রী লাগে। কাল আমরা ঠিক করেছিলাম, দু'জনে চ'লে যাবো। তার কি হ'লো? এভাবে তো আমরা এখানে থাকতে পারি না! কোনো মতেই পারিনা! কোনো মতেই না!...যদি আমাদের দু'জনকে একসংগে থাকতে হয়, তবে আজই, এই রাত্রিতে আমাদের এখান থেকে চ'লে যেতে হবে। তুমি তো জানো, আমার টাকাপয়সা যথেষ্ট আছে। সে টাকা পয়সা আমার নিজের। আর তোমার মা, আমার ভাই, এরা,—তারা সকলেই একদিন আমাদের ক্ষমা করবেই—যখন বুঝবে, এইটেই ছিল আমাদের জীবনে সত্যি, আর সব মিথ্যে আর এ ভাবে বেঁচে থাকাও চলে না। এ ভাবে বেঁচে থাকা সম্পূর্ণ অসম্ভব!'

'আগনিস।'

'হ্যাঁ কি না—উত্তর দাও! দেরি কোরো না!'

'আমি তোমার সংগে চ'লে যেতে পারিনা আগনিস!'

'ওঃ—তবে তুমি কেন এসেছিলে?...কেন?...যাও, এক্‌খুনি চলে যাও এখান থেকে!'

কিন্তু পল গেলো না, দেখলো আগনিসের সর্বাংগ থর থর ক'রে কাঁপছে। ভয় পেয়ে গেলো পল। আগনিস পাগলের মতো বলতে লাগলো, 'যাও! চ'লে যাও! কেন এলে তুমি? আমি তো তোমায় ডাকতে পাঠাইনি? কেন তুমি আমায় আবার চুমু খেলে? কেন? তুমি ভেবেছ আমি তোমার খেলার খেলনা! আমাকে নিয়ে তুমি যা ইচ্ছে করতে পারো! কিন্তু সে তোমার ভুল। যদি তুমি ভাবো যে, রাত্তিরে এখানে আসবে, আর বাড়ি ফিরে দিনের বেলায় আমাকে যা নয় তা লিখবে, সে-ও তোমার ভুল! আজ রাত্তিরে তুমি এসেছ, আবার কাল রাত্তিরে তুমি আসবে। প্রতি রাত্রেই তুমি আসবে—যতোক্ষণ না আমি পাগল হ'য়ে যাই। কিন্তু আমি তা হ'তে দেবো না! না, কক্‌খনো না!'

আগনিসের মুখখানা শীর্ণ, করুণ ও বিবর্ণ হ'য়ে উঠলো, ব'লে চললো সে, 'আজ তুমি বলছ, আমাদের পবিত্র হ'তে হবে, সাহসী হ'তে হবে। কিন্তু এর আগে তো কখনো ওকথা বলোনি? ওঃ কী ভয়ানক মানুষ তুমি! যাও! চলে যাও! এক্‌খুনি এখান থেকে চলে যাও!'...

পল আর্তনাদ ক'রে আগনিসের ওপর নুয়ে পড়লো। আগনিস তাকে বিরক্তি ও ঘৃণার সংগে ঠেলে সরিয়ে দিলো, চীৎকার ক'রে বলতে লাগলো, 'তুমি কী আমায় খুকীটি পেলে? জীবনের সোজা পথ! কী চমৎকার! গোপনে গোপনে তোমার সংগে সম্পর্ক থাকবে, আর বাইরে আমি একটি স্বামী যোগাড় ক'রে নেব, তার সংগে মন্ত্র প'ড়ে তুমিই দেবে বিয়ে! তারপর আমাদের দেখাসাক্ষাৎ নিয়মিত ভাবে চলতে থাকবে, বাকী জীবনটা আমরা দুনিয়াকে ঠকিয়ে

যাবো! কী চমৎকার!...এই যদি তোমার ধারণা হয়, তবে তুমি আমাকে আদৌ চেনোনা। কাল রাত্তিরে তুমি আমাকে বলেছিলে, "চলো, আমরা এখান থেকে পালাই।" বলোনি তুমি?...কিন্তু আজ রাত্তিরে এসে তুমি বড়ো বড়ো সব কথা বলছ! ভগবান, আত্মত্যাগ, আরো ছাইপাঁশ কতো কী! বেশতো, এখানেই সব চুকে' যাক! আমাদের সব সম্পর্কের শেষ হোক!...কিন্তু একটা কথা, তোমাকে এ গ্রাম ছেড়ে চ'লে যেতে হবে। আজই, এই রাত্রে। যদি তুমি তা না করো, যদি কাল আবার উপাসনার জন্যে গির্জায় যাও, তবে আমিও যাবো। গিয়ে তোমার বেদীতে দাঁড়িয়ে সবাইকে বলবো, "ইনিই তোমাদের মুনি ঋষি! ইনি দিনের বেলা মন্ত্রের জোরে তাজ্জব ব্যাপার ঘটান, আর রাত্তিরে যান অসহায়, অরক্ষিত মেয়েদের কাছে—তাদের সর্বনাশ করতে।"

পল হাত দিয়ে আগনিসের মুখ বন্ধ করতে বৃথাই চেষ্টা করলো। উদ্‌ভ্রান্তের মতো বলতে লাগলো আগনিস, 'যাও! এখান থেকে চলে যাও। আজই! এই রাত্রে!'

পল আগনিসের মাথাটা দুইহাতে নিয়ে নিজের বুকের ওপর চেপে ধরলো। তার মনে পড়লো মার কথাগুলো: 'বুড়ো পুরুত আমার পাশটিতে এসে বসেছিল। বলেছিল, আমি তোমাকে আর তোমার ছেলেকে এ গ্রাম থেকে অচিরে তাড়াবো।'

পল আর্তকণ্ঠে ব'লে উঠলো, 'আগনিস! আগনিস! তুমি ক্ষেপে গেছ!'

আগনিস ওর বুকের ভেতর থেকে নিজেকে মুক্ত করার জন্যে প্রবলভাবে চেষ্টা করতে লাগলো। পল বললো, 'শান্ত হও আগনিস! লক্ষ্মিটি, আমার কথা শোনো! আমরা আগের মতোই আছি। তুমি কী বুঝতে পারো না, আমি তোমাকে কতো ভালোবাসি? না না,

আমি যেতে পারবো না, আমি তোমাকে ছেড়ে থাকতে পারবো না আগনিস! কাল রাত থেকে এখন পর্যন্ত আমি যে কী কষ্ট পেয়েছি, সে তুমি জানো না। আমি পালিয়েছিলাম, কিন্তু তোমার কাছ থেকে পালাতে পারিনি। তুমি ছিলে সারাক্ষণ আমার সাথে সাথে। আমার গায়ে যেন আগুন লেগেছে, আর আমি সেই আগুন থেকে আপনাকে বাঁচাবার জন্যে ছুটে' পালিয়েছি। কিন্তু আগুন থেকে রক্ষা পাইনি, শুধু আগুন জ্বলে উঠেছে দাউ দাউ ক'রে। এখানে না আসার জন্যে আজ আমি কতো চেষ্টাই না করেছি! কিন্তু তবু আমায় আসতে হোলো,—না এসে আমি পারলাম না।···আগনিস! বিশ্বাস করো, আমি তোমায় ঠকাতে চাইনি। আমি তোমায় ভুলতে পারবো না। আমি তোমায় ভুলতে চাই না! কিন্তু আগনিস, তবু আমরা শুদ্ধ শুভ্র থাকবো। আমাদের প্রেম থাকবে চিরন্তন হ'য়ে, অবিনশ্বর হ'য়ে। আমাদের প্রেমকে আমরা মহীয়ান করে গ'ড়ে তুলবো ত্যাগ দিয়ে, মৃত্যু দিয়ে,—আমাদের জীবনের সমস্ত শ্রেষ্ঠ সম্পদ দিয়ে। আমাদের ভালোবাসা আর ভগবান এক হ'য়ে যাবে। আগনিস! বলো, তুমি আমার কথা বুঝেছ?'

আগনিস পলের বুকের মধ্য থেকে নিজেকে মুক্ত করার জন্যে প্রবল ভাবে চেষ্টা করতে লাগলো, তার ইচ্ছা করলো, সে মাথা দিয়ে পলের বুকের হাড়গুলোকে ভেঙে চুরমার ক'রে দেয়। অবশেষে সে নিজেকে পলের বুকের ভেতর থেকে মুক্ত ক'রে নিয়ে সোজা ও শক্ত হ'য়ে বসলো। তার সুন্দর চুলগুলি ঝুলে পড়লো অজস্র পাকানো ফিতের মতো তার পাথরের মতো মুখখানির দুই দিকে। কঠিন নিরুদ্ধ ওষ্ঠাধার, নিমীলিত দু'টি চোখ; যেন অকস্মাৎ ঘুমিয়ে পড়েছে আগনিস, আর ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছে প্রতিশোধের, প্রতিহিংসার। আগনিসের নিশ্চল নীরবতায় ভীত হ'য়ে উঠলো পল! তার উদ্ধত

ভাষা ও উত্তেজিত ভাবভংগীতে সে এতোখানি ভয় পায়নি। পল আগনিসের ছুটি হাত নিজের হাতের মধ্যে আবার টেনে নিলো। কিন্তু এবার এর দু খানা হাতই যেন মৃতের হাতের মতো অসাড় মনে হোলো, যেন সকল অনুভব-শক্তি তারা হারিয়েছে! আবার বললো পল, 'তুমি বুঝে দেখো আগনিস, আমি ভুল করি নি। এখন শুতে যাও লক্ষ্মিটি! কাল নতুন সূর্যোদয়ের সংগে সংগে দেখবে আমাদের জীবনেও নতুন সূর্যের উদয় হয়েছে। এখন থেকে আমরা বন্ধুর মতো, ভাই-বোনের মতো—পরস্পরের বিপদে সহায়, সম্পদে সাথী। এই মুহূর্ত থেকে আমার সম্পূর্ণ জীবন আমি তোমার হাতে তুলে দিলুম। তুমি তাকে ইচ্ছা মতো ব্যবহার করো, ব্যয় করো। আজ থেকে আমি আজীবন তোমার বন্ধু। মৃত্যুর পরেও অনন্ত কাল ধ'রে আমাদের এ বন্ধুত্ব থাকবে অবিনশ্বর, অমলিন।'

নিজের কথাগুলো শুনে পলের মনে হোলো সে যেন গির্জায় উপাসনার স্তোত্র পাঠ করছে। আবার বিরক্ত হ'য়ে উঠলো আগনিস। পলের হাতের মধ্যে তার হাতদুটো বিরক্তিতে সাপের ফণার মতো বারেক নড়ে উঠলো, তার ঠোঁট দু'টি আধো-বিকশিত হোলো, যেন কী বলতে চায় সে। এবার পল আগনিসের হাতদু'টো ছেড়ে দিলো। হাত দুটো টেনে নিয়ে নিজের কোলের উপর এলায়িত রেখে আনত মস্তকে ব'সে রইলো আগনিস। তার মুখে নেমে এলো গভীর বেদনার নিবিড় ছায়া। এই বেদনার মধ্যে আছে সংকল্পের দৃঢ়তা, আছে বেপরোয়া একটা ভাব।

পল স্থির দৃষ্টিতে আগনিসের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো, যেন সে কোনো মুমূর্ষুর দিকে তাকিয়ে আছে। আরো ভীত হয়ে উঠলো পল। সে আগনিসের পায়ের তলায় নতজানু হ'য়ে ব'সে প'ড়ে তার কোলে মাথা রেখে তার হাতদুটি চুম্বন করলো। কেউ

তাকে এই অবস্থায় দেখতে পাবে, একথা যেন তা'র মনেও স্থান পেলো না।

স্থাণুর মতো অসাড় হয়ে বসে রইলো আগনিস। বরফের মতো হিম জমাট দুটি তার হাতে পলের চুম্বনের কোনো অনুভূতিই জাগলো না। অবশেষে পল উঠে দাঁড়ালো, আবার সুরু হোলো মিথ্যা-ভাষণ, 'তবে তাই হোক আগনিস! আজ এই মহাপরীক্ষায় আমরা উত্তীর্ণ হয়েছি। এখন আমায় বিদায় দাও। কাল সকালে তুমি গির্জায় এসো, সেখানে আমরা দুজনে মিলে ভগবানের বেদীমূলে উৎসর্গ করবো আমাদের জীবন, আমাদের এই আত্মত্যাগ।'

আগনিস চোখ মেলে একবার পলের দিকে তাকিয়ে আবার চোখ মুদলো। তারপর সে প্রত্যেকটি কথা স্পষ্ট ভাবে উচ্চারণ ক'রে ধীরে ধীরে বলতে লাগলো, 'আজই রাত্রে তুমি এখান থেকে চলে যাবে। হ্যাঁ, আজই রাত্রে—কাল সকালে উঠে তোমাকে দেখাব কোনো সম্ভাবনা যেন না থাকে!'

জড়িত কণ্ঠে প্রতিবাদ করলো পল, 'না না, এমন ক'রে আমি যেতে পারবো না। কাল সকালে তুমি উপাসনায় এসো। তার পর—তারপর যদি প্রয়োজন হয়, আমি চলে যাবো।'

'বেশ, আজ রাত্রে যদি তুমি না যাও, তবে কাল সকালে আমি গির্জায় যাবো। সেখানে সবার সুমুখে প্রকাশ ক'রে দেবো তোমার আসল রূপ।'

'তা যদি তুমি করো, বুঝবো, তাই ভগবানের ইচ্ছা। কিন্তু জানি, তুমি তা করবে না, আগনিস! তুমি আমায় ঘৃণা করতে পারো। কিন্তু আমি তোমায় আশীর্বাদ করছি, তুমি শান্তিতে থাকো। এখন আমি আসি আগনিস!

তবু কিন্তু গেলো না পল। আগনিসের দিকে চেয়ে স্থির হয়ে

দাঁড়িয়ে রইলো। আলোতে আগনিসের তুলতুলে চুলগুলো ঝকঝক করছে। এই চুলগুলিকে কতো ভালবাসে ও! ওর কম্পিত আঙুল-গুলি কতোদিন পথহারা হ'য়ে ফিরেছে এই কেশের অরণ্যে! পল আবার ডাকলো, 'আগনিস! আমাদের বিদায় কি এমনিভাবেই হবে? ...এসো, আমার হাতে হাত রাখো। আমার জন্যে দোর খুলে দাও।'

উঠে দাঁড়ালো আগনিস, কিন্তু পলের হাতে হাত দিল না। তারপর সোজা এসে দোর খুলে দিয়ে দোরের পাশে স্থির হয়ে অপেক্ষা করতে লাগলো। পল একবার নিজেকে প্রশ্ন করলো, 'এখন আমি কি করি?'

আগনিসকে খুশী করার জন্যে এখন কি করা প্রয়োজন তা ভালো ক'রেই জানে পল। সে যদি ওর পায়ের তলায় লুটিয়ে প'ড়ে আপনাকে বিলিয়ে দিতে পারে, তবেই খুশী হবে আগনিস। কিন্তু সে যে পাপ, সে যে আত্মবিলয়! পল সোজা হ'য়ে দাঁড়ালো, কিন্তু আগনিসের মুখের দিকে মুখ তুলে তাকাতে যেন সাহস পেলো না; তারপর যখন মুখ তুললো, তখন আগনিস অন্ধকারে কোথায় অন্তর্হিত হয়ে গেছে।

তেরো

আবার নিজের বাড়ির সিঁড়ি বেয়ে উঠছে পল। বিপদ কেটে গেছে, অন্ততপক্ষে বিপদের ভয়টা। কিন্তু তবু পল একবার ঘরের দরজার সম্মুখে এসে থেমে দাঁড়ালো, ভাবলো, আগনিসের সংগে সাক্ষাতের ফলাফলটা সে মাকে জানাবে—জানাবে, আগনিস কাল সবার সম্মুখে ওকে অপদস্থ করবে শাসিয়েছে। পলের কানে এলো

মার শান্ত নিঃশ্বাসের শব্দ ; নিশ্চয় ঘুমিয়ে পড়েছেন মা ; পলের সম্বন্ধে এবার নিশ্চিন্ত তিনি ! পল মার ঘর·পার হয়ে এলো নিজের ঘরে।

আঃ ! পল একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো, ঘরের চারিদিকে একবার তাকিয়ে দেখলো, মনে হোলো বুঝি দুস্তর একটা যাত্রা শেষ ক'রে এই মাত্র ফিরে এসেছে সে। ঘরময় শান্ত স্তব্ধ একটি ভাব, আর শৃংখলা। পল তার পায়ের আঙুলের উপর ভর ক'রে চুপিচুপি পোষাক ছাড়তে লাগলো—যেন ঘরের এই স্তব্ধ শৃংখলাটুকু সে ভাঙতে চায় না।

একটু বাদেই কিন্তু পলের আবার মনে হোলো, তার দুঃস্বপ্নটা এখনো কাটেনি, এখনো সে নিরাপদ নয়। ভারী ক্লান্ত অবসন্ন লাগলো পলের। কিন্তু তবু সে কোনোমতে শুয়ে পড়তে বা একটা চেয়ারে এসে বসতে পারলো না, শুধু ছোট খাটো দুএকটা কাজ ক'রে ঘরময় এখানে-ওখানে ঘুরে বেড়াতে লাগলো।

পল দেওয়ালের আয়নাটার পাশ দিয়ে যাবার সময় নিজের প্রতিবিম্ব দেখলো একবার, পাণ্ডুর মুখ, বসে যাওয়া দুটো চোখ আর চুপসানো গাল। পল নীরবে প্রশ্ন করলো, 'আমি নিজেকে এতো নিরাপদ ভাবছি কেন ? আগনিসের কথামত আজ রাত্তিরেই আমার এখান থেকে পালানো কি উচিত নয় ?'

কোনো কিছু সংকল্প করার আগে নিজেকে একটু শান্ত ক'রে নিতে চাইলো পল, তাই বিছানায় শুয়ে পড়লো লুটিয়ে। তারপর সে চোখ বন্ধ ক'রে বালিশের উপর মুখ চেপে ভাবতে চেষ্টা করলো। ভাবলো, এমনি ভাবেই বুঝি সে নিজের বিবেককে স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করতে পারবে। পল আপন মনে বললো, 'হ্যাঁ, আজ রাত্রেই আমাকে পালাতে হবে। কোনো কেলেংকারির যাতে উদ্ভব না হয়, সে জন্য যিশুই যেন আমাকে এ বিষয়ে আদেশ করছেন। মাকে জাগিয়ে,

তাঁকে সব ব্যাপারটা বলে দু'জনে একসংগে অবিলম্বে এখান থেকে পালানো উচিত। আমি যখন এতটুকু ছিলাম, তখন মা যেমনটি ক'রে আমার হাত ধ'রে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতেন, আজো তিনি তেমনি ক'রে আমার হাত ধ'রে নিয়ে যাবেন। অন্য কোথাও গিয়ে আমরা আবার শুরু করবো নতুন জীবন।

কিন্তু পল স্পষ্ট অনুভব করলো, সমস্তই তার উত্তেজিত মস্তিষ্কের কল্পনামাত্র, এমন কিছু করার মতো দুঃসাহস তার নেই। আর করবেই বা কেন? আগনিস ধমক দিলে-ও এমন কোনো কেলেংকারি যে সে করবে না এ বিষয়ে পল নিশ্চিন্ত। তবেই বা সে পালাতে যাবে কেন? আর, আগনিসের কাছে আবার ফিরে যাবার ভয়-ও নেই তার। আজ সে প্রলোভন জয় ক'রে এসেছে। কিন্তু তবু কল্পনাটা যেন আবার পেয়ে বসলো পলকে।

তবু তোমায় যেতেই হবে পল। মাকে জাগিয়ে তাকে সংগে নিয়ে পালাও তুমি এখান থেকে! তুমি কী বুঝতে পারছ না, কে বলছে একথা? আমি আগনিস। তুমি কি ভাবো যে আমি আমার কথামত কাজ করতে পারবো না? কিন্তু তবু তোমায় বলছি, তুমি চলে যাও। তুমি ভাবছ, আমার কাছ থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছ তুমি! কিন্তু তা নয়। তোমার মধ্যেই আছি আমি—তোমার জীবনের সর্বনাশ হয়ে! যদি তুমি এখানে থাকো, আমার কাছে একটি মুহূর্তের জন্যেও মুক্তি পাবে না তুমি। আমি ছায়ার মতো ফিরবো তোমার পিছুপিছু, তোমার এবং তোমার মায়ের মধ্যে গ'ড়ে তুলবো বিরাট ব্যবধান, তোমার আর তোমার আত্মার মধ্যে গ'ড়ে তুলবো দুর্বার প্রাচীর।'

পল যেন আগনিসকে শান্ত করতে চেষ্টা করলো—আগনিসকে নয়, নিজের বিবেককে!

'আমি তো বলেছি, আমি চলে যাবো। হ্যাঁ, আমরা দু'জনেই যাবো। তুমি আর আমি। তুমি থাকবে আমার অন্তরের অধিষ্ঠাত্রী হ'য়ে। তোমাকে নিয়েই আমি বেঁচে উঠবো মহত্তর জীবনে। শান্ত হও আগনিস! শান্ত হও। আর যন্ত্রণা দিয়ো না। অবিচ্ছেদ্য আমরা দু'টি,—অনন্তকালের পথে পাথায় ভর ক'রে যুগ্ম আমাদের যাত্রা! যেদিন আমাদের চোখের মিলন হয়েছিল, যখন আমরা করেছিলুম চুম্বন, তখনই আমরা হয়েছিলুম শত্রু, সরে গিয়েছিলুম দূরে। কিন্তু এখন! এখন-ই শুরু হ'লো আমাদের সত্যিকারের মিলন—তোমার ঘৃণায়, আমার ধৈর্যে, আমার ত্যাগে!'

ক্লান্তিতে ভেঙে পড়লো পল। জানলার বাইরে থেকে যেন একটানা চাপা কান্নার স্বর ভেসে আসছে। বুঝি কোনো বিরহিণী কপোত খুঁজছে তার প্রিয়তম কপোতীকে। এ ক্রন্দন যেন রাত্রির নিজের ক্রন্দন। জ্যোৎস্নাতুর, আলোক-অবগুণ্ঠিতা রাত্রিই বুঝি কাঁদছে উদাস আকাশের শূন্য বুক ভ'রে। কিন্তু পরক্ষণেই পল বুঝলো, এ গোঁগানি তার নিজের।

ভারী ঘুম পেয়েছে তার, তন্দ্রার ভারে জড়িয়ে আসছে দুটি চোখ। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই সে ঘুমিয়ে পড়লো। তার সকল অনুভূতি, ভয়, দুঃখ, স্মৃতি সবই হ'য়ে এলো ক্ষীণ, অস্পষ্ট। স্বপ্নে দেখলো পল, সত্যি কোথায় চলেছে সে, ঘোড়ায় চ'ড়ে, পাহাড়িয়া পথ ভেঙে দূর সমভূমির দিকে। চারিদিক শান্ত, স্বচ্ছ। বনস্পতির ফাঁকে ফাঁকে দেখা যায় খণ্ড তৃণভূমিগুলি, সবুজ, স্নিগ্ধ। পাথরের ঢিপিগুলির উপর ব'সে আছে ধ্যানমগ্ন মৌনী ঈগলের দল, ওর মুখের পানে চেয়ে মিটমিট ক'রে তাকাচ্ছে তারা।

রবিবারে অন্যান্য দিনের চেয়ে একটু দেরিতেই উপাসনা আরম্ভ হয়। কিন্তু পল আগেই গির্জায় আসে প্রতিদিন। তাই আজো

মা ওকে নিয়মিতভাবে সকাল-সকাল ঘুম থেকে ওঠার জন্যে ডাকলো।

অনেকক্ষণ ধ'রে ঘুমিয়েছে পল। যখন সে ঘুম থেকে উঠলো, তখন তার কিছুই মনে পড়লো না, মাথাটাকে এক টুকরা শাদা কাগজের মতোই শূন্য মনে হলো। ভারী ইচ্ছা করলো তার, আবার, সে ঘুমিয়ে পড়ে। কিন্তু দোরে তখনো করাঘাতের বিরাম নেই। এবার পলের সমস্ত কথাই মনে পড়ে গেলো মুহূর্তে। বিদ্যুৎ-গতিতে সে বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। ভয়ে অসাড় হ'য়ে এলো তার সারা দেহ। একটি কথা কেবলই তার বারে বারে মনে পড়লো, 'আগনিস গির্জায় এসে সবার সমক্ষে আমাকে অপমানিত, অপদস্থ করবে।'

পল কম্পিত পদে অসহায়ের মতো একটা চেয়ারে লুটিয়ে পড়লো। তার চিন্তার খেই কেবলই হারিয়ে যাচ্ছে, অস্পষ্ট জটিল সব চিন্তা। তার মনে হোলো, এখনো কী এই কেলেংকারিটাকে এড়ানো কোনো রকমেই সম্ভব নয়? যদি অসুখের ভাণ ক'রে সে উপাসনায় না যায়? কোনো রকমে কালক্ষয় করতে পারলে আগনিসের ক্রোধের উপশম-ও হতে পারে। কিন্তু পরে সমস্ত ব্যাপারটা আবার গোড়া থেকে শুরু করার কথা ভেবে সে ভীত হ'য়ে উঠলো।

পল উঠে দাঁড়িয়ে শারীরিক জড়তাটাকে কোনোরকমে বিদায় করার চেষ্টা ক'রে গির্জায় যাওয়ার জন্যে পোষাক প'রে প্রস্তুত হোলো। তারপর অবশেষে জানলার কপাটগুলো দিলো খুলে। দিনের আলো উপচে এসে পড়লো তার দু'চোখে। সে যেন রাত্রির দুঃস্বপ্ন থেকে উঠলো জেগে।

পল তাড়াতাড়ি সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এলো, কিন্তু মা'কে সব কথা জানাবে কিনা, স্থির করতে পারলো না। পলের কাণে এলো

ভাঙা গলায় খাবার ঘর থেকে মোরগছানাগুলোকে তাড়াবার চেষ্টা করছেন মা, আর মোরগছানাগুলো তাঁর চারিদিকে পাখা ঝটকে উড়তে চেষ্টা করছে। পলের নাকে এলো তপ্ত কফি আর বাগানের মিষ্টি গন্ধ। তারাইএর ছোট একটি গলি দিয়ে মাঠে চলেছে এক পাল ছাগল, তাদের গলার ঘণ্টির শব্দ ভেসে আসছে, টুং-টুাং, টুং।

চারিদিকের সকল কিছুই সুন্দর আর শান্ত। প্রত্যূষ গোলাপী আলোয় স্নান ক'রে হ'য়েছে উজ্জ্বল। পলের মনে পড়লো স্বপ্নের কথা।

প্রতিদিনের মতো আজো গির্জায় গিয়ে দৈনন্দিন কাজ করতে কোনো বাধা-ই ছিল না পলের। কিন্তু তবু কেমন যেন সে ভীত ত্রস্ত হ'য়ে উঠলো। এগোবার, কি পেছুবার কোনোটার শক্তিই যেন তার রইলো না। সদর দোরের পাশের সিঁড়িতে দাড়িয়ে তার মনে হোলো, সে বুঝি কোনো অত্যুংগ পর্বত শিখরে এসে দাড়িয়েছে। এর চেয়ে ওপরে ওঠা অসম্ভব, আর নিচে মৃত্যুর মতো মুখব্যাদন ক'রে রয়েছে বিরাট গহ্বর! তাই এখানেই সে দুরু দুরু বক্ষে স্তব্ধ হ'য়ে দাড়িয়ে রইলো। সারা দেহে অনুভব করলো, যেন কোথায় তলিয়ে চলেছে সে,—অতল সমুদ্রের তলদেশে, সীমাহীন জলরাশির ফেনিল আবর্তে, নিষ্ঠুর নিষ্করুণ স্রোতের পাকে পাকে!

পলের মনটাই পাকিয়ে পাকিয়ে মোচড় খেয়ে মরছে জীবনের স্রোতাবর্তে। পল সদর দরজা বন্ধ ক'রে ঘরের মধ্যে ফিরে এলো, এসে সিঁড়ির ওপর চুপচাপ ব'সে রইলো। কাল রাত্রিতে মা-ও এখানে এসে বসেছিল। পল এই নিষ্ঠুর সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাবে না স্থির ক'রে কারো আসার জন্যে প্রতীক্ষা করতে লাগলো।

মা এসে দেখলেন, পল ওখানে ওই অবস্থায় ব'সে আছে। মাকে দেখেই চকিতে উঠে দাঁড়ালো পল। কিন্তু পলের দিকে তাকিয়েই

মায়ের শীর্ণ মুখখানা আরো বিবর্ণ হ'য়ে গেল। মা ব'লে উঠলেন, পল! ওখানে অমন ক'রে বসে কেন? অসুখ করেনি তো?'

পল খাওয়ার ঘরের দিকে না ফিরে সদর দরজার দিকে অগ্রসর হ'য়ে বললো, 'মা, কাল ফিরতে খুব রাত হ্‌য়ে গিয়েছিল, তাই তোমায় আর জাগাইনি। কাল ওকে দেখতে গিয়েছিলাম...'

মার মুখের গাম্ভীর্যটা ইতিমধ্যেই ফিরে এসেছে। তিনি পলের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। কয়েক মুহূর্তের জন্যে দুজনে নীরব। গির্জার ঘণ্টা বাজতে লাগলো অবিরাম, যেন ওঁদেরই বাড়ির ছাদে। পল আবার বলতে শুরু করলো, 'ও এখন ভালোই আছে, কিন্তু ভারি উত্তেজিত হ'য়ে উঠেছিল। বলে, এই মুহূর্তে আমাকে এ গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে হবে। আর যদি না যাই, তবে আজ গির্জায় এসে সবার সম্মুখে আমাকে অপদস্থ করবে।'

মা নীরবে দাঁড়িয়ে রইলেন। কিন্তু পল অনুভব করলো, এক অনমনীয় মহিমার মূর্তি যেন ওর পাশে দাঁড়িয়ে। এমনি একটি মূর্তি শিশুকালে প্রতিপদক্ষেপে ওর পাশে পাশেই থাকতো। পল বলে চললো, 'সে চেয়েছিল, কালই রাত্তিরে আমি এখান থেকে চ'লে যাই।...নইলে আজ সকালে সে উপাসনার সময় গির্জায় আসবে।... আমি তাকে ভয় করিনা। তার, তাছাড়া, সে আসবে বলে-ও আমার মনে হয় না।'

পল সদর দরজাটা আবার খুললো। হলদে আলোর বন্যায় ভেসে গেলো ওদের ছোট অন্ধকার দালানটা। পল আর বিলম্ব না ক'রেই গির্জার দিকে রওনা হোলো। ওর দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে চৌকাঠের উপর স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলেন মা।

এতোক্ষণ কোনো কথা বলেন নি। কিন্তু এবার অস্পষ্ট একটা আতংক যেন তাঁর সমস্ত দেহে ব'য়ে গেলো। মা অবিলম্বে তাঁর শোবার

ঘরে ফিরে এসে গির্জায় যাবার জন্যে প্রস্তুত হ'য়ে নিলেন। তারপর পোষাক ছেড়ে খাওয়ার ঘর থেকে মোরগছানাগুলোকে একবার তাড়িয়ে কফির কেৎলিটা আগুনের পাশে এনে রাখলেন। তাঁর সর্বাংগ কাঁপছে। চেষ্টা সত্ত্বেও এই কম্পনটাকে তিনি কোনো মতেই এড়াতে পারলেন না।

চৌদ্দ

ইতিমধ্যে পল গির্জায় পৌঁচেছে। কয়েকজন মেয়ে পুরুষ এসে নতজানু হ'য়ে ব'সেছে বেদীর আশেপাশে। সম্মুখেই হাঁটু গেড়ে বসেছে নিনা মাসিয়া। কতিপয় ছোকরা জড়ো হ'য়েছে তাকে ঘিরে। পল অন্যমনস্কভাবে তাড়াতাড়ি উপাসনামঞ্চে এসে দাঁড়ালো। হঠাৎ তার চোখ পড়লো নিনা মাসিয়ার দিকে। পল ওকে দেখেই ক্ষেপে গেলো। তার মনে হোলো, ওই মেয়েটা যেন সর্বদা সবত্র ওর অন্তরায় হ'য়ে আবির্ভূত হয়েছে। একরকম চাৎকার ক'রে পল ধমক দিয়ে উঠলো ওদের, 'যাও এখান থেকে! এখানে ভীড় ক'রছ কেন?'

পলের রুক্ষ কণ্ঠ গির্জার সর্বত্র ধ্বনিত হ'য়ে উঠলো। ছেলেরা অবিলম্বে সরে গেলো। তাদের সংগে সংগে নিনা মাসিয়াও। ছেলেরা নিনাকে এমনভাবে চারিদিক থেকে ঘিরেছে যে, সবাই তাকে ইচ্ছা করলেই দেখতে পেতে পারে। মেয়েরা সবাই নিনাকে দেখার জন্যে ফিরে দাঁড়ালো।

পল বেদীমূল থেকে উপাসনা মঞ্চের একধারে স'রে এলো। আসবার সময় ওর আলখিল্লাটা একটা আসনের গায়ে এসে লাগলো, এই আসনে আগনিস এসে বসতো প্রতিদিন। পল একবার হিসাব ক'রে দেখলো, এই আসন থেকে ওর বেদীর দূরত্ব কতো। পল মনে

মনে বললো, 'যখনই দেখবো আগনিস তার শাসন অনুযায়ী উঠে দাঁড়িয়েছে, তখনই আমি গির্জার ভেতরে ভাঁড়ারে পালাবো।'

কিন্তু তবু যেন পল সাহস পেলো না, শিউরে উঠলো।

ভাঁড়ারের ভিতরে এলো পল। ঘণ্টার ঘর থেকে এন্টিওকাস তাড়াতাড়ি এসে ভাঁড়ারে আলনার পাশে প্রতীক্ষা করছে, পোষাক পরার সময় ওকে সাহায্য করবে ব'লে। এই আলনায় তোলা র'য়েছে পুরোহিতের পোযাকগুলি।

এন্টিওকাসের মুখ বিবর্ণ, গম্ভীর, করুণ। রাত্রিতে সে তার ভাবী জীবন সম্বন্ধে যে-পথ স্থির ক'রে নিয়েছে, যেন তারি ছায়া এসে পড়েছে তার মুখখানিতে। কিন্তু তবু তার মুখের এই স্বচ্ছ তরল গাম্ভীর্যের আবরণ ভেদ ক'রে উঁকি দেয় শিশুসুলভ হাসির ঝিলিক। চোখ দু'টো মাঝে মাঝে চকচক ক'রে ওঠে আনন্দে—যদি-ও হাসিটাকে চাপার জন্যে সে ঠোঁট কামড়ে ব'সে থাকে। আজকের এই প্রভাতের সকল ঔজ্জ্বল্যে, সকল প্রেরণায়, সকল আনন্দে—যেন তার কচিকাঁচা মনটা কেবলই সাড়া দিতে থাকে।

এন্টিওকাস বোতাম আঁটছিল পলের জামার হাতায়। অকস্মাৎ সে দেখলো, জামার নিচে পলের হাতটা কাঁপছে। এন্টিওকাস বিস্মিত হ'য়ে পুরোহিতের মুখের দিকে চকিতে তাকালো, দেখলো পুরোহিতের মুখখানা হ'য়ে গেছে বিবর্ণ, বিকৃত।

'ঠাকুর, আপনার কি অসুখ করেছে?' এন্টিওকাস জিজ্ঞাসা করলো।

সত্যই, পলের নিজেকে অসুস্থ মনে হচ্ছে। কিন্তু তবু সে মাথা নেড়ে অস্বীকার করলো। তার মনে হোলো, মুখের ভেতরটা যেন রক্তে ভ'রে গেছে। এই দুঃখের মধ্যেও একটু ক্ষীণ আশা সে অনুভব করলো, 'হয়তো অকস্মাৎ হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন বন্ধ হ'য়ে যাবে, আর সে লুটিয়ে পড়বে মাটিতে। সেই সংগেই সব কিছুর শেষ হবে।

আবার উপাসনা মণ্ডপে এলো পল। দেখলো দোরের পাশে নত-জানু হ'য়ে ব'সে আছেন তার মা, কঠিন, স্থির। মা সতর্ক দৃষ্টিতে গির্জার চারিদিকে তাকাচ্ছেন, যেন যে-কোনো মুহূর্তে একটি আলোড়নেই ভূমিসাৎ হ'য়ে যাবে এই গির্জা আর তখনো মা তাঁর সন্তানকে সেই বিপদের গ্রাস থেকে বাঁচাবার জন্যে মাথা ঠেকিয়ে বাধা দেবেন সেই পতনোন্মুখ পাথরগুলিকে!

কিন্তু পলের একবিন্দুও সাহস বা শক্তি নেই আর। শুধু আছে ক্ষীণতম একটু আশা—মৃত্যু এসে তাকে রক্ষা করবে এই আসন্ন বিপদের কবল থেকে। পল ওখান থেকে আবার পালিয়ে এলো পাশের নির্জন একটি কক্ষে। এখানে লোকচক্ষুর অন্তরালে নিজেকে গোপন রেখে যেন একটু শান্তি পেলো। জানলার ঝিলমিল ভেদ ক'রে মেয়েদের চাপা কণ্ঠস্বর, নিশ্বাসের শব্দ, আর চুলের সুগন্ধি এলো ভেসে। অকস্মাৎ পলের ভারি ইচ্ছা হ'লো, আগনিস এসেছে কিনা একবার সে বাইরে এসে দেখে। পল দেখলো, আগনিসের আসনটা শূন্য পড়ে আছে।

হয়ত আসবে-ই না সে, পলের মনে হোলো। মাঝে মাঝে আবার আগনিসের ঝি তার জন্যে একটা আসন নিয়ে এসে গির্জার ওই দিকে পেতে দেয়, আর আগনিস তার ওপর নতজানু হয়ে বসে। পল সেদিকে-ও ফিরে দেখলো। সেখানে ওর মা প্রস্তরমূর্তির মতো ব'সে আছেন। পল এবার বেদীর সম্মুখে নতজানু হ'য়ে ব'সে উপাসনা আরম্ভ করলো।

পল স্থির করলো, সে আর পেছনের দিকে তাকাবে না, কাউকে আশীর্ব্বাদ করার প্রয়োজন হ'লে মুখ ফেরাবার সময় চোখ বন্ধ ক'রে থাকবে। চোখ বন্ধ ক'রে পলের মনে হোলো, সে অত্যুংগ একটা পাহাড়ের চুড়ো বেয়ে উঠছে, পায়ের তলায় হাঁ ক'রে আছে

একটা ভয়ংকর অন্ধকার গহ্বর। পলের মাথা ঝিমঝিম করতে লাগলো। তবু সে বন্ধ চোখের ভেতর থেকেও যেন দেখতে পেলো, আগনিস একটা বেঞ্চির উপর এসে বসেছে। তার কালো পোষাকটা গির্জার ধূসর দেওয়ালের কোলে বেশ স্পষ্ট লাগছে।

সত্যিই আগনিস ওখানে এসে বসেছে। পরণে তার কালো পোষাক, হাতীর দাঁতের মতো শাদা মুখখানি কালো ঘোমটায় ঢাকা। প্রার্থনার পুঁথির দিকে সে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। তার কালো দস্তানায় মোড়া আঙুলগুলির ফাঁকে ফাঁকে বেরিয়ে পড়েছে বইখানার সোনালি রঙের মলাটটা। বেঞ্চির পাশেই মেঝেতে হাঁটু গেড়ে ব'সে আছে ঝি।

পল বেদীর সম্মুখ থেকে সবই দেখলো, তার বুকের মধ্যে ক্ষীণতম আশাটুকু-ও আর রইলো না। তবু বারে বারে নিজেকে বললো, 'আগনিস পাগলের মতো তাকে যে ভয় দেখিয়েছিল, তা সে কোনোমতেই কাজে লাগাতে পারবে না।' পল বাইবেলের কয়েকটা পাতা উল্টালো। কিন্তু কোনমতে একটি কথাও উচ্চারণ করতে পারলো না, কেবলই কণ্ঠস্বর কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগলো। সমস্ত দেহ ঘর্মাক্ত হ'য়ে উঠলো। পলের মনে হ'লো, সে বুঝি মূর্ছিত হ'য়ে পড়বে। হাতের বইখানাকে কোনো রকমে সজোরে চেপে ধ'রে স্থির হ'য়ে ব'সে রইলো পল।

কিন্তু পরক্ষণেই পল নিজেকে সামলে নিলো। এন্টিওকাস ওকে লক্ষ্য করছে। ওর বিবর্ণ মড়ার মতো মুখখানা অকস্মাৎ কী ভাবে বদলে গেলো, তাও এন্টিওকাসের দৃষ্টি এড়ালো না। এন্টিওকাস যেন ওকে সাহায্য করার জন্যেই ওর দিকে নিবিড় হ'য়ে স'রে এলো।

পল শান্ত হ'য়ে বসলো। এ যেন ডুবন্ত মানুষের সংগ্রাম-শেষের শান্ত ভাব, বিপদের কাছে অস্তিমের আত্মসমর্পণ। আর শক্তি নেই

পলের, তাই সে তরংগের তাড়নায় স্রোতের কবলে নিরুপায় নিঃসহায় হ'য়ে ছেড়ে দিলো আপনাকে।

এবার পল আবার সমবেত উপাসকদের দিকে ফিরে দাঁড়ালো, আর চোখবন্ধ করলো না, উদাস কণ্ঠে হাঁকলো, 'ভগবান তোমাদের মংগল করুন।'

আগনিস নিজের আসনটিতে স্থির হ'য়ে ব'সে আছে। বই-এর উপর চোখ দু'টি দৃঢ়নিবদ্ধ। বইএর একটি পাতাও সে উল্টোয়নি। অস্পষ্ট আলোকে ঝিকমিক করছে বইএর মলাট-টা।

পল উপাসনা মণ্ডপ থেকে নেবে এলো। দুইদিকে মেয়েরা মাথা নত ক'রে ব'সে আছে ভক্তিভরে। আগনিস-ও মাথা নত ক'রেছে। পলের মনটা ভারাক্রান্ত হ'য়ে উঠলো। কিন্তু পরক্ষণেই তার মনে হোলো, আগনিস বুঝি সাহস সঞ্চয় করছে।

প্রার্থনা শেষ হবার সংগে সংগে একজন বৃদ্ধ কৃষক একটি স্তোত্র গাইতে আরম্ভ করলো। চাপা গলায় উপস্থিত সকলে সেই স্তোত্রের ধূয়া ধরলো। প্রাচীন একঘেয়ে এই স্তোত্রটা। আদিমকালে আরণ্যক মানুষ সর্বপ্রথম যে স্তোত্রটি গেয়েছিল, এ যেন তারই এক কলি—জনহীন সমুদ্রসৈকতে ভেঙে-পড়া শাশ্বত তরংগের সুর! এই গানের সুরে আগনিসের সংজ্ঞা ফিরে এলো। তার মনে হোলো, কোন্ আদিম অরণ্যের পথ বেয়ে সে চলেছে ঝড়ের বেগে কোথায় উধাও হ'য়ে। তারপর অকস্মাৎ সে এসে পৌঁছলো এক সমুদ্র সৈকতে। বালুর পাহাড় চারিদিকে, প্রত্যুষের সূর্যালোকে সোনালি বালুর চর।

আগনিসের অন্তরের অন্তঃস্থলে কী যেন ন'ড়ে চ'ড়ে উঠলো, একটা দুর্বোধ্য অনুভূতিতে আটকে এলো তার নিঃশ্বাস। আগনিসের মনে হলো, সমস্ত পৃথিবীটা একটা আবর্তে প'ড়ে ঘুরছে আর তলিয়ে

চলেছে কোথায়। সে-ও তলিয়ে চলেছে সেই ঘূর্ণিতে বিশ্বের সাথে সাথে।

গানের তরংগ ভেঙে ভেঙে পড়ছে আগনিসের চারিদিকে। মেয়েরা গাইছে, গাইছে আগনিসের ধাত্রী, আগনিসের ঝি, চাকর,—গাইছে তারা, যারা আগনিসের বাড়ি সাজায়, যারা আগনিসের জন্যে কাপড় বোনে। এদের মিলিত কণ্ঠস্বর আগনিসের কানে স্পষ্টভাবে আসার সংগে সংগেই তার এই তন্দ্রাচ্ছন্ন অনুভূতিটা যেন কেটে গেলো।

আগনিস ভাবলো, কেমন ক'রে সে ওদের সম্মুখে নিজেকে খাটো করে? কেমন ক'রে তা সম্ভব? এরা যে সবাই ওকে দেবীর মতো ভক্তি করে, পুরোহিতের চেয়েও পবিত্র ব'লে ভাবে! এবার আগনিস বুঝলো, পল-কে সে শাস্তি দিতে এসেছিল, কিন্তু এ যে তার নিজেরই শাস্তি। তার মনে হোলো, এই মেয়ে এবং বৃদ্ধদের কণ্ঠস্বরে বিধাতার বাণীই ধ্বনিত হয়ে উঠছে বুঝি! আগনিসের চারিদিকে নর-নারী সবাই গাইছে স্তোত্র। সেই স্তোত্রের সুরে সুরে আগনিসের জীবনের আশৈশব প্রতিটি দিন একে একে উদ্‌ঘাটিত হ'য়ে গেলো। সেই শিশুকালের ছোট্ট একরত্তি আগনিস, তারপর কিশোরী, তারপর পূর্ণযৌবনা নারী—এই জীবনের দীর্ঘ দিনগুলি আগনিসের কেটেছে এই একই গির্জায়, এই একই আসনে। হ্যাঁ, এই আসন—যেখানে বংশপরম্পরায় বসেছে তার পূর্বপুরুষেরা, যা তাদের কনুইএর চাপে, জানুর ভারে বহু বর্ষ ধ'রে হ'য়েছে মলিন, হয়েছে চিহ্নিত, গেছে ক্ষয়ে। এই গির্জাটা এক রকম তাদের পরিবারেরই। তারই কোনো পূর্ব-পুরুষ প্রস্তুত করিয়েছিলেন এই গির্জা। তাছাড়া, আজো এ-গ্রামের সবাই বলে, নাকি তারই কোনো সুদূর পূর্বপুরুষ এই মন্দিরস্থ মেরীমাতার বিগ্রহকে বারবারি জলদস্যুদের কবল থেকে উদ্ধার ক'রে এখানে করেছিলেন প্রতিষ্ঠা।

এমনি হাজারো কাহিনী আর কিম্বদন্তীর মধ্যে জন্মে মানুষ হয়েছে আগনিস। তাই সে এ-গ্রামের জনসাধারণের মধ্যে থেকেও রয়েছে তাদের অনাত্মীয় অপরিচিত হয়ে—কঠোর শুক্তির বুকে এক বিন্দু মুক্তার মতো!

এখন সে নিজেকে এদের সম্মুখে কেমন ক'রে অনাবৃত করে, করে হীন? কিন্তু এই পবিত্র মন্দির তারই, একথা মনে পড়ার সংগেই তার পাপের একমাত্র সহচর এই লোকটাকে আগনিসের অসহ্য মনে হোলো। সে দেখলো, দেবোপম শুদ্ধির ছদ্মবেশে বেদীমূলে দাঁড়িয়ে আছে এক লম্পট, হাতে তার দেবতার আশীর্বাদী নির্মাল্য, দীর্ঘ দেহ, উন্নত ললাট, অকম্পিত মহিমায় ভাস্বর মুখ। আর সে নিজে? অপরাধীর মতো এই লম্পটের পদতলে লুণ্ঠিত। অপরাধ কিসের? অপরাধ, সে ওকে ভালোবাসে!

আবার আগনিসের বুকের ভেতরটা অসহনীয় দুঃখ আর আক্রোশে ভ'রে গেলো। তার চারিদিকে উদাত্ত সংগীত সুরের তরংগে উঠছে নাবছে। আগনিসের মনে হোলো, এ বুঝি সংগীত নয়। কোনো বিপন্ন অন্ধকার গিরিগুহার তলদেশ থেকে সাহায্যের প্রার্থনায় আর্তনাদ করে মরছে—সে চায় ত্রাণ, সে চায় মুক্তি, সে চায় সুবিচার! এ বুঝি স্তোত্র নয়—বিধাতার বাণী, নিষ্ঠুর, নিষ্কলুষ! তাঁর অযোগ্য সেবককে তাঁর পূজা মন্দির থেকে বিতাড়িত করার আদেশ!

মুহূর্তে বিবর্ণ হ'য়ে গেলো আগনিস। ঠাণ্ডা ঘামে ঘর্মাক্ত হ'য়ে উঠলো তার সারা দেহ। পা দু'টো কাঁপতে লাগলো থর থর ক'রে। আগনিস আর মাথা নত ক'রে রইলো না, সোজা হ'য়ে ব'সে উপাসনা মঞ্চে পল-কে লক্ষ্য করতে লাগলো। পল-ও মুহূর্তে যেন পংগু হ'য়ে গেছে। প্রাণহীন পাথরের পুতুল! আগনিসের

মনে হোলো, তারই বিষাক্ত নিশ্বাসের একটা হিম হলকা এসে বুঝি জমাট ক'রে দিয়েছে তা:ক !

অনুভব করলো পল, যেন একটা হিমস্রোত পলকে তার সমস্ত ধমনীতে প্লাবিত হ'য়ে সমস্ত দেহের রক্তকে বরফ ক'রে দিয়েছে। আশীর্ব্বাদ উচ্চারণ করবার সময় সে ফিরে দাঁড়াতেই দেখলো, তাকে নিষ্পলক দৃষ্টিতে দেখছে আগনিস। বিদ্যুতের মতো চোখাচোখি হ'য়ে গেল ওদের। পলের মনে হোলো, বিপুল জলোচ্ছ্বাসের অতল আবর্ত্তে তলিয়ে চলেছে সে। জীবনের অন্তিম মুহূর্ত এসেছে ঘনিয়ে। কালো ভয়াবহ দুর্বার মৃত্যু ওর দু'চোখ বেয়ে নেমে আসছে যবনিকার মতো। সমস্ত আশা, সমস্ত জীবন মুহূর্তে নিঃশেষ নিশ্চিহ্ন হ'য়ে গেছে। শুধু একবিন্দু আনন্দ ওর চোখের সম্মুখে কাঁপছে—হ্যাঁ, একবিন্দু আনন্দ! পল অনুভব করলো, এই আনন্দ সে পেয়েছিল, আগনিসকে ভালোবেসে, আগনিসের প্রথম দৃষ্টিতে, আগনিসের ওষ্ঠাধরের প্রথম চুম্বনে!

পল ঝাপসা চোখে দেখলো, আগনিস পুঁথি রেখে তার আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। পল বেদীমূলে লুণ্ঠিত হ'য়ে অস্ফুট কণ্ঠে শুধু বললো, 'ভগবান! তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক! তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক!'

নরনারীর সংগীতের কোলাহল ভেদ ক'রেও পল যেন স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে আগনিসের প্রতিটি পদক্ষেপ। এন্টিওকাস গির্জার বাতিগুলি একে একে নেবাচ্ছিল। এবার সে বাতি নেবানো থামিয়ে ফিরে দাঁড়ালো। পলের আর কোনো সন্দেহই রইলো না, আগনিস সত্যিই এসে পড়েছে।

উঠে দাঁড়ালো পল। তার মনে হোলো, গির্জার ছাদ বুঝি ভেঙে পড়ছে। রক্তাক্ত আহত সে, আর কোনোমতেই দাঁড়িয়ে থাকতে

পারছে না। কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে সংযত ক'রে সোজা হ'য়ে দাঁড়ালো সে এবং গির্জার ভাঁড়ারে অদৃশ্য হবার জন্যে পা বাড়ালো। দেখলো, আগনিস তার আসন ছেড়ে উপাসনা মঞ্চের বেড়া পার হ'য়ে সোপান বেয়ে উঠেছে। পল টলতে টলতে ভাঁড়ারের মধ্যে পালিয়ে গেলো, তারপর সভয়ে একবার ফিরে তাকালো, দেখলো, আগনিস সিঁড়ির উপর জানু পেতে নতশিরে বসে পড়েছে।

আগনিস টলতে টলতে সিঁড়ির উপর কোনো রকমে ব'সে পড়লো—যেন অকস্মাৎ একটা প্রাচীর মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে তার সম্মুখে, ঘন বাষ্পে তার দৃষ্টি আচ্ছন্ন হ'য়ে এলো, আর একটি পা-ও সে এগোতে পারলো না।

এবার ধীরে ধীরে আগনিসের মোহাচ্ছন্ন ভাবটা কেটে গেলো। তার চোখের ওপর আবার ধীরে ধীরে ভেসে উঠছে সিঁড়িগুলি, বেদীর সম্মুখের হলদে কার্পেট, টেবিলের উপর সাজানো ফুলের স্তবক। ও-দিকে জ্বলছে প্রদীপ। পুরোহিত অন্তর্হিত। তার শূন্য স্থানটিতে এসে পড়েছে এক ফলক সূর্যরশ্মি। সূর্যালোকে কার্পেটের খানিকটা ঝলমল করছে, যেন সোনা।

আগনিস ক্রশের সংকেত করলো এবং উঠে দোরের দিকে এগোলো। ঝি-টা এলো তার পিছু-পিছু। বুড়োরা, মেয়েরা, ছেলেরা সবাই তাকালো আগনিসের দিকে। তাদের ভক্তি, বিশ্বাস এবং সৌন্দর্যের মূর্তি বুঝি ও!···

গির্জার দোরের পাশে এসে ঝি আগনিসের গায়ে খানিকটা মন্ত্রপূত জল নখের ডগায় ক'রে ছিটিয়ে দিয়ে তারপর নুয়ে প'ড়ে তার পোষাকের পাড়ের ধুলোগুলো ঝাড়লো। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে দেখলো, আগনিস তার পাণ্ডুর মুখখানা ফিরিয়ে দেখছে গির্জার এক কোণে উপবিষ্ট পুরোহিতের মাকে। স্থির অবিচল কঠিন প্রস্তর

মূর্তির মতো বসে আছেন মা। বুকের মধ্যে ঝুলে পড়েছে মাথাটা। দেওয়ালে ঠেকানো পিঠ। যেন তিনি প্রবলতম একটা চেষ্টায় মাথাটাকে খাড়া ক'রে তুলে ধরবার চেষ্টা করছেন।

আগনিস এবং তার ঝি-র দৃষ্টি অনুসরণ ক'রে আর একটি মেয়েও সেদিকে তাকালো এবং ছুটে মার পাশে এসে মার কানে-কানে কি বললো, তরপর হতের মধ্যে তুলে ধরলো তাঁর শিথিল মাথাটা।

মার অর্ধনিমীলিত দুটি চোখ কাচের মতো চকচক করছে। চোখের পাতাগুলি ওল্টানো। জপের মালা খ'সে পড়েছে হাত থেকে। মেয়েটা আর্তনাদ করে উঠলো।

মা বেঁচে নেই।

মুহূর্তে ভীড় ক'রে ছুটে এলো সমগ্র জনতা। পল গেছে এণ্টিও-কাসেব সংগে পোযাক ছাড়তে। একটা অদ্ভুত স্বস্তি অনুভব করছে সে। যেন কোনো প্রকাবে বেঁচে এসেছে জাহাজডুবি থেকে। কিন্তু কনকনে হাওয়ায় এখনো কাঁপছে। সারা দেহ তার দুর্বল, শিথিল। এখন চাই একটু শক্তি, একটু উত্তাপ।

গির্জার মধ্যে একটা অস্পষ্ট কোলাহল পলের কাণে এলো। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই তীব্র হ'য়ে উঠলো সে কোলাহল। এণ্টিওকাস ভাঁড়ারের দরজা থেকে উঁকি মেরে দেখলো, গির্জার দোরের কাছে সবাই ভীড় করছে। একজন বৃদ্ধ ছুটে আসছিল মঞ্চের সিঁড়ি বেয়ে, সে বললো, 'পুরুতঠাকুর, মা কেমন করছেন!'

পল এক লাফে জনতার মধ্যে এসে মার পাশে হাঁটু গেড়ে ব'সে চীৎকার ক'রে ডাকলো, 'মা! মা!'

মার মুখখানা শুব্ধ, কঠিন। অর্ধমুদিত দু'টি চোখ। উদ্যত ক্রন্দনটাকে দমন করার চেষ্টায় দাঁতে দাঁত চাপা। পল মুহূর্তেই বুঝলো, যে-লজ্জা, যে-গ্লানি, যে-আতংককে সে নিজে কোনোপ্রকারে অতিক্রম

করতে গেয়েছে, তারই আঘাতে মৃত্যু ঘটেছে মা'র। সে নিজেও তার মতো কান্না চাপার চেষ্টায় দাঁতে দাঁত চেপে একবার মুখ তুলে জনতার দিকে তাকালো। চারিদিকে ফেনিয়ে উঠছে মানুষের আবর্ত। সেই আবর্তের মধ্যে একটি মুখের পানে অকস্মাৎ চোখ পড়লো তার। সে দেখলো, করুণ সে-দুটি চোখ, তার দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে র'য়েছে। সে চোখ আর কারো নয়, আগনিসের।

———

লেখক-পরিচয়

গ্রাৎসিয়া দেলেদ্দা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠা নারী-সাহিত্যিকদের অন্যতমা সার্দিনিয়ার একটি ছোট্ট শহরে ১৮৭৫ খৃস্টাব্দের ৯ই অক্টোবর তারিখে তাঁর জন্ম হয়। শৈশব থেকেই সার্দিনিয়ার নিম্ন শ্রেণীর মানুষদের সংগে তাঁর নিবিড় পরিচয় ঘটে। ফলে তারাই তাঁর সাহিত্যের একটি মূল অংশকে পূর্ণ ক'রে থাকে। গ্রাৎসিয়া দেলেদ্দা তাঁর গভীর অনুভূতি এবং সস্নেহ সমালোচনা দিয়ে তাদের চিত্রিত ক'রেছেন। এ গ্রন্থেও তার পরিচয় যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যাবে।

গ্রাৎসিয়ার পঠদ্দশাতেই তাঁর প্রতিভার সংকেত পাওয়া যায়। ঐ সময় তাঁর এক শিক্ষক তাঁকে ইতালীয় সংবাদপত্রগুলিতে ছোট্টো ছোট্টো গল্প ও প্রবন্ধ রচনার জন্যে উৎসাহিত করেন। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'ফিওর্দি সার্দেনিয়া।' এই উপন্যাসখানি রোমে প্রকাশিত হয়। গ্রাৎসিয়া কিঞ্চিৎ প্রশংসা-ও পান। কিন্তু গ্রাৎসিয়ার সত্যকারের প্রতিষ্ঠালাভ ঘটে ১৯০০ খৃস্টাব্দে—'এলিয়াস পর্তলু' নামে একটি কাহিনী রচনা ক'রে। এই গল্প অনতিবিলম্বে ইউরোপের প্রায় সব ভাষাতেই অনূদিত হয়। ঐ বইখানির প্রকাশের পর গ্রাৎসিয়া রোমে এসে বসবাস করতে থাকেন।

গ্রাৎসিয়া কেবল যে ঔপন্যাসিক ছিলেন, তা নয়। তিনি কবি এবং নাট্যকার হিসাবে-ও যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেন। ১৯২৬ খৃস্টাব্দে তাঁকে 'নোবল পুরস্কার' দেওয়া হয়।

১৯৩৬ খৃস্টাব্দে ১৫ই আগস্ট তারিখে তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

'মা' উপন্যাসখানি তাঁর অন্যতম বিখ্যাত রচনা।